# সত্যের মাপকাঠি

মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম

www.pathagar.com

# সত্যের মাপকাঠি

মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৫৩

২য় প্রকাশ (আধুঃ ১ম)
শাবান ১৪২৬
আশ্বিন ১৪১২
অক্টোবর ২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৭৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

---

SOTTAR MAPKATHE by Mohammad Nazmul Islam.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## দ্বিতীয় প্রকাশকের কথা

'মিয়ারুল হক (معيار الحق) বা সত্যের মানদণ্ড'–এটি একটি প্রসিদ্ধ আরবী গ্রন্থের নাম। এর লিখক হচ্ছেন আওলাদে রাসূল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ নযীর হোসাইন বিন জাওয়াদ আলী দেহলভী (১২২০-১৩২০ হিজরী (র)। তিনি শাহ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর খাস শাগরিদ ছিলেন। তিনি ইমাম হোসাইন (রা) (৪-৬১ হিজরী)-এর বংশধর। তাঁর বংধধারা ৩৫তম উর্ধতন স্তরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মিলে যায়। মিঁয়া সায়্যিদ নযীর হোসাইন (র) রচিত 'মিয়ারুল হক' কিতাবটি ছিল সে কালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, গুরুত্বপূর্ণ ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব। এর মধ্যে তিনি কুরআন-হাদীসকে একমাত্র সত্যের মানদণ্ড বলে প্রমাণ করেছেন এবং চার ইমামসহ উম্মতের অন্যান্য জ্ঞানী মনীষীদের উক্তিসমূহের মাধ্যমে 'তাকলীদে শাখছী'-কেও বাতিল প্রমাণ করেছেন। তিনি এও প্রমাণ করেছেন যে, হাদীসে বর্ণিত নাজী ফের্কা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল কেবলমাত্র চার মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং যারাই কুরআন-হাদীসের উপর আমল করে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত এবং যুগ জিজ্ঞাসার জাওয়াবে শরীয়ত গবেষণা তথা ইজতিহাদের দুয়ার কিয়ামত তক উন্মুক্ত থাকবে।

এ তথ্যবহুল কিতাবের চারটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থগুলো হচ্ছে ঃ (১) তালখীছুল ইনযা ফী মা বুনিয়া আলাইহিল ইস্তিছার। (২) ইখ্তিয়ারুল হক। (৩) বাহরে যাখার। (৪) বারাহীনে ইছনা আশারা।

মোটকথা 'মিয়ারুল হক' কিতাবের মূল আহ্বান হলো, উম্মতে মুসলিমাকে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক জীবন যাপনের দিকে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের সর্বোচ্চ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

আলহামদুলিল্লাহ! বিশ্ববরেণ্য আলেমে দীন, আল্লামা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-ও তাওহীদের পতাকাবাহী সংগঠন 'জামায়াতে ইসলামী' এর গঠনতন্ত্র প্রণয়নকালে রিসালাতে বিশ্বাসের অনিবার্য দাবী বিশ্লেষণে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (স)-কে 'মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি' ঘোষণা করেছেন। এর ব্যাখ্যায় তিনি কুরআন-সুন্নাহকে একমাত্র সত্যের মাপকাঠি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু এক শ্রেণীর ধর্মীয় মহল এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (র)-এর কঠোর সমালোচনা করেন এবং কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! বিভ্রান্তি নিরসনে কলম সৈনিক উলামায়ে কেরাম বসে থাকেননি। তারা অনেকগুলো জবাবী কিতাব রচনা করেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় 'সত্যের মাপকাঠি' বইটি লিখেছেন ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক শায়খ মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম। তিনি সত্যের মাপকাঠি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যাকারীরও জবাব দিয়েছেন। তার বইটি 'ইল্‌মী আন্দাজে' লিখা হয়েছে বলে আধুনিক প্রকাশনী ছাপাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাঠক সমাজ বিশেষত উলামায়ে কেরাম এ বইটি অধ্যয়নে অনেক উপকৃত হবেন এবং অনেক বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের সঠিক জবাবও পাবেন বলে আশা করছি। সত্যের মাপকাঠি বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যকার বিরোধের সুন্দর সমাধানে যথেষ্ট সহায়ক বলে আমি মনে করছি। পাঠক সমাজ উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আমীন। ছুম্মা আমীন।

**এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার**
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী

www.pathagar.com

# ২য় সংস্করণের ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَمَنْ وَّالَاهُ -

আলহামদুলিল্লাহ! এটি সত্যের মাপকাঠি বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণের তুলনায় এটি অনেক মার্জিত, সংশোধিত ও সংবর্ধিত। "প্রতিপক্ষের প্রমাণাদি ও তার জবাব" শিরোনামটিকে পরিবর্তন করে তদস্থলে—"সত্যের মাপকাঠি প্রমাণে কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা ও তার জবাব" লেখা হয়েছে এবং অভিযোগকারীদের আরো কিছু দলিল উপস্থাপিত হয়েছে তার জবাবসহ। বইতে একটি পরিশিষ্টও সংযোজিত হয়েছে। তাতে মাসিক মদীনার মুহতারাম সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের অযৌক্তিক সমালোচনার প্রমাণ ভিত্তিক জবাব দেয়া হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! এ ছোট বইটি 'সত্যের মাপকাঠি' বিষয়ে জানার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। শায়খুল ইসলাম আওলাদে রাসূল আল্লামা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর উপর অন্যায় অভিযোগকারীদের মাঝেও সাঁড়া জাগিয়েছে। অনেকের চিন্তায়ও পরিবর্তন ঘটেছে সত্যকে জানার জন্যে।

আধুনিক প্রকাশনীর কতৃপক্ষ বইটি ছাপাবার দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি। তার সাথে বইটির প্রথম প্রকাশক ফজীলাতুশ শায়খ মাওলানা মিসবাহুল ইসলাম চৌধুরী (ঝিংগাবাড়ী) সাহেবেরও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। কেননা তাঁর আর্থিক কুরবানীতে বইটি অস্তিত্ব লাভ করেছিল। মহান আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তাঁর পিতামাতাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন।

পরিশেষে হযরাত উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে এজামের কাছে আমার অনুরোধ হলো এই যে, 'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি কি, কে এবং কেন এ বিষয়টি পূণঃ যাচাই করে দেখেন এবং আমার লেখায়

www.pathagar.com

কোনো ভুল ধরা পড়লে তাঁরা যেন আমাকে অবহিত করেন যাতে যথাসময়ে ভুল সংশোধন করতে পারি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এক ও নেক করে দিন এবং সত্যকে জানার ও বুঝার তাওফীক দিন। আমীন। ওয়াস্সালাম।

**লেখক**
২৬/৪/০৫ইং

www.pathagar.com

## প্রথম প্রকাশকের কথা

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের উৎস হচ্ছে আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস। এ কুরআন ও হাদীসের মধ্যেই আল্লাহর পবিত্র দীন সংরক্ষিত রয়েছে। ঈমান-আকীদার কোনো মাসআলা প্রমাণ করতে চাইলে উক্ত দুটো উৎস দ্বারা তা প্রমাণ করতে হয়। কারণ, এর ওপর কার্যগত ও বিশ্বাসগত সকল আহকামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। এর দ্বারা সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর হুজ্জত বা দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দুয়ের মধ্যেই সে সমস্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে, যার প্রতি বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং 'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠির আকীদাটির মীমাংসা কুরআন-হাদীসের আলোকেই হওয়া উচিত।

বেশ কিছু দিন থেকে আমাদের দেশে 'সত্যের মাপকাঠি' নিয়ে আলেম সমাজের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া কাসেমিয়া নরসিংদীর উস্তাদুল আকীদা শায়েখ মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম সাহেব সত্যের মাপকাঠি নামক বইটি লিখে একটি সময় উপযোগী খেদমত করেছেন। কারণ আমাদের দেশের অনেকের কাছেই সত্যের মাপকাঠির আকীদাটি পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। তিনি কুরআন-হাদীসের আলোকে সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (স) প্রমাণ করেছেন। বইটি পড়ে সকল শ্রেণীর মানুষ দিক নির্দেশনা পাবে। এবং এর বিকৃত ব্যাখ্যা ও ভুল আপত্তির অপনোদনে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমি আশা করছি। আর এজন্যই বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমার এ সামান্য আর্থিক কুরবানীকে কবুল করুন এবং সকলকে বইটি থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

বিনীত
**মোঃ মিসবাহুল ইসলাম চৌধুরী**
ঝিঙ্গাবাড়ী, সিলেট।
১০/১১/১৯৯৯ইং

www.pathagar.com

## লেখকের আরজ

'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি বইটির পাণ্ডুলিপি ১৯৯০ সন থেকে তৈরী হয়ে আছে। তবে নানাবিধ ব্যস্ততার জন্য এ যাবত বইটি ছাপানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু বিবেকের তাড়নায় শত ব্যস্ততার মাঝেও এখন বইটি ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছি। কারণ, জমিয়তের বিশিষ্ট আলেম জনাব মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেব, বিগত ৭, ৮ ও ৯ই অক্টোবর '৯৯ নরসিংদী বাজার জামে মসজিদে আয়োজিত ৩দিন ব্যাপি ওলামা সম্মেলনের ২য় দিনে সত্যের মাপকাঠি সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন—

"এ সমস্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রাসূলও মুসলমানের জন্য সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরামও রাসূলের জন্য সত্যের মাপকাঠি। তবে ব্যবধান। এখনও ব্যবধান থাকে। ব্যবধান, রাসূল বেগুনাহ সাহাবায়ে কেরাম বেগুনাহ নন...।" ধারনকৃত ক্যাসেট।

জনাব মাওলানা ওলীপুরী সাহেবের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য ক্ষমার অযোগ্য। কারণ তিনি রাসূলের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি বলেছেন (?) সম্ভবত তিনি সারা দেশে এরকম বিভ্রান্তিকর বক্তব্য এক নাগাড়ে দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করছি যে, তার এ বিভ্রান্তকর বক্তব্য খণ্ডন করা আবশ্যক। কেননা তার এসব কথা ও উক্তি যদি সঠিক ও নির্ভূল তথ্য সম্বলিত না হয় তবে কুফল হবে ভয়াবহ ও সর্বগ্রাসী। এসব ভুল তথ্য সম্পর্কে তাঁকে, তাঁর দলকে ও মুসলিম জনসাধারণকে অবহিত করা অতীব প্রয়োজন। কারণ, তারা কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করে দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে তাওহীদী জনতাকে সচেতন হওয়া উচিত। তাই আমি লিখিতভাবে সত্যের মাপকাঠির ব্যাখ্যা পেশ করছি।

আমি তথাকথিত ধর্মীয় মহলের কাদা ছোড়াছুড়িতে বিশ্বাসী নই। আমি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি কামনা করি। আজ গোটা মুসলিম জাতির বাঁচা মরার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দেশে দেশে চলছে মুসলমানদের অস্তিত্বের লড়াই। গোটা বিশ্ব নির্বিচারে মুসলিম নিধনে মেতে উঠেছে। এ মুহূর্তে প্রয়োজন তথাকথিত ধ্বজাধারি হিংস্র হায়েনাদের বিরুদ্ধে মুসলিম জাহানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। বিশেষত ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও

www.pathagar.com

কর্তব্য ছিল ইসলামী জিহাদ, ইসলামী ঐক্য ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দিকে আহ্বান জানিয়ে মুসলমানদেরকে সুসংগঠিত করা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর আলেম ফতোয়াবাজী করে মুসলমানদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও অনৈক্য সৃষ্টি করছেন ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। যার শিকার হচ্ছেন আপামর তাওহীদী জনতা। ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের এসব হীনমন্যতা ও নোংরামী পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুরোধ জানাই।

জানি, মানুষ ভুলের ঊর্ধে নয়, নিশ্চয়ই আমারও ভুল থাকতে পারে। তাই সুধী মহলের কাছে আমার অনুরোধ 'মিয়ারে হকের' এ গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাটি কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাচাই করবেন এবং ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে অবহিত করবেন। আমি তা সংশোধনে সচেষ্ট থাকবো ইনশাআল্লাহ।

**লেখক**

www.pathagar.com

# অভিমত

সত্যের মাপকাঠি কে ? এ প্রশ্নটির জবাব মুমিনের ঈমানী কালেমার দ্বিতীয়াংশেই প্রস্ফুটিত হয়ে আছে প্রভাতী আলোর মতো।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে সকল মত, পথ ও ব্যক্তির উর্ধে তুলে ধরার মধ্যে নিহিত রয়েছে এ বাণীর যথার্থতা। তিনিই সত্যের মাপকাঠি। তাঁর রিসালাতই হচ্ছে সত্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ড। তাঁর নিয়ে আসা কিতাব ও সুন্নাহর আলোকেই যাচাই করতে হবে সকল কিছু। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর রিসালাত, তাঁর আনীত কুরআন সুন্নাহকেই তুলে ধরতে হবে সকল ব্যক্তি ও মাযহাবের উর্ধে।

অনুসরণ করতে হবে তাঁর প্রতিটি পদচিহ্নের, নিঃসঙ্কচিত্তে। এটিই হওয়া উচিত একজন মুমিনের আকিদা-বিশ্বাস।

মহান আল্লাহ আমার দীনি ভাই শায়খ নাজমুল ইসলাম হাফেজাহুল্লাহকে দুনিয়া-আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি সকল মত, পথ, ব্যক্তি ও মাযহাবের উর্ধে একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূল্লাহ (স)-কেই মাপকাঠি হিসেবে তার পুস্তিকায় তুলে ধরার জন্য চালিয়েছেন ঈমানী প্রয়াস।

'সত্যের মাপকাঠি' বিতর্কেরর সমাধানে এ পুস্তিকাটি একটি আলোক বর্তিকা হিসেবে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

**কাজী মোঃ ইবরাহীম**
২৯-০১-২০০০ইং
প্রধান মুহাদ্দেস, জামেয়া কাসেমিয়া নরসিংদী
দাওরায়ে হাদীস ও কামিল ফাস্ট ক্লাস।

www.pathagar.com

# অভিমত

জনাব মাওলানা মোঃ নাজমুল ইসলাম সাহেবের "সত্যের মাপকাঠি" নামক গ্রন্থখানার পাণ্ডুলিপি অদ্যোপান্ত পাঠ করার সুযোগ পেয়ে বস্তুতই খুশী হলাম।

লেখক অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও আমার ছাত্র ছিলেন। শিক্ষানবীশ অবস্থায় তার মধ্যে এলমী তাহ্কীক এর প্রচুর আগ্রহ লক্ষ্য করেছি। বর্তমান পুস্তিকাটিতে লেখক কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার দৃষ্টিতে معيار الحق -এর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় সম্পর্কে যে মূল্যবান আলোচনা করেছেন তা এদেশের ওলামায়ে কেরামকে উক্ত বিষয়ে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী পোষণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগীতা করবে বলে আমি আশা করছি। লেখকের এ প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন। এলমী তাহ্কীক সমৃদ্ধ আরো রচনার মাধ্যমে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁকে আল্লাহ আরো বেশী করে তাওফীক দান করুন।

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا

اجتنابه وصلى الله تعالى على نبيه الكريم

**শাঃ মুঃ আবদুল কাইয়্যুম**

১৬/২/১৯৯০

[প্রভাষক কুরআনিক ল্যাংগুয়েজ ডিপার্টমেন্ট, মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বি. এ. অনার্স. আরবী ভাষা ও সাহিত্য. এম. এ. (এম. ফিল) ব্যবহারিক ভাষাতত্ব ঃ ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।]

www.pathagar.com

# অভিমত

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ـ

জনাব মাওলানা মোঃ নাজমুল ইসলাম সাহেবের 'সত্যের মাপকাঠি নামক গ্রন্থখানা পাঠ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। তিনি তাঁর শিক্ষকতার মাঝে معيار الحق -এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করছেন তা বর্তমান সময়ে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে এ বিষয়ে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা দূর করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আশা করি আগামী দিন তিনি এসব জটিল বিষয়ে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের বিরাট খেদমত করবেন। আল্লাহ তাকে ইসলামের খেদমত করার তাওফীক দান করুন।

**মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী**
০৭/০৬/১৯৯২
সহকারী অধ্যাপক
আদ-দাওয়া এণ্ড ইসলামী স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া,

[এম. এ. ইসলামী স্টাডিজ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ. (এম. ফিল) দাওয়া বিভাগ, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সৌদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়. সউদী আরাবীয়া]

www.pathagar.com

# সূচীপত্র


'হক' শব্দের অর্থ ও এর ব্যবহার ..... ১৯
কে 'হক' নিয়ে এসেছেন ..... ২২
'হক' দ্বারা উদ্দেশ্য কি ? ..... ২৫
'মিয়ারে হক' শব্দের তাৎপর্য ..... ২৭
'মিয়ারে হক'-এর সংজ্ঞা, ..... ২৯
মাওলানা আবুল কালাম আযাদের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি ..... ৩১
মাওলানা মুশহিদ আলী বায়মপুরী (র)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি ৩২
মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি ৩৩
'সত্যের মাপকাঠি' হওয়ার ক্ষেত্রে ইসমত কি শর্ত ? ..... ৩৭
মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র)-এর অভিযোগ ..... ৪৫
'মিয়ারে হক' ও তানকীদের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং তার জবাব ..... ৪৮
তাবলীগ জামায়াতের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি ..... ৫৩
মাওলানা মওদূদী (র)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি ..... ৫৪
মাওলানা মওদূদী (র)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠির ব্যাখ্যা ..... ৬২
'মিয়ারে হক' ও তানকীদ সম্পর্কে
মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর ব্যাখ্যা ..... ৬৭
কুরআনের আলোকে সত্যের মাপকাঠি ..... ৭৯
হাদীসের আলোকে সত্যের মাপকাঠি ..... ৮৫
সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি ..... ৮৭
উম্মতের ঐক্যমতে সত্যের মাপকাঠি ..... ৯২
চার ইমামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি ..... ৯৪
ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত ..... ৯৫
ইমাম মালেক (র)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত ..... ৯৬
ইমাম শাফেয়ী (র)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত ..... ৯৭
ইমাম আহমদ (র)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত ..... ৯৯
সূফিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি ..... ১০০
উলামায়ে শরীআতের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি ..... ১০২
দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি ..... ১০৬
তানকীদ ও যাচাই-বাছাই কেন ? ..... ১১৩
তানকীদ ও যাচাই-বাছাই এর হুকুম ..... ১১৫


www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরামের উপর তানকীদ চলবে কি ? ..... ১১৮
হযরাতে আম্বিয়া (আ)-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে ..... ১২২
হযরত শায়খ মাদানী সাহেবের মারাত্মক ফতোয়া–১ ..... ১২৬
হযরত শায়খ মাদানী সাহেবের মারাত্মক ফতোয়া–২ ..... ১৩০
প্রশংসা জ্ঞাপক দলিল দ্বারা কি সত্যের মাপকাঠি প্রমাণিত হয় ? ..... ১৩৩
সত্যের মাপকাঠি প্রমাণে কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা ও
তার জবাব ..... ১৩৮
১. اَصْحَابِيْ كَا لنُّجُوْم হাদীসের জবাব ..... ১৩৯
২. اِخْتِلَافُ اَصْحَابِيْ হাদীসের জবাব ..... ১৪৪
৩. مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ হাদীসের অপব্যাখ্যা ও তার জবাব ..... ১৪৮
৪. আহলে বাইত সম্পর্কিত হাদীসের অপব্যাখ্যা ও তার জবাব ..... ১৫৪
৫. আয়াত اٰمِنُوا كَمَا اٰمَنَ النَاسُ -এর অপব্যাখ্যা ..... ১৫৭
৬. আয়াত صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ-এর অপব্যাখ্যা ও
তার জবাব ..... ১৬২
৭. হাদীস ঃ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ -এর সঠিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা .....১৭৭
৮. হাদীস ঃ اِقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ بَعْدِيْ اَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرٍ-এর সঠিক ব্যাখ্যা ১৮২
৯. হাদীস ঃ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةُ -এর ব্যাখ্যা ও শিক্ষা ..... ১৮৫
১০. আয়াত ঃ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ -এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ..... ১৮৮
১১. ইজমায়ে সাহাবা কি মিয়ারে হক ? ..... ১৯২
১২. পরিশিষ্ট ..... ১৯৬
শেষ কথা ..... ২২৯

www.pathagar.com

# 'হক' শব্দের অর্থ ও এর ব্যবহার

'মিয়ারে হক' এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার পূর্বে 'হক' অর্থ ও এর ব্যাখ্যা ও ব্যবহারের স্থান সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। কারণ অনেকে 'হক' শব্দের তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যার দরুন তারা 'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকঠি কী হতে পারে বা কে হতে পারেন তা বুঝাতে সক্ষম হচ্ছেন না। কিন্তু তারা এ বিষয়ে জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াতে মোটেই পিছিয়ে নেই।

'হক' শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্য। অর্থাৎ যা নির্ভুল সত্য, প্রতিষ্ঠিত সত্য, নিখুঁত সত্য, নিশ্চিত সত্য, চির সত্য, চির বাস্তব, সন্দেহাতীত সত্য, প্রকৃত সত্য। তাকেই 'হক' দ্বারা বুঝানো হয়।

**'হক' শব্দের ব্যবহার ঃ** 'হক' শব্দটি এমন বিষয়ে ব্যবহৃত হয় যা চির সত্য বা চির বাস্তব যার মধ্যে কোনো ভুল নেই, সন্দেহে নেই, সংশয় নেই। সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। তাই 'হক' বা সত্য এবং যা নিছক ধারণা অনুমান দ্বারা লাভ করা যায় না। বরং অকাট্যতার প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রেই কেবল 'হক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

ইমাম ইবনু কাসীর (রহ) 'হক' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

الحق الذى لاشك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يضاد شئ منه شيئا اخر ـ

تفسر القران العظيم ـ ٢/٥٥٩

"অর্থাৎ 'হক' বা সত্য এমন বিষয় যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো সংশয় ও বৈপরিত্য বরং যার সবটুকুই সত্য। যার এক অংশ অন্য অংশের সত্যায়ন করে, যার একাংশ অপর অংশের সাথে সাংঘর্ষিক বা বিরোধী নয়, তাই 'হক'।"

–তাফসীরুল কুরআনিল আজিম ২/৫৫৯

এজন্যই 'হক' শব্দটি ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে। আর বিরোধপূর্ণ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, এর একটি মত-ই 'হক' বা সত্য। যেমন ইমাম কাছানী (রহ) বলেছেন–

www.pathagar.com

الحق فى المجتهدات واحد والمجتهد يخطئ ويصيب عند اهل السنة والجماعة فى العقليات والشرعيات جميعا - بدائع الصنائع ٧/٤

"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে যুক্তি ও শরীয়ত সম্পর্কিত বিষয়ে মুজতাহিদ ইমাম ভুলও করতে পারেন, শুদ্ধও করতে পারেন। তবে গবেষণালব্ধ (বিরোধপূর্ণ) বিষয়ে 'হক' বা সত্য একটিই হয়।"–বাদাইউস সানাঈ-৭/৪

আল্লামা ইবনে ফাউজান বলেন ঃ

ولكن الحق دائما ابدا واحد لايتعدد ولا يتشعب وهذا ديدن رسول اللّه صلى اللّهُ عليه وسلم : محاضرات فى العقيدة - ص ١٧٠/١

"কিন্তু সত্য সদাসর্বদা এক। একাধিক হয় না। শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয় না এটাই রাসূলুল্লাহর দীন ও নীতি।"

মোল্লা জিয়ুন (রহ) বলেছেন ঃ

الحق فى موضع الخلاف واحد - نور الانوار -

"ইখতিলাফ অর্থাৎ মতভেদের স্থানে 'হক' বা সত্য একটিই হয়"।

রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস শরীফ এর সত্যায়ন করে। কারণ, তিনি বলেছেন ঃ

واهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم-

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! যে বিষয়ে বিরোধ রয়েছে এর মধ্যে নিহিত সত্যকে বাতলে দিন। নিশ্চয়ই আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।"–মুসলিম

এদিকে নিছক ধারণা বা অনুমান নির্ভর কথার ক্ষেত্রে 'হক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। কারণ যার মধ্যে সত্য মিথ্যার সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা যা সন্দেহযুক্ত সে ক্ষেত্রে 'হক' শব্দের ব্যবহার হয় না। কারণ, 'হক'-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

الحق شئ ثابت مطلقا لايسوغ انكاره كوجود البارى

www.pathagar.com

"সত্য এমন পরম বাস্তব বিষয় যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব।"

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلاَّ ظَنًّا ط اِنَّ الظَّنَّ لاَيُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ـ

"তাদের অধিকাংশ লোক ধারণা-অনুমানের পিছনে ছুটে চলেছে অথচ ধারণা অনুমান সত্যের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র পুরা করতে পারে না।"
–সূরা ইউনুস ঃ ৩৬

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ ج وَاِنْ الظَّنَّ لاَ يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ـ

"তারা কেবল ধারণা-অনুমানের উপর চলে। অথচ ধারণা-অনুমান দ্বারা মোটেই সত্য লাভ হয় না।"–সূরা আন নাজম ঃ ২৮

এজন্য মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

ايها الناس ان الرأى انما كان من رسول اللّه مصيبا لان اللّه يريه وانما هو منا الظن والتكلف ـ ايقاظ همم اولى الابصار ص ١٥ جامع بيان العلم ١٣٤/٢

"হে লোক সকল ! সঠিক রায় বা নির্ভুল মতামত ব্যক্ত করা তো শুধু রাসূলেরই ছিল। কেননা, আল্লাহ নিজেই তাঁকে রায় দেখিয়ে দিতেন। আমাদের রায় তো নিছক ধারণা ও কৃত্রিমতা মাত্র।"

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন ঃ

رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب ـ الحلال والحرام فى الاسلام : ١٢

"আমার রায়-মতামত শুদ্ধ। তবে ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যের রায়-মতামত ভুল তবে শুদ্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।"

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন ঃ

رأى الاوزاعى ورأى مالك ورأى ابى حنيفة كله رأى وهو عندى سواء انما الحجة فى الاثار ـ جامع بيان العلم وفضله ـ ١٤٩/٢

www.pathagar.com

"ইমাম আউজাঈর রায়, ইমাম মালেকের রায়, ইমাম আবু হানীফার রায়। এসবই কেবল মতামত। দলিল তো একমাত্র হাদীসের মধ্যে রয়েছে।"

এটাই শতসিদ্ধ কথা যে, রায় শুদ্ধ হতে পারে তবে তার ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে 'হক' বা পরম সত্য শব্দ ব্যবহৃত হয় না। বরং মৌলিক বিষয়েই 'হক' শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ط ـ بنى اسرائيل : ١٠٥

"এ কুরআন সত্যসহ নাযিল করেছি এবং এটি সত্যসহ নাযিল হয়েছে।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৫

واللّٰه يقول الحق وهو يهدى السبيل ـ

"আল্লাহই সত্য বলেন এবং তিনিই সত্য পথ প্রদর্শন করেন।"

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

"বল, সত্য সমাগত, মিথ্যা বিতাড়িত। মিথ্যাতো বিতাড়িত হবারই।"
–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮১

এবং রাসূল (স) তাঁর হাদীসে বলেন ঃ

لَكَ الْحَمْدُ انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاء ك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق ـ

"হে আল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, কিয়ামত সত্য এবং মুহাম্মাদ সত্য।"
–বুখারী ও মুসলিম

## কে হক নিয়ে এসেছেন

'মিয়ারে হক' প্রমাণ করার পূর্বে আমাদের জন্য এটিও জানা আবশ্যক যে, এ 'হক' বা সত্য কোত্থেকে এসেছে এবং কে নিয়ে এসেছেন ? কারণ, মানুষ তার নিজস্ব মতামত ও চিন্তা-চেতনা দ্বারা পরম ও নিখুঁত সত্যে পৌঁছতে পারে না। মানুষের খেয়াল-খুশী, পসন্দ-অপসন্দ সত্যের উৎস নয়। বরং মানবাত্মা পাপপূর্ণ, ভাল-মন্দ ও তাকওয়া-ফুজুর ইত্যকার

www.pathagar.com

পরস্পর বিরোধী ও সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাপন্ন দুটি জিনিসের কেন্দ্রস্থল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ○ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ○ وَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ○ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ○

"মানবাত্মার কসম এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। এরপর তিনি তাকে তার সৎকর্ম ও অসৎকর্মের চেতনা দান করেছেন। যে তার আত্মাকে শুদ্ধ করে সে সফলকাম হয় এবং যে একে কলুষিত করে সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।"–সূরা আল লাইল

তিনি সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ○ ـ البقرة : ٢١٦

"হতে পারে যে, তোমরা কোনো জিনিসকে অপসন্দ করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য ভালো ও কল্যাণকর আর এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো জিনিসকে পসন্দ করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য মন্দ ও অকল্যাণকর। (প্রতিটি বস্তুর ভালো-মন্দ) আল্লাহ জানেন। তোমরা জান না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬

যেহেতু উম্মতে মুসলিমের সর্বোত্তম জামায়াত সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন, সেহেতু পরবর্তীদের ব্যাপারে কোনো কিছু বলারই প্রয়োজন নেই। তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলার তো প্রশ্নই উঠে না।

তাই আমরা বলি এবং বিশ্বাস করি যে, 'হক' বা সত্য তাই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) বলেছেন। আর এ সত্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং সত্যের বাইরে আর কোনো সত্য নেই। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط

"অতএব তাদের মধ্যে আল্লাহর অবতীর্ণ সত্য অনুসারে বিচার ফায়সালা কর এবং তোমার নিকট আগত সত্যকে বর্জন করে তাদের খাহেশাতের অনুসরণ করো না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৮

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেন ঃ

اِنَّآ اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ البقرة : ١١٩

"হে রাসূল ! আমি তোমাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাকারী ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১১৯

তিনি আরো বলেন ঃ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ـ يونس : ١٠٨

"বল হে মানুষ! তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে।"–সূরা ইউনুস ঃ ১০৮

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আরো এরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ـ يونس : ٩٤

"নিশ্চয়ই তোমার নিকট স্বীয় রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে। অতএব তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"–সূরা ইউনুস ঃ ৯৪

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ ـ النساء : ١٧٠

"হে মানুষ ! রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭০

মাওলানা মওদূদী (র)-ও 'মিয়ারে হক' শব্দের 'হক' দ্বারা রাসূল আনীত 'হক'কে উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ, তিনি ৫নং উপধারায় বলেছেনঃ

کسی کی محبت یا عقیدت مین ایسا گرفتارنہ ہو کہ رسول خدا کے لائے ہوے حق کی محبت اور عقیدت پر وہ غالب اجائے یا اس کی مد مقابل بن جائے ـ سید مودودی کا عہد ـ ص ٨٥

"কারো ভালোবাসা বা অন্ধ ভক্তিতে এমনভাবে বন্দী না হওয়া যার দরুন তা রাসূল আনীত 'হক' বা সত্যের প্রতি ভালোবাস ও ভক্তি বিশ্বাসের উপর বিজয়ী কিংবা এর সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে।"
–সাইয়েদ মওদূদী কা আহদ ঃ ৮৫

একথাটি বলার পরই তিনি ৬নং উপধারায় 'মিয়ারে 'হক' শব্দটি রাসূলের জন্য ব্যবহার করেছেন। সুতরাং সত্যসহ আগমনকারী রাসূলই

www.pathagar.com

একমাত্র সত্যের মাপকাঠি ; আর কেউ নয়। এবং এ সত্য দ্বারা রাসূল আনীত সত্যই উদ্দেশ্য। সাহাবীরা রাসূল (স)-কে কোনো কিছু বলতে চাইলে প্রথমে বলতেন ঃ

وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ

"সে সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন।"

## 'হক' দ্বারা উদ্দেশ্য কি ?

'হক' দ্বারা আল্লাহর ওহী তথা কুরআন হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। যে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে আল্লাহ তাআলার দীন ও শরীয়ত সংরক্ষিত এবং যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী বৈ কিছু নয়। ইলমুল মাকাসিদ এর আলিমগণ বলেছেন ঃ

لان الكتاب والسنة يعتبران علما للحق الذى اتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من عند ربه ـ المقاصد العامة للشريعة الاسلامية : ١١١

"কেননা কুরআন-হাদীসকে সেই সত্যের জ্ঞান গণ্য করা হয় যা নবী করীম (স) আপন রবের নিকট থেকে নিয়ে এসেছেন।"

ইসলামের পরিভাষা অনুযায়ী 'হক' দ্বারা আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস উদ্দেশ্য হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহর দীন সংরক্ষিত। এজন্য বলা হয়েছে ঃ

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

"বল, সত্য সমাগত, মিথ্যা বিতাড়িত। মিথ্যাতো বিতাড়িত হবারই।"
–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮১

যেমন আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন ঃ

وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ لا ـ

"তারা মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর নাযিলকৃত সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল যা তাদের রবের পক্ষ থেকে আগত।"–সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ط ـ الانعام : ٤

"অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে।"–সূরা আনআম ঃ ৪

তিনি আরো বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

"কাফেরদের সামনে যখন প্রকৃত সত্য আসলো তখন তারা বললো, এটাতো স্পষ্ট যাদু।"–সূরা আস সাবা ঃ ৪৩

মা আয়েশা রাসূলে করীম (স)-এর নিকট ওহী আসলে পরে বলেছেন ঃ

حتى جاء ه الحق وهو فى غار حراء

"অবশেষে তাঁর নিকট 'হক' আসল যখন তিনি হেরা গুহায় ছিলেন।"–সহীহ আল বুখারী ৩নং হাদীস

হাদীস শরীফে আরো এসেছে ঃ

كان جبريل ينزل عليه بالسنة كما ينزل عليه بالقران ـ

"জিবরাঈল (আ) যেমনিভাবে রাসূলের নিকট কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হতেন তেমনি হাদীস নিয়েও অবতীর্ণ হতেন।"–বুখারী

এজন্য বলা হয় ওহী দুই প্রকার ঃ

১. ওহী মাতলু (পঠিত ওহী) যথা কুরআন।

২. ওহী গায়েরে মাতলু (অপঠিত ওহী) যথা হাদীস।

আল্লাহর রাসূল (স) তাই বলেছেন ঃ

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله ـ

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ তোমরা তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটি জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।"

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, 'হক' দ্বারা আল্লাহর○ওহী তথা কুরআন সুন্নাকেই বুঝানো হয়েছে এবং এ দুটিকেই আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

# 'মিয়ারে হক' শব্দের তাৎপর্য

'মিয়ারে হক'-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সত্যের মাপকাঠি, নির্ভুল অনুমান যন্ত্র, নিখুঁত তুলাদণ্ড তথা নির্ভুল মানদণ্ড ইত্যাদি।

যেহেতু 'হক' এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যার সত্যতা ও বাস্তবতায় সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই, যা নিশ্চিতরূপে সঠিক ও নির্ভুল। যার মিথ্যা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, যা কোনো অবস্থায় অস্বীকার করা যায় না তাই 'হক' বা সত্য।

সুতরাং এ নিশ্চিত সত্যের মাপকাঠি কে হতে পারেন ? অথবা এ পরম ও নিখুঁত সত্যের মাপকাঠি কী হতে পারে ? তা ঠাণ্ডা মাথায় আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে। লাগামহীনভাবে যাকে ইচ্ছে তাকে 'মিয়ারে হক' বলা যাবে না এবং 'মিয়ারে হক'-এর মনগড়া ব্যাখ্যা করাও ঠিক হবে না।

আল্লামা মুফতী ইউসুফ (র) 'মিয়ারে হক' এর ব্যাখায় বলেছেন ঃ

هر وہ رائے اور قول وعمل قابل تنقید نہیں ہیں جس میں حق اور صواب کا پہلو متعین ہو اس کی صحت یقینی ہو اور خطا وغلط ہونے کا اس میں احتمال ہی نہ ہو اسی قول وعمل معیار حق بھی ہیں اور تنقید سے بھی بالاتر ہیں ـ علمی جائزہ : ۲۰۳/۱

"প্রত্যেক ঐ মত, কথা ও কাজ যাচাই বাছাই যোগ্য নয় যার মধ্যে 'হক' বা সত্যের দিক সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। যার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত, যার মধ্যে ভুল হবার কোনো অবকাশ নেই। কেবল সেই কথা ও কাজই 'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি হতে পারে। এবং তানকীদ বা যাচাই বাছাই-এর উর্ধে হতে পারে।"–ইলমী জায়েজাহ ১/২০৩

মহান আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

www.pathagar.com

"তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা বাদ দিয়ে আউলিয়াদের অনুসরণ করো না। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৩

আলোচ্য আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, 'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি হল তাই যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন মুহতামিম মাওলানা ক্বারী তায়্যিব (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে—

جیسا کہ ما انزل الیکم کا تقاضا ہے کہ معیار حق ما انزل ہو جو خدا کی طرف سے نازل شدہ ہو اور ہم تک بعینہ وہی نازل شدہ چیز پہونچے ہو۔ مقالات طیبة ص ٦٠

"যেভাবে ما انزل الیکم অর্থাৎ 'যা তোমাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে' এর দাবী ও স্পষ্ট চাহিদা হচ্ছে যে, তা সত্যের মাপকাঠি হবে। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং তা আমাদের নিকট হুবহু সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে পৌঁছেছে।"–মালাকাতে তায়্যিবাহ ঃ ৬০

দেওবন্দের প্রধান ক্বারী তায়্যিব সাহেব (র) ঐ বস্তুকে সত্যের মাপকাঠি বলেছেন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর তা হচ্ছে ওহী তথা কুরআন ও হাদীস।

এতে বুঝা গেল যে, মাওলানা মওদূদী (র) যে বস্তুকে সত্যের মাপকাঠি বলেছেন, ক্বারী তায়্যিব সেই বস্তুকে সত্যের মাপকাঠি বিশ্বাস করেন। এ আকীদা-বিশ্বাসটিই যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। কুরআনে কারীমে এর সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ المائدة : ٤٥

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারাই যালেম।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৫

আল্লাহর রাসূল (স) বলেন ঃ

ان اتبع الا ما یوحی الی۔

"আমি শুধু তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট ওহী করে পাঠানো হয়।"

www.pathagar.com

এতে বুঝা যায় যে, মাপকাঠি একমাত্র আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস।

## 'মিয়ারে হক'-এর সংজ্ঞা

'মিয়ারে হক' অর্থাৎ এমন সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি যার কথা ও কাজ কোনো রকম যাচাই বাছাই করা চলবে না বরং এর দ্বারা অন্যসব কিছুকে যাচাই ও পরখ করা হবে—তাহলো আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস। এবং একেই বলে 'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি। মাওলানা মুফতি ইউসুফ (র) তাই বলেছেন ঃ

معیار حق در اصل نام ہے اس چیز کا جس کے ساتھ قول وعمل کی مطابقت اس کے حق ہونے کی علامت ہو اور مخالفت باطل ہونے کا نشانی ہو اور یہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو یقینا حق ہو اور باطل ہونے کا اس میں اصلا امکان نہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہ چیز ایك طرف خدا کی اخری کتاب قران ہے اور دوسری طرف حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی سنت ہے لہذا معیار حق بھی صرف انھی دونوں کو تسلیم کیا جائے گا ۔ علمی جائزہ ص ۲۰۳/۱

'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি মূলত এমন এক জিনিসের নাম যার সাথে মিলযুক্ত কথা ও কাজ সত্য বলে চিহ্নিত হবে এবং যার বিপরীত হলে বাতিল বা মিথ্যা বলে গণ্য হবে। আর এটা এমন বস্তু হতে পারে যার মধ্যে সন্দেহ সংশয়ের সামান্যতম অবকাশ নেই, যা নিশ্চিত সত্য এবং বাতিল হওয়ারও কোনোই সম্ভাবনা নেই। এটা শুধুমাত্র আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব কুরআন এবং রাসূলের হাদীস হতে পারে এবং এ দুটো জিনিসকেই কেবল সত্যের মাপকাঠি মানা যেতে পারে।"–ইলমী জায়েযাহ ১/২০৩

'মিয়ারে হক'-এর এ সংজ্ঞাই হচ্ছে সঠিক ও নির্ভুল । যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ..... فَاولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ..... فَاولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ ـ المائدة : ٤٧

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ ওহী মুতাবেক বিচার ফায়সালা করে না সে কাফের .... সে যালেম .... সে ফাসেক।"

–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর নাযিলকৃত ওহী তথা কুরআন ও হাদীসকে সত্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করে সর্ববিষয়ে এরই আলোকে বিচার ও ফায়সালা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সবাইকে। সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপক সম্বোধনের আওতাধীন রয়েছেন। কাজেই তাঁদেরকে সত্যের মানদণ্ড বলার সুযোগ নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এ ওহীর জ্ঞানই একমাত্র মাপকাঠি। এ সম্পর্কে রাসূল (স)-কে বলা হয়েছে—

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ○ ـ الرعد : ٣٧

"যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার নিকট জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে আল্লাহর আযাব থেকে তোমার না কোনো সাহায্যকারী আছে আর কোনো রক্ষাকারী।"–সূরা আর রাদ ঃ ৩৭

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (র) তাই বলেছেন ঃ

هو العلم الذى يميزبه العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال والضار والنافع والكامل والناقص والخير والشر ويبصر به مراتب الاعمال وراجحها ومرجوحها ومقبولها ومردودها ـ

تهذيب مدارج السالكين ص ١١٦

"এটা সেই জ্ঞান যার দ্বারা বান্দাহ সত্য-মিথ্যা, হেদায়াত-গোমরাহী, উপকারী-অপকারী, পূর্ণাঙ্গ-অপূর্ণাঙ্গ, ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে এবং এর দ্বারা আমলের স্তরসমূহ এবং এর মুখ্য ও গৌণ, গ্রহণযোগ্য অ-গ্রহণযোগ্যকে নির্ণয় করে।"–তাহজীবু মাদারিজিস সালেকীন ঃ ১১৬

এজন্য আমরা বিশ্বাস করি যে, এ ওহীর জ্ঞান তথা কুরআন-সুন্নাহই একমাত্র 'মিয়ারে হক'। যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ জানা যায়। সহাবায়ে কেরাম 'মিয়ারে হক' নন। কারণ, তাদের ব্যাপারে কুরআনেই বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○ ـ البقرة : ٢١٦

"তোমরা যা অপসন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা পসন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন; তোমরা জান না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬

## মাওলানা আবুল কালাম আযাদের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

সত্যের মাপকাঠি কে হতে পারেন। এ ব্যাপারে ইমামুল হিন্দ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র) বলেন ঃ

شرعا معيار حق صاحب وحى هے ـ صحابه كرام كو جو مقام حاصل هے وه تبعا حاصل هے يعنى انهوں نے انحضرت صلى الله عليه وسلم كے قول وفعل كا حتى الا مكان اتباع كيا اس لئے ان كى شخصيت بهى همارے لئے قابل احترام هوئى ليكن هر حال ميں اصل شخصيت صاحب وحى كى هے نه كه كسى اور كى، انحضرت صلى الله عليه وسلم كے سوا همارے عقيده ميں كوئى شخص معصوم عن الخطأ نهيں هے ـ يهى وجه هے كه امام مالك نے انحضرت صلى الله عليه وسلم كى قبر كى طرف اشاره كر كے كها : اس قبر والے كے سوا هر شخص سے دليل پوچهى جائے گى اور غلطى پر باز پرس هو گى ـ ملفوظات ازاد ص ١١٠

"ওহীপ্রাপ্ত রাসূলই শরীয়তের দৃষ্টিতে 'মিয়ারে হক' বা 'সত্যের মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরামের যে মর্যাদা অর্জিত হয়েছে তা অনুসরণের দরুন অর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যথাসাধ্য নবী করীম (স)-এর কথা ও কাজের অনুসরণ করেছেন। এজন্য তাঁদের ব্যক্তিত্বও আমাদের জন্য সম্মান উপযোগী। তবে সর্বাবস্থায় মূল ব্যক্তিত্ব ওহীপ্রাপ্ত নবীর জন্যই স্বীকৃত, অন্য করো জন্য নয়। এজন্য ইমাম মলেক (র) নবী করীম (স)-এর কবর শরীফের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এ

www.pathagar.com

কবরবাসী ছাড়া সকলের কাছেই দলিল চাওয়া হবে এবং ভুলের জন্য তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।"–মালফুজাতে আযাদ ঃ ১১০

মাওলানা আযাদের (র) এ বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, ওহীপ্রাপ্ত নবীই শরীয়তের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরাম নন। বরং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর অনুসারী। সর্বাবস্থায় মূল ব্যক্তিত্ব হলেন রাসূল (স)। রাসূল (স) ছাড়া সকলের কাছে দলিল চাওয়া হবে এবং ভুলের জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মাওলানা আযাদের এ আকীদা মাওলানা মওদূদী (র) প্রণীত জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে সত্যের মাপকাঠির আকীদার সাথে ষোল আনা মিলযুক্ত ও সামঞ্জস্যশীল এবং এ আকীদা-বিশ্বাসই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের স্থির আকীদা-বিশ্বাস।

## মাওলানা মুশহিদ আলী বায়মপুরী (র)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

জমিয়তের প্রধান আলেম মাওলানা বায়মপুরী (র) বলেন ঃ

خلاصه یه هے که جبتك انسان جمله امور میں خواه سیاسیه هو یا غیر سیاسیه جناب رسول مقبول ﷺ کو واحد فیصل نه سمجهے اور پهراپ کی فیصله کو اطمئنان کلی کے ساتهه بطیب خاطر قبول نه کرے اسی وقت وه مؤمن نهیں هو سکتا ۔ فتح الکریم ص ١١

"মোদ্দাকথা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ যাবতীয় বিষয়ে চাই তা রাজনৈতিক হোক অথবা অরাজনৈতিক হোক জনাব রাসূল মাকবুল (স)-কে একমাত্র মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে না নেবে এবং তাঁর দেয়া ফায়সালা ও সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্টচিত্তে এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারে না।"-ফাতহুল করীম ঃ ১১

এখানে দেখা যায় যে, মাওলানা আযাদ ও মাওলানা মুশহিদ উভয়ে সত্যের মানদণ্ড রাসূল (স)-কে স্থির করেছেন। 'মিয়ারে হক' আর 'ওয়াহিদ ফায়সল'-এর মধ্যে শব্দগত বিভিন্নতা আছে কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাবধারা এক ও অভিন্ন ।

www.pathagar.com

জমিয়তের শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা মাদানী (রহ)-এর সুযোগ্য সাগরিদ মাওলানা মুশাহিদ (র) দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, সকল বিষয়ে রাসূল (স)-কে একমাত্র মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোনো মানুষ ঈমানদার হতে পারে না। এ কারণেই মাওলানা মওদূদী (র) রাসূল (স)-কে সত্যের মানদণ্ড বলেছেন। জমিয়তের নেতা যাকে واحد فيصل 'একমাত্র মীমাংসাকারী' বলেছেন মাওলানা মওদূদী তাঁকে 'সত্যের মাপকাঠি' বলেছেন। শব্দ বিভিন্ন হলেও মর্মার্থ এক ও অভিন্ন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মাওলানা মুশহিদ এখানে কুফরী ফতোয়া জারি করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাবতীয় বিষয়ে একমাত্র রাসূল (স)-কে মীমাংসাকারী মানবে না সে মুমিন নয়, তাহলে নিশ্চয়ই সে কাফের। তিনি এর সমর্থনে কুরআনের একটি আয়াতও পেশ করেন।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

"না হে মুহাম্মাদ তোমার রবের শপথ, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তারা সকল বিষয় তোমাকেই চূড়ান্ত ফায়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করে। তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্তরে কোনো দ্বিধা-সংকোচ না রেখে অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৬৫

আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, একমাত্র রাসূল (স) সত্যের মাপকাঠি এবং তিনিই সকল বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী। একেই বলে সত্যের মানদণ্ড। সুতরাং যারা সাহাবা তাবেঈদের সত্যের মানদণ্ড মানতে চান তারা নির্ঘাত ভুলের উপর রয়েছেন। তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

## মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ প্রধান দেওবন্দের সাবেক শায়খুল হাদীস মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র) বলেন ঃ

لفظ معيار ايك لغوى لفظ هے كسے فن كا اصلاحى لفظ نهيں، لغت عرب ميں معيار اس شئ پر بولا جاتاهے جس سے كسى چيز كى

www.pathagar.com

مقدار پہچانی جائے خواہ ناپ وکیل ہو یا وزن وغیرہ اس لئے ہر وہ شخص جس کے فعل قول وعقیدہُ حال پر پورا اعتماد اسی طرح ہو جَائے کہ اس میں قصدا غلطی اور نافرمانی کی گنجائش نہ ہو وہ معیار حق ہوگا اور اس کے ذریعہ سے حق پہچھانا جَائے گا خواہ اس پر وحی الھی اتی ہو یا نہیں۔ مکتوبات شیخ الاسلام۔ ٤٤/٣

"অর্থাৎ মিয়ার একটি আরবী আভিধানিক শব্দ। কোনো শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ নয়। মিয়ার তাকেই বলা হয়, যার দ্বারা কোনো বস্তুর পরিমাণ জানা যায়। চাই তা কেজি, সেরের বাটখারা হোক বা পরিমাপের। তাই প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার কথা, কাজ ও আকীদা-বিশ্বাস তথা দীনি অবস্থার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করা যায় এবং যার দ্বারা স্বেচ্ছায় কোনো ভুল কিংবা নাফরমানি হওয়ার কোনো আশংকা নেই সেই 'মিয়ারে হক' তথা সত্যের মাপকাঠি হবে এবং তার মাধ্যমে সত্য জানা যাবে চাই তার প্রতি ওহী এলাহী আসুক বা না আসুক।"

–মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম ৩/৪৪।

**পর্যালোচনা**

মাওলানা মাদানী (র) প্রদত্ত 'মিয়ারে হক'-এর সংজ্ঞা থেকে দুটি কথা জানা গেল ঃ

(১) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিই 'মিয়ারে হক' যার কথা-কাজ ও আকীদা-বিশ্বাসের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় এবং যার দ্বারা সেচ্ছায় নাফরমানি হওয়ার আশংকা নেই।

(২) এমন ব্যক্তির মাধ্যমে সত্য জানা যাবে, চাই তার প্রতি ওহী এলাহী আসুক বা না আসুক।

মাওলানা মাদানীর প্রথম কথা দ্বারা সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (স) প্রমাণিত হয়। কারণ তিনি সংজ্ঞায় যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তা কেবল নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ সংজ্ঞার আলোকে সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (স)-ই সুনির্দিষ্ট হোন। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল আলেম একমত যে, নবী-রাসূলগণ ছাড়া সকল মানুষের পক্ষ থেকে চাই তিনি সাহাবী বা তাবেয়ী যা-ই হোন না কেন, স্বেচ্ছায় ভুল, গোনাহ ও নাফরমানী প্রকাশ পেতে পারে। অথচ তিনি সত্যের মাপকাঠির সংজ্ঞায় বলেছেন, যার দ্বারা স্বেচ্ছায় কোনো ভুল কিংবা

www.pathagar.com

নাফরমানী হওয়ার অবকাশ নেই।" তাহলে এমন মানুষ রাসূল ছাড়া আর কে হতে পারে ?

দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতী মোহাম্মদ শফী (র) বলেন ঃ

اِن سب حضرات کا اس پر بھی اتفاق ھے کہ صحابہ کرام انبیاء کرام کی طرح معصوم نہیں۔ ان سے خطائیں اور گناھیں سرزد ھو سکتے ھیں اور ھوئے ھیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدود وسزائیں جاری فرمائی ھیں اُحادیث نبویہ میں یہ سب واقعات ناقابل انکار ھیں۔ مقام صحابہ ص ۱۱۱

"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল ইমাম একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম আম্বিয়ায়ে কেরামের মত নিষ্পাপ নন। বরং তাদের পক্ষে গোনাহ ও ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হতে পারে এবং হয়েছেও। যার জন্য রাসূল (স) দণ্ডবিধি ও বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন। রাসূলের হাদীসে এসকল ঘটনা অনস্বীকার্য।"–মাকামে সাহাবা ঃ ১১১

আল্লামা আলুসী (র) রুহুল মা'আনীতে বলেন, "অধিকাংশ আলেম এ সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করেন, তাই সত্য ও নির্ভুল। তারা বলেন, সাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ নন, তাদের দ্বারা কবীরা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে, যা ফিসক তথা পাপাচার। এরূপ গোনাহ হলে তাঁদের বেলায় শরীয়াত সম্মত শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হলে তাদের খবর ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনাদৃষ্টে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর আকীদা হচ্ছে এই যে, সাহাবী (রা) গোনাহ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোনো সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ থেকে তাওবা করে পবিত্র হননি।"–মা'আরেফুল কুরআন পূর্ণাঙ্গ–১২৭৯

হযরত মাদানী (র) নিজেই বলেছেন ঃ

اگر صحابہ سے کوئی گناہ بالقصد ثابت ھو جائے تو وہ ایت مذکورہ اور ان کی محفوظیت مذکورہ کے خلاف نہیں ھے ۔ مودودی دستور ص ٥٤

www.pathagar.com

"যদি সাহাবা (রা) থেকে স্বেচ্ছায় কোনো গোনাহ্ প্রমাণিত হয়ে যায় তবু এটা উল্লেখিত আয়াত এবং তাদের সুরক্ষিত থাকার পরিপন্থী নয়...।"–মওদূদী দস্তুর ঃ ৫৪

হযরত মাদানী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সাহাবী থেকে স্বেচ্ছায় নাফরমানী ও গোনাহ্ সংঘটিত হতে পারে। এমতাবস্থায় তাদেরকে কিভাবে 'মিয়ারে হক' বলা যেতে পারে ?

সম্মানিত পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে ইমাম বুখারী ও আহমদ বর্ণিত জনৈক সাহাবীর একটি ঘটনা তুলে ধরা হলো—যাতে তিনি আগুনে পড়ে আত্মহত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।

عن علی رضی الله عنه ان رسول الله ﷺ بعث جیشا وامر علیهم رجلا فأوقد نارا فقال ادخلوها فاراد ناس ان یدخلوها وقال آخرون انما فررنا منها فذکر ذلك لرسول الله ﷺ فقال للذین ارادوا ان یدخلوها : لو دخلتموها لم تزالوا فیها الی یوم القیامة وقال للاخرین قولا حسنا وقال : لاطاعة فی معصیة اللّه انما الطاعة فی المعروف.

رواه البخاری واحمد فی المسند ، ۱/٤۸۲ رقم الحدیث ۷۲٤، ٦۲۲

"হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) এক যুদ্ধে একটি সৈন্যদল পাঠালেন। তাদের জন্য একজনকে দলনেতা মনোনিত করলেন। অতপর সে আগুন জ্বালিয়ে বলল, তোমরা এতে প্রবেশ করো। কিছু লোক এ আগুনে পড়তে চাইলো এবং অন্যরা বললো, নিশ্চয়ই আমরা তা থেকে দূরে সরে দাঁড়াব। অতপর রাসূলুল্লাহর নিকট তা উল্লেখ করা হলে তিনি ঐসব লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন যারা এ আগুনে পড়তে চেয়েছিল, "যদি তোমরা এতে প্রবেশ করতে তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত সর্বদা এ আগুনে থাকতে। আর অন্যদেরকে একটি সুন্দর (মৌলিক) কথা বললেন। তিনি বললেন, আল্লাহর নাফরমানিতে কোনো আনুগত্য নেই, আনুগত্য কেবল ভালো কাজে।"–বুখারী ও আহমদ

এসব ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মাওলানা মাদানী সাহেব সত্যের মাপকাঠির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সে মতে সাহাবায়ে কেরাম

www.pathagar.com

সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন না। কারণ তাদের দ্বারা স্বেচ্ছায় ভুল ও নাফরমানীর অবকাশ ছিল। যেমন এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, দলপতি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে আদেশ করেছেন।

**'সত্যের মাপকাঠি' হওয়ার ক্ষেত্রে ইসমত কি শর্ত ?**

বিশুদ্ধ মত হলো যে, 'সত্যের মাপকাঠি' হওয়ার ক্ষেত্রে ইসমত শর্ত। যেহেতু ইসমত নবীগণের নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য এবং যেহেতু সাহাবাদের জন্য ইসমত স্বীকৃত নয়, সেহেতু সত্যের মাপকাঠি হওয়া নবীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

এটি খোদ মাওলানা মাদানীর বক্তব্য থেকে সুপ্রমাণিত। তিনি নিজেই ইসমতকে সত্যের মাপকাঠি হওয়ার জন্য শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি নবীদের থেকে হেফাজত উঠিয়ে নেয়ার ধারণাকে খণ্ডণ করতে গিয়ে বলেছেন—

تو پھر کسی نبی سے عصمت کا مفارق ہونا مستحیل نہ ہوگا اور نہ ان میں عصمت کا دوام ہوگا اس لئے کوئی نبی معیار حق نہ ہو گا ۔ مودودی دستور ص ٦٩

"তবে তো কোনো নবী থেকে ইসমতের বিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব হলো না। আর না তাদের মধ্যে ইসমত সর্বদা থাকলো। যার দরুন কোনো নবীই সত্যের মাপকাঠি হবেন না।"–মওদূদী দস্তুর পৃ ঃ ৬৯

এখানে মাওলানা মাদানী ইসমতকে সত্যের মাপকাঠির জন্য শর্ত ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ

جس میں ہر نبی سے عصمت اور حفاظت کا اٹھا لینا اور بالا رادہ ان سے لغزشیں کرا دینا مانا گیا ہے ایسی صورت میں کوئی نبی بھی معیار حق نہیں رہ سکتا ۔ مودودی دستور ص ٣٣

"যাতে প্রত্যেক নবী থেকে ইসমত ও হেফাজত উঠিয়ে নেয়া এবং ইচ্ছা করে পদস্খলন করানো স্বীকার করা হয়েছে। এ অবস্থায় তো কোনো নবীই সত্যের মাপকাঠি থাকতে পারেন না।"–মওদূদী দস্তুর পৃ ঃ ৩৩

সত্যের মাপকাঠি হবার জন্য ইসমত যে আবশ্যক মাওলানা মাদানী (র) তা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করেছেন।

www.pathagar.com

সুতরাং তাঁর নিজের সংজ্ঞা অনুযায়ী রাসূল (স) ছাড়া আর কেউই সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন না। সাহাবায়ে কেরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। কারণ, তাদের জন্য ইসমত স্বীকৃত নয়।

দ্বিতীয় কথা ঃ 'মিয়ারে হক' এর সংজ্ঞায় মাওলানা মাদানী (র)-এর দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে "এমন ব্যক্তির মাধ্যমে সত্য জানা যাবে চাই তার ওপর আল্লাহর ওহী আসুক বা না আসুক।"

**পর্যালোচনা**

মাওলানা মাদানী ও তাঁর অনুসারীদের এ আকীদাটি সঠিক নয়। এর সমর্থনে কুরআন-হাদীসে কোনো দলিল নেই। কারণ, সত্যকে চিনা ও জানার একমাত্র মাধ্যম হলো আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস এবং ওহী প্রাপ্ত নবী মোহাম্মাদ (স) নিজে। কারণ, রাসূল আনীত এ পূর্ণ সত্যের বাইরে আর কোনো সত্য নেই বরং এ সত্যের অনুসারী হতে সবাইকে আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلاَلِ - يونس : ٣٢

"সত্যের বহির্ভূত গুমরাহী ছাড়া আর কী হতে পারে ?"

—সূরা ইউনুস ঃ ৩২

এজন্য হাফেয ইবনে কাসীর (র) বলেছেন ঃ

فان الذى جاؤوا به هو الحق الذى ليس وراء ه حق - تفسير القران العظيم ٣٣٢/٤ (سورة الحديد)

"কেননা নবীগণ যা নিয়ে এসেছেন তাই সত্য, এ সত্য বহির্ভূত আর কোনো সত্য নেই।"—তাফসীরে ইবনে কাসীর-৪/৩৩২

আল্লামা ইবনু আবীল ইজ্জ হানাফী (র) বলেন ঃ

ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق (شرح العقيدة الطحاويه /٨١)

"রাসূল (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ এবং এর মধ্যে সর্বপ্রকার সত্য নিহিত রয়েছে।"—শরহে আকীদাতু তাহাবী/৮১

لان ما اخبر به الرسول فهو حق ظاهرا او باطنا فلا يمكن ان يتصور ان يكون الحق فى نقيضه -

www.pathagar.com

"রাসূল (স) যা কিছু বলেছেন প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য তাই সত্য। এর বিপরীত সত্য হওয়ার কল্পনাই করা যায় না।"

–ফিরকা বন্দীর মূল উৎস–২/৫২।

সুতরাং আল্লাহর নাযিলকৃত রাসূল (স) আনীত সত্যকে জানা ও তার অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য, আর যারা এ সত্যকে মেনে চলে তাদেরকে চেনা ও তাদের সঙ্গী হওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু এর পরিবর্তে ব্যক্তির মাধ্যমে সত্যকে জানার ধারণা পোষণ করা নিতান্তই ভুল। ব্যক্তির মানদণ্ডে সত্যকে যাচাই নয় বরং সত্যের মানদণ্ডে ব্যক্তিকে যাচাই করতে হবে। আর এ আকীদা-ই হচ্ছে কুরআন হাদীস সমর্থিত সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা-বিশ্বাস। মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ○ - الاعراف · ١٨١

"আমার সৃষ্টির মাঝে এমন একটি উম্মত রয়েছে যারা সত্য মুতাবিক পথপ্রদর্শন করে এবং এ সত্য মুতাবিক বিচার ফায়সালা করে।"

এ জন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমাম হযরত আলী ইবনু আবি তালিব (রা) ব্যক্তির মানদণ্ডে সত্যকে যাচাই করা এবং ব্যক্তির মাধ্যমে সত্যকে জানার আকীদাকে পথভ্রষ্ট নীতি বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আল্লামা ইউসুফ কারজাবী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ

لاتعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهله - الحلال والحرام فى الاسلام ص ١٢

"তুমি ব্যক্তির দ্বারা সত্যকে চিনবে না, বরং সত্যকে চিনবে তাহলে সত্যপন্থীদের চিনতে পারবে।"

কারণ ব্যক্তি সত্যের বর্ণনাকারী হতে পারে কিন্তু ব্যক্তির দ্বারা সত্য চেনা যাবে না। তার নিজস্ব জ্ঞান ও ব্যক্তিগত মতামত সত্যের উৎস নয়। কেননা সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিষয়।

আল্লামা ইবনুল জাওজী (র) 'তালবীছে ইবলীছ' নামক প্রসিদ্ধ কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, হারেছ ইবনে আবদুল্লাহ আওয়ার যখন হযরত আলী

www.pathagar.com

(রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনি কি মনে করেন, তালহা ও জুবায়ের (রা) বাতিল ও মিথ্যা ? তার জবাবে হযরত আলী (রা) বলেছিলেন ঃ

يا حارث انه ملبوس عليك ان الحق لايعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله ـ ايقاظ همم اولى الابصار ص ١١٣

"হে হারেছ! এটি তোমার কাছে (সত্য-মিথ্যায়) মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। ব্যক্তিদের দ্বারা সত্য চেনা যায় না, তুমি নিজে সত্যকে চিন, তাহলে সত্যপন্থীদের চিনতে পারবে।"–ইকাজু হিমামে উলিল আবসার ঃ ১১৩

হযরত আলী (রা)-এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মাওলানা মাদানী সাহেবের মতবাদ অর্থাৎ ব্যক্তির মাধ্যমে সত্য জানা যাবে। চাই তার নিকট ওহী এলাহী আসুক বা না আসুক—এটি কুরআন হাদীস পরিপন্থী ও সলফে সালেহীনের আকীদা-বিশ্বাস বিরোধী। অন্যথায় وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ বা সত্যের দ্বারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়ার কথা বলা হতো না।

মাওলানা মাদানী (র) আরো বলেছেন ঃ

مگر مودودی صاحب فرماتے هیں که ان میں سے کوئی شخص بهی ایسا نهیں هے جس کا قول یا فعل حق کے پهچانے کا اله اور معیار قرار دیا جاسکے اور نه کوئی شخص ایسا هے جس کی تقلید اور ذهنی غلامی جائز هو ـ کیایه خلاف فروعی هے ؟ کیا یه قول ضلالت اور گمراهی نهیں هے ـ مودودی دستور ص ٥٨

"কিন্তু মওদূদী সাহেব বলেন, তাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার কথা বা কর্ম সত্যকে জানার মাধ্যম ও মাপকাঠি সাব্যস্থ করা যায়, আর না এরকম কোনো ব্যক্তি আছে যার নির্বিচারে অনুসরণ ও অন্ধ গোলামীতে নিমজ্জিত হওয়া বৈধ, এটা কি শাখা-প্রশাখা জাতীয় মতভেদ ? একথাটি পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী নয় কি ?"

–দেখুন মওদূদী দস্তুর, পৃঃ ৫৮

**পর্যালোচনা**

আসলে মাওলানা মওদূদী (র) এ রকম কোনো কথা বলেছেন কিনা তা আমি জানি না। তবে এরকম কোনো কথা যদি তিনি বলে থাকেন তাহলে

www.pathagar.com

যথার্থই বলেছেন। কারণ, সত্যকে চেনা ও জানার মাধ্যম হলো আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস। ব্যক্তি ও ব্যক্তির নিজস্ব মতামত নয়। বরং যে ব্যক্তির মাধ্যমে সত্য জানা যাবে তাকে অবশ্যই ওহীপ্রাপ্ত হতে হবে। ওহীই পরম সত্য। ওহীর মাধ্যমেই সত্যকে জানতে হবে। এজন্যেই রাসূল (স) বলেছেন ঃ

اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ ○ ـ يونس : ١٥

"আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা ওহী করে আমার নিকট পাঠানো হয়।"

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ○ ـ يونس : ٨٢

"আল্লাহ স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন যদিও তা পাপীষ্ঠদের অপসন্দ লাগে।"–সূরা ইউনুস ঃ ৮২

وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ـ الانفال : ٧

"আল্লাহ সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত করতে চান।"

–সূরা আল আনফাল ঃ ৭

এদিকে রাসূল (স) নিজেই মানুষের রায় ও মতামতকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ বলেছেন, সত্য জানার মাধ্যম বলেননি।

তিনি তাঁর এক হাদীসে বলেছেন—

تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله ﷺ ثم يعلمون بالرأى فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا ـ رواه ابو يعلى جامع بيان العلم ٢/١٣٤، ايقاظ الهمم ص ١١

"এ উম্মত একটা সময় পর্যন্ত আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (স)-এর সুন্নাত মোতাবিক আমল করবে। অতপর রায় ও মতামত এর অনুসরণ করবে। যখন তারা এরকম করবে নিশ্চিত বিভ্রান্ত হবে।"

–ইকাজুল হিমাম, পৃঃ ১১

তিনি আরো বলেছেন ঃ

من قال به صدق ـ

"যে ব্যক্তি এ কুরআন অনুযায়ী কথা বলে সে সত্য বলে।"–তিরমিযী

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

لو كان الدين بالرأى لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ـ

"যদি দীন মতামত ও রায় দ্বারা সাব্যস্ত হতো তাহলে মুজার নিচের অংশ মাসেহ করা উত্তম হত উপরের অংশ হতে।"–আবু দাউদ ও নাসাঈ

ইমাম আবু হানীফা (রা) বলেন ঃ

لا ينبغى لا حد ان يقول قولا حتى يعلم ان شريعة رسول الله ﷺ تقبله ونتبرأ ممن يخرج عن الكتاب والسنة ـ

الابداع فى مضار الا بتداع ص ٣١٤

"কোনো ব্যক্তির জন্য উচিত নয় দীনের কোনো বিষয়ে কথা বলা যে পর্যন্ত না সে জানবে যে, রাসূল (স) আনীত শরীয়াত তা কবুল করেছে। আর যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের অনুসরণ থেকে বেরিয়ে যায় তার সাথে আমি বিচ্ছেদ ঘোষণা করছি অর্থাৎ তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"–আল ইবদা ফী মাদারিল ইবতে দায় ঃ ৩১৪

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন ঃ

من لم يعرف الحق بالقران والسنة فهو بالخصومة بالرأى عن الحق ابعد ـ النور اللامع للناصيرى ل ٧٥

"যারা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সত্যকে চিনে না তারা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বাকবিতণ্ডা করে সত্য থেকে বহুদূর চলে যায়।"

কুরআন হাদীসের বক্তব্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেবের ব্যক্তির মাধ্যমে সত্য জানার মতবাদটি এবং ব্যক্তিকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার আকীদা-বিশ্বাসটি সম্পূর্ণ ভুল, অসত্য, ভিত্তিহীন। বরং যারা ব্যক্তি ও তার মতামত দ্বারা সত্য জানায় বিশ্বাসী তারা ঝগড়াটে হতে বাধ্য। যেদিকে ইমাম আবু ইউসুফ (র) উপরোক্ত বাণী দ্বারা ইংগিত করেছেন।

এখানে ইমাম গাজালী (র) এর বক্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

هذه عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق والعاقل يقتدى بسيد العقلاء على ابن ابى طالب رضى الله عنه حيث

www.pathagar.com

قال لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف اهله ـ المنقذ من الضلال والموصل لذى العزة والجلال ص ١١١

"এটি হচ্ছে দুর্বল ও স্থূল বিবেক সম্পন্নদের অভ্যাস যে, তারা ব্যক্তিদের মাধ্যমে সত্য চিনে। সত্য দিয়ে ব্যক্তিদেরকে চেনার চেষ্টা করে না। অথচ বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই বিবেকবানদের সরদার হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা)-এর অনুসরণ করে থাকে। কেননা, তিনি বলেছেন ঃ তুমি ব্যক্তির দ্বারা সত্যকে চিন না। বরং সত্যকে চিন, তাহলে সত্যপন্থীদের চিনতে পারবে।"

–আল মুনকিযু মিনাদ দালাল ঃ ১১১

ইমাম গাজালী (র) অত্যন্ত সঠিক কথাই বলেছেন, কারণ সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। একে জানা ও মানা হচ্ছে আমাদের কর্তব্য এবং এটি হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর তরীকাহ ও চিরাচরিত মূলনীতি। তারা রাসূল (স) আনীত সত্যের দ্বারা ব্যক্তিকে যাচাই করে, পরখ করে, ওজন করে এবং এর দ্বারাই পরস্পর বিরোধের বিচার-ফায়সালা করে এবং মানুষকে চিনে ও জানে। তাদের অভ্যাস ও চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ ـ الاعراف :

"আমার সৃষ্টির মাঝে এমন একটি উম্মত রয়েছে যারা সত্য মোতাবিক পথ প্রদর্শন করে এবং এ সত্য অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ১৮১

তিনি তাঁর কুরআন সম্পর্কে বলেছেন ঃ

بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ـ بنى اسرائيل : ١٠٥

"আমি সত্যসহ এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং এটি সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে।"

اَللّٰهُ الَّذِىْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ط ـ الشورى : ١٧

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব ও মানদণ্ড।"–সূরা শূরা ঃ ১৭

এরপরই তিনি ওহী তথা কুরআন সুন্নাহকে সত্যের মানদণ্ড ঘোষণা করে সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۝ ـ المائدة : ٤٥

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত সত্য মোতাবিক বিচার-ফায়সালা করে না, তারা জালেম।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৫

সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্যদের দ্বারা সত্য জানা আবার কি ? সত্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেছে। এ সত্যকেই জানার চেষ্টা করতে হবে। তারা তো এ সত্যের অনুসারী ও বর্ণনাকারী ছিলেন মাত্র। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ۝ ـ يونس : ٩٤

"হে নবী! তোমার নিকট তোমার রবের নিকট থেকে সত্য এসেছে। কাজেই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

فان الحق قديم والرجوع الى الحق اولى من التمادى فى الباطل ـ جامع بيان العلم فضله ٨٨/٢

"সত্য চিরন্তন। বাতিলের মাঝে পড়ে থাকা অপেক্ষা চিরন্তন সত্যের দিকে ফিরে আসা শ্রেয়।"

১. সউদী আরবের গ্রান্ট মুফতী শায়খ আবদুল আজীজ ইবনে বাজ (র) বলেন ঃ

فان الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وانما يعرف بالادلة الشرعية كما قال تعالى عن اليهود والنصارى : وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ حراسه التوحيد ص ٥٣

"আমলকারীদের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সত্য চেনা যায় না। শরীয়াতের দলিল দ্বারা সত্যকে চিনতে হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা ইহুদী, খৃস্টান সম্পর্কে বলেছেন "তারা বলে ইয়াহুদী অথবা খৃস্টান না হলে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা তাদের খোশ খেয়াল মাত্র। তুমি বল, তোমরা সত্যবাদী হলে দলিল পেশ কর।"

–হিরাসাতুত তাওহীদ পৃ ঃ ৫৩

www.pathagar.com

২. সউদী আরবের শীর্ষস্থানীয় আলেম কাজী আবদুল্লাহ ইবনে সুলাইমান ইবনে মানেয় বলেন ঃ

فالوا جب على طالب العلم ان يعرف الرجال بالحق لا ان يعرف الحق بالرجال ـ حوارمع المالكى ص ١٩٠

"সুতরাং জ্ঞান অনুসন্ধানীর জন্য অবশ্য কতর্ব্য হচ্ছে সত্যের দ্বারা ব্যক্তিদের জানা। না কে ব্যক্তিদের দ্বারা সত্যকে জানা।"

–হিয়ার মায়াল মালেকী পৃঃ ১৯০

## মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র)-এর অভিযোগ

মাওলানা মাদানী সাহেব জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ৬নং উপধারার সমালোচনায় 'মাওদূদী দুস্তুর' নামক একখানা পুস্তক রচনা করেছেন। তাতে তিনি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের মর্যাদা ও প্রশংসা জ্ঞাপক দলীলের অবতারণা পূর্বক তাদেরকে 'মিয়ারে হক'-সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। যদিও এসব দলীলের দ্বারা তাদের সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রমাণিত হয় না। বরং তাঁদের ঈমান-আকীদা, দীনদারী, আমল-আখলাক ও বুজুর্গী সম্পর্কে সুধারণা লাভ হয়, কিন্তু মাওলানা মাদানী ও তাঁর অনুসারীগণ এ সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপক দলিলকেই সত্যের মাপকাঠির দলিল মনে করলেন এবং ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের বিকৃত ব্যাখ্যাদানে উদ্যত হলেন যা জ্ঞানী মহলে পরিত্যাজ্য ও পরিত্যক্ত।

হযরত মাওলানা মাদনী (র) লিখেন ঃ

اور مودودى صاحب اس كى تكذيب كرتے هوے ارشاد فرماتے هيں كه كوئى انسان سوائے رسول الله ﷺ كے نه كوئى صحابى نه كوئى تابعى نه كوئى بعدوالا معيار حق هے نه تنقيد سے بالاتر نه مستحق ذهى غلامى .... مودودى دستور ص ٥٧

"আর মওদূদী সাহেব তা অস্বীকার করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ছাড়া কোনো মানুষ কোনো সাহাবী, কোনো তাবেয়ী, কোনো পরবর্তী লোক

www.pathagar.com

সত্যের মাপকাঠি নয়। তানকীদ ও যাচাই-বাছাই-এর উর্ধে নয়, নির্বিচারে অনুসরণ উপযুক্ত নয় ...।"–মওদূদী দস্তুর ঃ ৫৭

**পর্যালোচনা**

আসলে মাওলানা মাদানী (র)-এর কথাগুলো পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক। তিনি স্বীয় মাকতুবাতে সত্যের মাপকাঠির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সে সংজ্ঞা মোতাবিক রাসূল (স) ছাড়া আর কেউই সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না।

কিন্তু এখানে তিনি সাহাবা, তাবেয়ী, তাবেতাবেয়ী ও পরবর্তী লোকদের সবাইকে সত্যের মাপকাঠি বলেছেন।

আমি আশ্চর্যান্বিত হই যে, সত্যের মাপকাঠি এত অসংখ্য হয় কীভাবে? আবার সকলের কথা ও কাজই বা পরম সত্য হয় কীভাবে ? অথচ সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মতামতকে দ্বিধাহীনভাবে পরম সত্য মনে করতেন না। কারণ, তাদের উপর ওহী নাযিল হয়নি। তাছাড়া সত্য হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিষয়। এজন্য হযরত আবু বকর (রা) الكلالة-এর ক্ষেত্রে ফতোয়া প্রদান করে বলেছিলেন ঃ

اقول فيها برأيي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان ـ نصب الراية ٤/٦٤

"আমি এ ব্যাপারে আমার মতামত ব্যক্ত করছি, যদি তা শুদ্ধ হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর যদি ভুল হয় তবে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে।"–নসবুর রায়াহ ৪/৬৪

তিনি অপর একটি বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করে বলেছিলেন ঃ

هذا رأئي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني واستغفر الله ـ شرح العقيدة الطحاوية : ٤٣٥

"এটা আমার রায়। যদি তা শুদ্ধ হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার পক্ষ থেকে এবং আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।"–শরহে আকীদা তাহাভী পৃঃ ৪৩৫

হযরত উমর (রা) যখন কোনো ফতোয়া দিতেন তখন বলতেন. ঃ
هذا رأى عمر فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمن عمر ـ

www.pathagar.com

"এটা উমরের রায়। যদি তা শুদ্ধ হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আর যদি ভুল হয় তবে তা উমরের পক্ষ থেকে হয়েছে।"
–মীযানুল কুবরা ১/৪৭ হাকীকাতুল ফিকাহ ঃ ৬১

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন ঃ

اقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني-

نصب الراية ٤/٦٤

"এ বিষয়ে আমি আমার মতামত পেশ করেছি। যদি তা শুদ্ধ হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার পক্ষ থেকে হয়েছে।"–নসবুর রায়াহ ঃ ৪/৬৪

এভাবে সমস্ত সাহাবা, তাবেয়ী ও ইমামগণ বলতেন। তাঁরা আরো বলতেন, "আমার রায় শুদ্ধ তবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। অন্যের রায় ভুল তবে শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।" কিন্তু কেউ নিজের মতামতকে চূড়ান্তভাবে নির্ভুল ও নিখুত সত্য বলে দাবি করতেন না। কারণ তারা জানতেন যে, সত্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিষয়। এটা কোনো ব্যক্তি বিশেষের রায় বা মতামত নয়। এজন্যই তারা সত্যকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করতেন। তাহলে কীভাবে তাদেরকে 'সত্যের মাপকাঠি' বলা জায়েয হতে পারে ? আর কীরূপেই নির্বিচারে তাদের অনুসরণ করা বৈধ হতে পারে ?

তাই বলছি যে, যদি উপরোক্ত কথাটি মাওলানা মওদূদী (র) বলে থাকেন, তবে তিনি যথার্থই বলেছেন। তাঁর এ আকীদাটি সকল সাহাবা তাবেয়ী ও ইমামগণের আকীদাহ। খোদ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেবের সুযোগ্য শাগরিদ ও খলিফা জনাব মাওলানা আহমদ শফী (মুহতামিম হাট হাজারী মাদ্রাসা) লিখেছেন ঃ

ان حسن الافعال وقبحها عند اهل الحق يعرفان بالشرع لا بالعقل-

البيان الفاصل بين الحق والباطل ص ٣٩

"আহলে হকের মতে কেবল মাত্র শরীয়াতের দ্বারাই সকল কাজের ভালো-মন্দ চিনতে ও জানতে পারা যায়। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা নয়।"–আল বায়ানুল ফাসেল ঃ ৩৯

www.pathagar.com

হযরত আবু উসমান (র) বলেছেন ঃ

من امر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة قال الله تعالى (ان تطيعوه تهتدوا) - تهذيب مدارج السالكين ص ٤٨٤

"যে ব্যক্তি সুন্নাতকে কথা ও কাজের দিক থেকে নিজের উপর শাসক বানিয়েছে সে হিকমত অনুযায়ী কথা বলে আর যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে কথা ও কাজের দিক থেকে নিজের উপর শাসক বানিয়েছে সে বিদআতের সাথে কথা বলে। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন "যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তাহলে হিদায়াত লাভ করবে।"

بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ○ - المؤمنون : ٧٠

"তিনি (রাসূল) সত্য নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। আর তারা এ সত্যকে অপসন্দ করে, শুনতে চায় না।"

## 'মিয়ারে হক' ও তানকীদের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং তার জবাব

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে মাওলানা মওদূদী (র) 'মিয়ারে হক' ও তানকীদ সম্পর্কে যে মূল্যবান আকীদার উল্লেখ করেছেন তার বিকৃত অর্থ আবিষ্কার করে জনাব মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী বলেন–

جس کے صاف اور صریح معنی یہ ہیں کہ حضرت محمد ﷺ کے سوا کوئی انسان خواہ حضرت عیسی علیہ السلام ہوں یا حضرت موسی علیہ السلام اور خواہ حضرت ابراهیم علیہ السلام ہوں یا حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ وغیرہ تمام گذشتہ انبیاء میں سے کوئی بھی معیار حق نہیں ہے اور نہ تنقید سے بلاتر ہے اور نہ اس کی ذهنی غلامی جائز ہے -

"যার পরিষ্কার ও স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে এই যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) ছাড়া কোনো মানুষ চাই তিনি হযরত ইসা (আ), হযরত মুসা (আ), হযরত

www.pathagar.com

ইবরাহীম (আ), হযরত নূহ (আ)-ই হোন, কোনো অতীত নবী সত্যের মাপকাঠি নন। আর না যাচাই-বাছাইয়ের ঊর্ধে আর না তাঁদের অন্ধ অনুসরণ জায়েয আছে।"–মওদূদী দস্তুর পৃঃ ২৮

**পর্যালোচনা**

মাওলানা মাদানী (র) এখানে জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মাওলানা মওদূদী (র) যা উদ্দেশ্য করেননি তিনি জোর পূর্বক তা উদ্দেশ্য করলেন। বিবেকবানদের কাছে তাঁর এ অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ বক্তব্য সম্পূর্ণ মূল্যহীন। সত্য বলতে কি জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য। জামায়াতে ইসলামী এজন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে, তারা একটি মৌলনীতি ও আকীদা এ রকম বানিয়ে নিবে যে, পূর্ববর্তী নবীগণ 'সত্যের মাপকাঠি' কি না তাঁরা তানকীদ ও যাচাই-বাছাইয়ের ঊর্ধে কি না এবং তাদের অনুসরণ এখনো জায়েয কি না ?

গঠনতন্ত্রের এ ধারাটি প্রণয়নের সময় আলোচনায় অতীত নবীগণের প্রশ্ন ছিল না। আর না তাঁদের আচার-আচরণ আলোচনায় আনার মত কোনো কারণ উপস্থিতি ছিল। সম্মুখে তখন কেবল এ উম্মতের বিভিন্ন স্তর ছিল যে, তাদের কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ দলিল হতে পারেন না। বরং সকলের কথা ও কাজ রাসূল (স)-এর মানদণ্ডে যাচাই ও পরখ করার পরই দলীল হতে পারে। কারণ রাসূল (স) বলেছেন

لايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنُ هَوَاهُ تَبْعاً لِمَا جِئْتُ بِهٖ۔

"তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তার চিন্তা-চেতনা ও প্রবৃত্তি আমার নিয়ে আসা সত্যের অনুগত হবে।"

–শরহুছছুন্নাহ

তিনি আরো বলেন ঃ

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔

"যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে যে ব্যাপারে আমাদের আদেশ নেই তবে তা পরিত্যাজ্য।"–মুসলিম

সুতরাং মাওলানা মাদানী সাহেব ৬নং উপধারা থেকে যে অভিনব অর্থ আবিস্কার করেছেন তা আগাগোড়া মিথ্যে ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অপব্যাখ্যা বৈ কিছুই নয়। অতীত নবীগণের প্রতি ঈমান, তাদের শিক্ষা হেদায়াত

www.pathagar.com

অনুসরণের যা কিছু আমাদের প্রয়োজন তা সবই আমাদের নবী মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি। তা সবই কুরআন সুন্নাহর মধ্যে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে। রাসূল (স)-কে "সত্যের মাপকাঠি' বিশ্বাস করলে এবং রাসূল (স)-এর আনুগত্য স্বীকার করলে সকল নবীকে মানা হয়ে যায়। এজন্য আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন ঃ

وَمن صدق محمدا فقد صدق كل نبى ومن اطاعه فقد اطاع كل نبى ومن كذبه فقد كذب كل نبى ومن عصيه فقد عصى كل نبى ـ

الكواشف الجلية : ٦٣ ط/٤

"যে মুহাম্মাদ (স)-কে বিশ্বাস করলো সে সকল নবীকেই বিশ্বাস করলো এবং যে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করলো সে সকল নবীরই আনুগত্য স্বীকার করলো। আর যে তাকে অস্বীকার করল সে সকল নবীকে অস্বীকার করলো। আর যে তাকে অমান্য করলো সে সকল নবীকেই অমান্য করল।-কাওয়াশিফুল জালিয়াহ ঃ ৬৩, চতুর্থ সংস্করণ

কাজেই মাওলানা মাদানীর এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে পৃথকভাবে তাদেরকে 'সত্যের মাপকাঠি বা তাঁদের অনুসরণ করা কর্তব্য বলারও প্রয়োজন নেই। কারণ এটি কালিমা তাইয়্যিবা لا اله الا الله محمد رسول الله -র ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। এ পবিত্র কালিমায় যেমন কোনো অতীত নবীর নাম নেই তেমনি তার ব্যাখ্যায়ও আসেনি। এতে আপত্তি তোলার কি আছে ?

আমরা বিশ্বাস করি, যদি আজও কোনো অতীত নবী দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ করেন তবে তাঁকেও আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। এ তত্ত্ব স্বয়ং রাসূল (স) তাঁর একটি হাদীসে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন ঃ

عن جابر ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اتى رسول الله ﷺ بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله ﷺ يتغير فقال ابو بكر ثكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله ﷺ فنظر عمر الى وجه رسول الله ﷺ فقال : اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا

www.pathagar.com

وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ـ فقال رسول الله ﷺ : والذى نفس محمد بيده لو بدالكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وادرك نبوتى لا تبعنى ـ (الدارمى والمشكوة)

"হযরত জাবের (রা) বলেন, একদিন উমর বিন খাত্তাব (রা) রাসূল (স)-এর নিকট তাওরাত কিতাবের একটি কপি এনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! এটি একটি তাওরাতের কপি। রাসূল (স) নীরব থাকলেন। তখন হযরত উমর (রা) এটি পড়তে লাগলেন। আর এদিকে রাসূল (স)-এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হতে লাগলো। এটি দেখে হযরত আবু বকর (রা) বলে উঠলেন, হে উমর ! তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি দেখছ রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মোবারক কীরূপ ধারণ করেছে ? তখন উমর (রা) রাসূল (স)-এর চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর ক্রোধ, তাঁর রাসূলের (স) ক্রোধ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আমরা আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ (স)-কে নবী হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, সেই মহান সত্তার কসম ! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন। এখন যদি তোমাদের নিকট (খোদ তাওরাতের নবী) মূসা (আ)-ও আত্মপ্রকাশ করতেন, আর তোমরা আমাকে ত্যাগ করে তাঁর আনুগত্য করতে তাহলে তোমরা নিশ্চয় সরল পথ হতে বিচ্যুত হতে। এমনকি তিনি যদি এখন জীবিত থাকতেন, আর আমার নবুওয়াতের যুগ পেতেন তাহলে তিনিও নিশ্চয়ই আমার আনুগত্য করতেন।"–দারেমী ও মিশকাত

রাসূল কারীম (স) আরো বলেছেন ঃ

كفى بقوم حمقا او ضلالة ان يرغبوا عما جاء هم نبيهم الى نبى غير نبيهم او كتاب غير كتابهم ..... جامع بيان العلم وفضله : ٢/٤١

"সে সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টতা ও নির্বোধিতার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তারা নিজেদের নবী আনিত আদর্শ ও কিতাব ছেড়ে দিয়ে অন্য নবীর আদর্শ ও কিতাবের দিকে আকৃষ্ট হয়।"

www.pathagar.com

ইমাম শারানী (র) বর্ণনা করেছেন ঃ

ودخل شخص الكوفة بكتاب دانيال فكاد ابو حنيفة ان يقتله وقال له اكتاب سوى القران والحديث ؟ ( ميزان الكبرى : ١/٤٩، حقيقة الفقه ص ٧٢

"নবী হযরত দানিয়াল (আ)-এর কিতাব নিয়ে কুফায় এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা (র)-এর দরবারে প্রবেশ করল। ইমাম সাহেব ভয়ংকর ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন ঃ কুরআন হাদীস ছাড়া আবার কোন্ কিতাব নিয়ে এসেছ ?"

–মীযানুল কুবরা ১/৪৯ হাকীকাতুল ফিকহ/৭২

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يَكْتُبُوْنَ مِنَ التَّوْرَاةِ فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ فَقَالَ (اِنَّ اَحْمَقَ الْحُمْقِ وَاَضَلَّ الضَّلَالَةِ قَوْمٌ رَغِبُوْا عَمَّا جَاءَ بِهٖ نَبِيُّهُمْ اِلَيْهِمْ اِلٰى نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيِّهِمْ وَاِلٰى اُمَّةٍ غَيْرِ اُمَّتِهِمْ) ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ (اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ (رواه الاسماء عيلى فى معجمه وابن مردوية)

"আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত আছে। রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে কেউ তাওরাত কিতাব লিপিবদ্ধ করতেন। রাসূল (স)-এর নিকট বিষয়টি আলোচিত হলে তিনি বললেন, সবচেয়ে নির্বোধ ও পথভ্রষ্ট তারা, যারা তাদের নবী কর্তৃক আনীত বস্তু হতে বিমুখ হয় এবং অন্য নবী ও সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়।"

অতপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ ـ العنكبوت : ٥١

"তাদের পক্ষে কি যথেষ্ট নয়, যা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের সম্মুখে পঠিত হয়, অবশ্যই এ কিতাবের মধ্যে নসিহত এবং

www.pathagar.com

রহমত রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা এর প্রতি ঈমান এনেছে।" –সূরা আনকাবুত ঃ ৫১ (ইসমাঈলী মো'জামে এবং ইবনে মারদুইয়া-এ বর্ণনা করেন)।–উসুলুল ঈমান পৃঃ ৬২-৬৩

এসব দলীল থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়, পূর্ববর্তী নবীদেরকে পৃথকভাবে অনুসরণযোগ্য কিংবা 'সত্যের মাপকাঠি' বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে মেনে চলার মাধ্যমেই হিদায়াত লাভ হয়ে যায় এবং সকল অতীত নবীকে-ও মানা হয়ে যায়।

তর্কের খাতিরে যদি মাওলানা মাদানীর অভিযোগকে সঠিক বলি তবুও উপরোল্লিখিত দলিলের আলোকে নিশ্চয়ই তাঁর অভিযোগ খণ্ডন হয়ে যায়। জ্ঞানীদের নিকট তা মোটেই অস্পষ্ট নয়।

## তাবলীগ জামায়াতের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

তাবলীগ জামায়াতের চার একীনের কথা আমরা সবাই জানি। তারা কালিমা তায়্যিবার ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

"কালিমার ভিতর চারটি একীনের শিক্ষা রয়েছে ঃ

(১) মাখলুক থেকে কোনো কিছু না হওয়ার একীন

(২) আল্লাহ পাক থেকে সবকিছু হওয়ার একীন

(৩) হুজুর (স)-এর তরীকায় আল্লাহ থেকে সব কিছু পাওয়ার একীন

(৪) অন্য সমস্ত তরীকায় কোনো কিছু না পাওয়ার একীন। এই চারটি একীন দিলের মধ্যে পয়দা করতে হবে। এটাই কালেমার মাকসুদ বা উদ্দেশ্য।–(দাওয়াতে তাবলীগ ১/১৬৮ ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭২ ইং)

এটা তাবলীগ জামায়াতের স্থির আকীদা-বিশ্বাস। তারা রাসূল (স)-এর তরীকাহ ছাড়া অন্য কোনো তরীকায় বিশ্বাস করে না। সাহাবায়ে কেরাম তাঁরই প্রদর্শিত তরীকাহ ও পথের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং দীনের ও সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (স) হওয়াই প্রমাণিত হলো।

এতে আরো প্রমাণিত হলো যে, সাহাবায়ে কেরামের পৃথক ও স্বতন্ত্র কোনো তরীকাহ নেই। বরং তাঁরা সবাই রাসূল প্রদর্শিত পথ ও তরীকার উপর চলেছেন। ইসলামের নবী তাই এরশাদ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم -

"সর্বোত্তম তরীকাহ হলো মুহাম্মাদ প্রদির্শত তরীকাহ।"-বুখারী ও মুসলিম

## মাওলানা মওদূদী (র)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

ইসলামের বুনিয়াদী আকীদাহ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলল্লাহ-এর প্রতি ঈমান আনার অনিবার্য দাবি ও স্পষ্ট চাহিদার প্রেক্ষিতে মাওলানা মওদূদী (র) বলেছেন ঃ

رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہوے ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوے اسی معیار کامل پر جانچے اور پر کھے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اسی درجہ میں رکھے - سید مودودی کا عہد ص ۸۱

(১) আল্লাহর রাসূল ছাড়া অন্য কোনো মানুষকে 'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি বানাবে না।

(২) কাউকে তানকীদ বা যাচাই-বাছাই এর উর্ধে মনে করবে না।

(৩) কারো যেহনী গোলামী বা অন্ধ অনুসরণে লিপ্ত হবে না।

(৪) বরং প্রত্যেককে আল্লাহর দেয়া ঐ মিয়ারে কামেল বা পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠিতে যাচাই ও পরখ করবে এবং এ মাপকাঠির দৃষ্টিতে যার যে মর্যাদা হবে তাকে সেই মর্যাদা দিবে অর্থাৎ যিনি যে স্তরের হবেন তাকে সেই স্তরেই রাখবে।"-সাইয়েদ মওদূদী কা আহদ ঃ ৮১

**পর্যালোচনা**

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত এ আকীদাহ সম্পূর্ণ কুরআন সুন্নাহ সম্মত ও নির্ভুল। কিন্তু জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও খেলাফত মজলিসের লোকেরা এটার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বা এটার যে অপব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিদ্বেষ প্রসূত মিথ্যা, অসত্য ও ভিত্তিহীন। কারণ মাওলানা মওদূদী (র) জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

ان اساسی معتقدات اور انکے صریح مقتضیات کو هم نے دستور جماعت اسلامی میں پیش کردیا هے جو گروه قران کے نصوص قطعیه سے مرتب کئے هوے اس دستور جماعت اسلامی کی حدود کے اندر هیں انهیں هم امت مسلمة میں شمار کرتے هیں۔

"ঐসব মৌলিক আকীদাহ-বিশ্বাস ও তার সুস্পষ্ট চাহিদাসমূহ আমরা জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে পেশ করেছি, যারা কুরআনুল কারীমের এ অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রণীত ঐ দস্তুরে জামায়াতে ইসলামীর সীমার ভিতর থাকবে। তাদেরকে আমরা উম্মতে মুসলিমার মধ্যে গণ্য করি।"

মাওলানা মওদূদী (র) গঠনতন্ত্রের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

قران کی نصوص قطعیة سے مرتب کیئے هوے ۔

"কুরআনের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রণীত।" আসলেও তাই ।

জামায়াতে ইসলামীতে শরীক হওয়া না হওয়া ভিন্ন কথা। কিন্তু এর গঠনতন্ত্রে ইসলামের যে সকল মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের বর্ণনা করা হয়েছে সবাইকে সেগুলো অবশ্যই মেনে নিতে হবে। এটার মূল আকীদা হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তা না মেনে কেউ উম্মতে মুসলিমার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

জামায়াতে ইসলামীর সদস্য হওয়ার শর্ত কি ? এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী বলেছেন ঃ

هر وه شخص (خواه وه مرد هو یا عورت) اور خواه وه کس نسل یا قوم سے تعلق رکھا هو اور خواه وه دنیا کے کسی حصے کا باشنده هو جو عقیده لا اله الا الله محمد رسول الله کو اس کے پورے مفهوم کے ساته سمجه کر شهادت دے که یهی اس کا عقیده هے وه جماعت اسلامی کا رکن هو سکتا هے اس شهادت کے سوا اس جماعت میں داخل هونے کے لئے کوئی شرط نهیں هے ۔ سید مودودی کا عهد ص ۸۵

www.pathagar.com

"প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি (চাই সে নারী হোক বা পুরুষ) এবং চাই সে যে কোনো বংশ বা সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত হোক এবং সে পৃথিবীর যে অঞ্চলেরই অধিবাসী হোক সে কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কে তার পুরো মর্ম অনুধাবন করে এই সাক্ষ্য দেবে যে, এটাই তার স্থীর আকীদা-বিশ্বাস সেই জামায়াতে ইসলামীর সদস্য হতে পারবে। এ সাক্ষ্য ছাড়া জামায়াতে ইসলামীতে শরীক বা প্রবেশ করার আর কোনো শর্ত নেই।"–সাইয়েদ মওদূদী কা আহদ ঃ ৮৫

সে যাই হোক আমরা বলেছি যে, জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে যেসব মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের স্থির আকীদা-বিশ্বাস। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মাওলানা মওদূদী (র) আল্লাহর রাসূলকে 'মিয়ারে হক' বলেছেন। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁকে 'হক' সহকারে পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট পাঠিয়েছেন। সত্য সহকারে সাহাবা তাবেয়ী বা অন্য কাউকে পাঠাননি। তাই তারা 'মিয়ারে হক' নন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ○

"হে রাসূল আমি তোমাকে 'হক' সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী রূপে।"–সূরা বাকারা ১১৯, ফাতির ঃ ২৪

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ .....–

"হে মানুষ! রাসূল তোমাদের নিকট 'হক' সহ এসেছেন তোমাদের রবের পক্ষ থেকে .....।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭০

রাসূল (স) নিজে বলেছেন ঃ

وانى رسول الله بعثنى بالحق-

"আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি 'হক' সহকারে আমাকে পাঠিয়েছেন।"
–তিরমিযী

তিনি আরো বলেছেন ঃ

انى رسول الله حقا وانى جئتكم بحق-

"আমি আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল। আমি তোমাদের নিকট 'হক' নিয়ে এসেছি।"–বুখারী

www.pathagar.com

এসব সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা রাসূল (স)-কে 'মিয়ারে হক' (সত্যের মাপকাঠি) বলে থাকি।

সত্যসহ প্রেরিত হয়েই সত্যের মানদণ্ড নবী মুহাম্মাদ (স) এ নিম্নোক্ত ঘোষণা দিয়েছেন যা কোনো সাহাবী, তাবেয়ী বা অন্য কেউ দিতে পারে না।

والذى نفسى بيده لايؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ـ

صحيح رواه النووى فى كتاب الحجة وابن ابى عاصم فى السنة ١٢/١

"সেই সত্তার কসম। যার হাতে আমার জীবন। তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তার চিন্তা চেতনা ও প্রবৃত্তি আমার আনীত সত্যের অধীন হবে।"

এটা রাসূলের একক ঘোষণা। কোনো সাহাবী, তাবেয়ী বা পরবর্তী যুগের কেউ এররকম ঘোষণা দিতে পারেন না। আর না এ রকম ঘোষণা দেয়ার অধিকার কারো আছে। এ কারণেই আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেনঃ

اصول اهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول ﷺ واصل

الدين الايمان بما جاء به الرسول ﷺ ـ شرح العقيدة الطحاوية ـ

"রাসূলুল্লাহ (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তারই অধীন হচ্ছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতিসমূহ। রাসূল (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান আনাই হচ্ছে প্রকৃত দীন।

على كل مؤمن ان لايتكلم فى شئى من الدين الا تبعا لما جاء به

الرسول ـ الكواشف الجليه ص ٧٥٤

"প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, দীনের ব্যাপারে কোনো কথা না বলা বরং রাসূলগণ যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার অধীন হয়ে কথা বলা।"

এজন্য সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের উপর ফরজ আইন-অপরিহার্য কর্তব্য হলো রাসূলের নিয়ে আসা সত্যের প্রতি ঈমান আনা ও তার অনুসরণ করা। রাসূল (স) নিজেই সৎ ও সফলকাম ব্যক্তি এবং ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

فذلك مثل من اطاعنى فاتبع ما جئت به ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق۔

"এটা হলো সেই ব্যক্তির উদাহরণ, যে আমার আনুগত্য স্বীকার করলো এবং আমার নিয়ে আসা সত্যের অনুসরণ করলো। আর এটা হলো সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আমাকে অমান্য করলো এবং আমার নিয়ে আসা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।"–মুসলিম, মিশকাত

কাজেই কোনো ব্যক্তি যে পর্যন্ত না তাঁর চিন্তা-চেতনা জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও প্রবৃত্তিকে রাসূলের উপস্থাপিত সত্যের অধীন ও অনুগত করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঈমানদার ও মুসলমান হতে পারবে না।

একথাটি শুধু রাসূলই শপথ করে বলেননি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শপথ করে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝ ـ النساء : ٦٥

"না হে মুহাম্মাদ ! তোমার রবের কসম ! তারা কিছুতেই মু'মিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের সকল বিষয়ে তোমাকেই একমাত্র মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ করে এবং তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্তরে কোনো দ্বিধা-সংকোচ না রেখে অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৬৫

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা রাসূলে করীম (স)-কেই একমাত্র দীনের ও সত্যের মানদণ্ড সাব্যস্ত করেছেন এবং তিনি রাসূলকে এ ঘোষণা দিতে বলেছেন ঃ

فان عصوك فقل انى برئ مِمَّا تعملون۔

"যদি তারা তোমাকে অমান্য করে তাহলে তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যে সমস্ত আমল করছ তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

রাসূল (স) আরো বলেছেন ঃ

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔

"যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে যে ব্যাপারে আমার আদেশ নেই তাহলে সেটা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।"–মুসলিম

www.pathagar.com

এ সমস্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামগণ সর্বদাই এ ঘোষণা দিয়ে আসছেন যে, সর্বাবস্থায় রাসূল (স) আনীত সত্যের অনুসরণ করা ওয়াজিব এবং পৃথিবীর সকল মানুষের আকীদা-বিশ্বাস যাবতীয় কথা ও কাজকে রাসূল (স) আনীত সত্যের সামনে পেশ করতে হবে, যাচাই ও পরখ করতে হবে। তৎপর যার কথা ও কাজ রাসূলের নিয়ে আসার সত্যের মুতাবিক হবে তা-ই গৃহীত হবে আর যা কিছু এ সত্যের বিপরীত হবে তা হবে পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়। তা শুধু এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে শত্রুতা-মিত্রতা আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

মাওলানা মওদূদী (র) বলেন ঃ

ایسی ہی باتوں سے یہ راز سمجھ میں اتا ہے کہ دین میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کو معیار حق کیوں قرار دیا گیا ہے ۔ مسئلہ قومیت ص ۸۳

"এ ধরনের কথা থেকে এ সুক্ষ্ম রহস্য বুঝে আসে যে দীনের মধ্যে হুব্বু ফিল্লাহ বুগজু ফিল্লাহকে কেন সত্যের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে।"

ইমাম ইবনু আবিল ইজ্জ আল হানাফী (র) বলেছেন ঃ

فعلی العبد ان یجعل ما بعث اللہ بہ رسلہ وانزل بہ کتبہ ہو الحق الذی یجب اتباعہ فیصدق بانہ حق وصدق وما سواہ من کلام سائر الناس یعرضہ علیہ فان وافقہ فہو حق وان خالفہ فہو باطل ۔

"আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলগণকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং যা দিয়ে কিতাব নাযিল করেছেন তাই একমাত্র 'হক' বা সত্য যার অনুসরণ করা অপরিহার্য। বান্দাহ বিশ্বাস করবে যে, এটাই 'হক' –সত্য। আর এটা ছাড়া সকল মানুষের কথা এ সত্যের উপর পেশ করতে হবে। অতপর যদি তা এ সত্যের মুতাবিক হয় তবে তা-ও সত্য, আর যদি এ সত্যের বিপরীত হয় তবে তা বাতিল ও মিথ্যা।"

–শরহে আকীদা তাহাভী ঃ ১৮১

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (স)-কে একমাত্র সত্যের মানদণ্ড ঠিক করে বলেন ঃ

www.pathagar.com

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○ ـ النور : ٦٣

"অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।"–সূরা আন নূর ঃ ৬৩

ইমামুল মুফাসসিরীন হাফেজ ইবনু কাছীর (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

اى عن امر رسول الله ﷺ وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الاقوال والاعمال باقواله واعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما ان رسول الله قال :(من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) اى فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنا وظاهرا ـ تفسير القران العظيم ٤٢٩/٣

"যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, এখানে তাঁর আদেশ বলতে রাসূলের পথ, তাঁর কর্মপদ্ধতি, তাঁর তরীকাহ, তার সুন্নাহ ও শরীয়াত উদ্দেশ্য। সুতরাং সমস্ত কথা ও কাজকে রাসূলের কথা ও কাজ দ্বারা পরিমাপ করতে হবে। ওজন করতে হবে। ফলে যা তার মুতাবিক হবে তা গ্রহণযোগ্য হবে আর যা কিছু তার বিপরীত হবে তা তার বক্তা ও কর্তার উপরে ছুড়ে মারা হবে সে যে-ই হোক না কেন !"

যেমন বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে যে ব্যাপারে আমার আদেশ নেই তবে এটা প্রত্যাখ্যাত।" সুতরাং ঐ ব্যক্তিকে ভয় করা ও সতর্ক হওয়া উচিত যে রাসূলের শরীয়াতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিধানের বিরোধিতা করে !"–তাফসীর ইবনে কাসীর ৩/৪২৯

ইমাম ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম (র) বলেন ঃ

الشرع ميزان يوزن به الرجال والاقوال والاعمال والمعارف والاحوال

www.pathagar.com

"ইসলামী শরীয়াত হলো এক পরিমাপ যন্ত্র। যার মাধ্যমে মানুষ ও তার যাবতীয় কথা, কাজ, জ্ঞান ও অবস্থাকে ওজন ও পরিমাপ করা যায়।"–ইকাজু হিমামে উলিল আবছার ঃ ১১০

বিশ্বাখ্যাত ইমাম হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (র) বলেছেন ঃ

فهم الميزان الراجع الذى على اقوالهم واعمالهم واخلاقهم توزن الاقوال والاخلاق والاعمال وبمتابعتهم يتميز اهل الهدى من اهل الضلال ـ زاد المعاد ١/١٥

"তারা (নবীগণই) শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। কেবলমাত্র তাঁদের কথা, কাজ আখলাক ও চরিত্রের ভিত্তিতেই অন্য সব (লোকের) কথা, কাজ ও চরিত্রকে পরিমাপ করা হয়। এবং তাদের আনুগত্যের মাধ্যমেই সঠিক পথপ্রাপ্তরা পথভ্রান্তদের থেকে পৃথক হয়ে যায়।"– যাদুল মায়াদ ঃ ১/১৫

সমস্ত কওমী-খারেজী মাদ্রাসার পাঠ্য কিতাব مالا بد منه-এর কিতাবুল ঈমান পৃঃ ১২-এর মধ্যে আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানীপতী (র) বলেছেন ঃ

ومتابعت مقصور بر انبياء بايد داشت انچه پيغمبر صلي اللّه عليه وسلم خبر داده است ايمان بايد اورد وانچه فرموده است براں عمل بايد كرد وانچه منع كرده ازاں باز بايد ماند وقول وفعل هر كسى كه سرمواز قول وفعل پيغمبر مخالف داشته باشد اں رارد بايد كرد ..... ايں ست عقائد اهل حق ـ مالابد منه كتاب الايمان ص ١٢

"আনুগত্যকে রাসূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। রাসূল (স) যে সংবাদ দিয়েছেন তার প্রতি ঈমান আনতে হবে। তিনি যা আদেশ করেছেন সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকতে হবে। এবং যে ব্যক্তির কথা ও কাজ রাসূলের কথা ও কাজের সাথে চুল পরিমাণ সাংঘর্ষিক হবে তা খণ্ডন করতে হবে।.... এ হলো সত্যপন্থীদের আকীদা-বিশ্বাস।"

–মালাবুদ্বা মিনহু ঃ ১২

এসব আলেমের কথাগুলো মাওলানা মওদূদী (র)-এর কথার সাথে ষোলআনা মিলযুক্ত। তারা সবাই আল্লাহর রাসূলকে 'মিয়ারে হক' বিশ্বাস

www.pathagar.com

করেন এবং রাসূলের সত্যের মানদণ্ডে সকলের কথা ও কাজকে যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন করতে বলেন। তারা সাহাবীদের উল্লেখ করেননি। সাহাবীরা সত্যের মাপকাঠি হলে অবশ্যই তাদের উল্লেখ করতেন।

## মাওলানা মওদূদী (র)-এর দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠির ব্যাখ্যা

সত্যের মাপকাঠি সম্পর্কিত মাওলানা মওদূদী (র) প্রণীত জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের কথাগুলো যখন কোনো কোনো ধর্মীয় মহলের নিকট অস্পষ্ট ও আপত্তিকর মনে হলো তখন তাঁকে পুনর্বার সত্যের মাপকাঠি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তার ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

ہمارے نزدیک معیار حق سے مراد وہ چیز ہے جس سے مطابقت رکھنا حق ہو اور جس کے خلاف ہونا باطل ہو اس لحاظ سے معیار حق صرف خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے صحابہ کرام معیار حق نہیں ہیں بلکہ کتاب وسنت کے معیار پر پورے انرتے ہیں کتاب وسنت کے معیار پر جانچ کرہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ بر حق ہیں۔

"আমাদের মতে 'মিয়ারে হক' (সত্যের মাপকাঠি) হচ্ছে সেই বস্তু যার অনুকুল হওয়ার মধ্যে 'হক' নিহিত এবং যার বিপরীত হওয়ার মধ্যে বাতিল (মিথ্যা) নিহিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, একমাত্র আল্লাহর কিতাব কুরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতই হচ্ছে সত্যের মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরাম (রা) সত্যের মাপকাঠি নন। বরং তারা কুরআন ও সুন্নাহর মাপকাঠিতে পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে যাচাই করে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) নিঃসন্দেহে সত্যনিষ্ঠ দল।"

মাওলানা মওদূদী (র) যথার্থই বলেছেন। এটা ধ্রুব সত্য। তাঁর এই সুস্পষ্ট কথাগুলো কোনো প্রকার ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এটা সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সঠিক আকীদা-বিশ্বাস। এ কুরআন-সুন্নাতের দ্বারাই গোটা সৃষ্টিকুলের উপর আল্লাহর হুজ্জাত তথা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা কালিমা তায়্যিবা—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ করেছি। এ কালিমায় বিশ্বাস করে আমরা আল্লাহর বান্দাহ ও মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

(স)-এর উম্মত হয়েছি। আমাদের নিকট আল্লাহর কালাম ও রাসূলের হাদীসই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য ও নির্ভুল দলিল। কাজেই কুরআন ও হাদীস সমর্থিত কথা ও কাজ আমাদের নিকট সত্য ও গৃহীত, আর কুরআন-হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ আমাদের নিকট বাতিল ও পরিত্যাজ্য। কাজেই কুরআন-হাদীস হচ্ছে হিদায়াত ও সত্যের উৎস এবং সত্যের মানদণ্ড।

ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (স) ঘোষণা করেছেন ঃ

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله ـ

"আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটো জিনিসকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটো জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত।"–হাকিম ও মুয়াত্তা মালেক

তিনি আরো বলেছেন ঃ

تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله ثم يعملون بالرأى فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا ـ

جامع بيان العلم وفضله ١٣٤/٢

"এ উম্মত একটা সময় পর্যন্ত আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করবে। অতপর তারা রায় ও মতামত অনুযায়ী আমল করবে। এরকম করলেই তারা নিশ্চিত পথভ্রষ্ট হবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

انما هو كتاب الله وسنة رسوله فمن قال بعد ذلك برأى فما ادرى افى حسناته يجد ذلك ام فى سيئاته ـ

جامع بيان العلم وفضله ـ ١٣٦/٢

"সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য দলিল হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত। অতপর যে ব্যক্তি এটা বাদ দিয়ে নিজ রায় বা মতামত অনুসারে কথা বলবে আমি জানি না সে কি তা তার পূণ্যের মধ্যে পাবে, না কি তার পাপের মধ্যে পাবে।"

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন ঃ

لا تقلدنى ولا تقلدن ما لكا ولا غيره وخذ الاحكام من حيث اخذوا من الكتاب والسنة ـ حقيقة الفقه : ٧٣

"তুমি নির্বিচারে আমার অনুসরণ কর না। মালিক বা অন্য কারো নির্বিচারে অনুসরণ করবে না। তুমি হুকুম-আহকাম সে স্থান থেকেই গ্রহণ কর তারা কুরআন-হাদীসের যে স্থান থেকে গ্রহণ করেছেন।"

তিনি আরো বলেন ঃ

لا ينبغى لا حد ان يقول قولا حتى يعلم ان شريعة رسول الله ﷺ تقبله ونتبرأ ممن يخرج عن الكتاب والسنة ـ

الابداع فى مضار الا بتداع ص ٣١٤

"কোনো ব্যক্তির জন্য উচিত নয় দীনের কোনো বিষয়ে কথা বলার যে পর্যন্ত সে জানবে যে, রাসূল (স) আনীত শরীয়াত তা কবুল করেছে। আর যে ব্যক্তি কুরআন হাদীসের অনুসরণ থেকে বেরিয়ে যায় তার সাথে আমি বিচ্ছেদ ঘোষণা করছি অর্থাৎ তারে সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"–আল ইবদা ফী মাদারিল ইবতেদায় ঃ ৩১৪

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছন ঃ

من لم يعرف الحق بالقران والسنة فهو بالخصومة بالرأى عن معرفته ابعد ـ النور اللامع للناصرى ل ٧٥، الماتريدية دراسة وتقويما للحربى ص ٦٣

"যারা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সত্যকে চিনে না তারা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বাক-বিতণ্ডা করে সত্য চেনা থেকে বহু দূর চলে যায়।"

বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (র) বলেছেন ঃ

اجعل الكتاب والسنة اماما ولا تخرج عنهما فتهلك ـ منكرات القبور ص ٢

www.pathagar.com

"তুমি কিতাব ও হাদীসকে ইমাম বানাও। এ দুয়ের অনুসরণ থেকে বের হয়ো না। তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

মাওলানা মওদূদী (র) সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে সত্যের মাপকাঠি বলেননি। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার মত কুরআন-হাদীসে কোনো সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিল নেই। বরং তাঁদের সত্যের মাপকাঠি না হওয়ার ক্ষেত্রে অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরাম (রা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ○ ـ البقرة : ٢١٦

"হতে পারে যে, কোনো বিষয়কে তোমরা খারাপ মনে করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য ভাল। আর এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো বিষয়কে ভালো মনে করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য খারাপ। (কোনটি ভাল কোনটি খারাপ) তা আল্লাহই জানেন। তোমরা জান না।"–সূরা বাকারা ঃ ২১৬

তিনি আরো বলেছেন ঃ

فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

"হতে পারে তোমরা কোনো বস্তুকে খারাপ মনে করবে অথচ আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৯

এসব আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) সত্যের মানদণ্ড হতে পারেন না। বরং সত্যের মাপকাঠি হলো আল্লাহর নাযিলকৃত ওহী তথা কুরআন ও হাদীস। এজন্য আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط ـ المائدة : ٤٨

"অএতব তাদের মধ্যে আল্লাহর অবতীর্ণ ওহী অনুসারে বিচার ফায়সালা কর এবং তোমাদের নিকট আগত সত্যকে বর্জন করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৮

www.pathagar.com

এ নির্দেশের কারণেই রাসূল (স) সাহাবীগণের পারস্পরিক সকল বিষয় তথা বিরোধের মীমাংসা করতেন তাঁর নিকট আগত সত্যের দ্বারা।

তাই ইমাম আবু হানীফা (র) যথার্থ বলেছেন ঃ

اياكم واراء الرجال- ميزان الكبرى ٤٨/١ حقيقة الفقه ص ٧١

"তোমরা লোকদের রায় (গ্রহণ) থেকে দূরে থাকবে।"

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন ঃ

الوجه الثالث عشر ان الناس عليهم ان يجعلوا كلام الله ورسوله هو الاصل المتبع والامام المقتدى به سواء علموا معناه ام لم يعلموا ... واما ما سواى كلام الله ورسوله فلا يجوز ان يجعل اصلا بحال ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه فان كان موافقا لما جاء به الرسول كان مقبولا وان كان مخالفا كان مردودا -

الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام ١٧/٥

"ত্রয়োদশ নীতি হলো মানুষের উপর অবশ্যকর্তব্য আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসকে অনুসরণ করার মূলমন্ত্র এবং অনুসরণীয় ইমাম হিসেবে স্থির করা। চাই তার অর্থ তারা জানুক বা না জানুক। কিন্তু আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা ছাড়া যা কিছু আছে তাকে কোনো অবস্থাতেই মূল ধারা হিসেবে মেনে নেয়া বৈধ হবে না। এবং অর্থ না বুঝে তাকে সত্য বলে সাব্যস্ত করাও কর্তব্য হবে না। হ্যাঁ যদি তা রাসূল আনীত সত্যের মুতাবিক হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে আর যদি এর বিপরীত হয় তবে তা বর্জনীয় হবে।"

–আল ফাতাওয়াল কুবরা ঃ ৫/১৭

এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সত্যের মানদণ্ড হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাহ। এজন্য ওহীর জ্ঞান ছাড়া মানুষের নিছক ধারণা ও রায় দ্বারা সত্য চেনা যায় না বা তাকে সত্যের মাপকাঠি বলা ঠিক না। সেজন্য ইমাম আবু হানীফা (র) লোকদের রায় গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।

www.pathagar.com

## 'মিয়ারে হক' ও তানকীদ সম্পর্কে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর ব্যাখ্যা

انبائے سابقین، صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین پر تنقید کا مفہوم
এর শিরোনামের অধীনে মাওলানা ইসলাহী (র) বলেন ঃ

# انبیائے سابقین، صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین پر تنقید کا مفہوم

دستور جماعت اسلامی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جو لوازم بیان ہوئے ہیں ان کے تحت اس ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی بیان ہوا ہے کہ :-

"رسولِ خدا کے سوا کسی انسان کو معیارِ حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیارِ کامل پر جانچے اور پرکھے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اسی درجہ میں رکھے۔"

مذکورۂ بالا عبارت پر بعض دینی حلقوں سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی والے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو معیارِ حق اور تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام انبیائے سابقین اور تمام صحابہ اور تمام ائمہ مجتہدین کے معیارِ حق ہونے کے منکر ہیں اور العیاذ باللہ ان کی "عیب چینی" کو جائز سمجھتے ہیں۔ پھر اس اعتراض کو بنیاد بنا کر ایک فتویٰ مرتب کر ڈالا گیا اور اس میں پوری جماعت کو انبیاء اور صحابہ کی توہین و تنقیص کے الزام میں کافر بنا ڈالا گیا ہے۔

اس فتوے کو دیکھنے کے بعد ایک صاحب علم دوست نے دستور جماعت اسلامی کی مذکورہ عبارت سے متعلق میری رائے دریافت کی تھی کہ کیا فی الواقع اس سے وہ باتیں لازم آتی ہیں جو بعض علماء نے اس سے نکالی ہیں۔ ان کے جواب میں یہ سطریں لکھی گئیں۔

---

www.pathagar.com

## جواب

دستور کی یہ دفعہ جماعت کے ارکان کو یہ بتانے کے لیے نہیں درج کی گئی ہے کہ کس کس کی "عیب چینی" کی جا سکتی ہے اور کس کس کی عیب چینی نہیں کی جا سکتی۔ جماعتِ اسلامی کا قیام اقامتِ دین کے لیے عمل میں آیا ہے، عیب چینی کے لیے عمل میں نہیں آیا ہے کہ اس سے متعلق خاص طور پر ایک دفعہ درج کی جائے اور وہ بھی بنیادی عقیدہ کی حیثیت سے کہ جماعت کے ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء، تمام صحابہ اور تمام آئمہ کی عیب چینی کو اپنا عقیدہ بنائیں۔

تنقید کے معنی جانچنے اور پرکھنے کے ہیں اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام میں معیارِ حق صرف رسول اللہ صلعم ہیں۔ کسی کی کوئی بات حضورؐ کے قول یا فعل کے خلاف حجت نہیں بن سکتی۔ اگرچہ اس دفعہ کی ترتیب کے وقت زیرِ بحث سوال انبیائے سابقین کا نہیں تھا۔ اور نہ ان کا معاملہ زیرِ بحث لانے کی کوئی وجہ موجود تھی۔ پیشِ نظر صرف اسی امت کے مختلف طبقات تھے کہ ان میں سے بجائے خود کوئی بھی سند اور حجت نہیں ہے بلکہ سب کے اعمال و اقوال اصل معیارِ حق (رسول اللہ صلعم) پر جانچنے پرکھنے کے بعد ہی حجت اور سند بن سکتے ہیں۔ لیکن اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بعینہٖ یہی اصول حضرات انبیائے سابقین پر بھی منطبق ہوتا ہے کیونکہ ہم ان انبیائے سابقین کی تعلیمات و ہدایات تو درکنار خود ان کی نبوت بھی اسی بنا پر تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نبوت کی تصدیق فرمائی ہے۔ اگر ہمارے نبی کریمؐ نے ان کی نبوت کی تصدیق نہ فرمائی ہوتی تو ہم ان میں سے کسی کو نبی بھی نہ مانتے۔ جب سرے سے ان کی نبوت ہی حضورؐ کی تصدیق کے بغیر تسلیم نہیں کی جا سکتی تو ان کے اقوال و افعال کے بجائے خود معیار بننے کے کیا معنی؟

www.pathagar.com

انبیائے سابقین کی تعلیمات کا بیشتر حصہ گم ہو چکا ہے، ان کی تعلیمات میں تحریفات بھی ہوئی ہیں، اُن کی زندگیوں کے حالات بیشتر غیر مستند روایات کا مجموعہ ہیں، ان کی شریعتوں کے بہت سے احکام قرآن مجید نے منسوخ کر دیئے ہیں، نیز ان کی شریعتوں میں بہت سی کمیاں بھی تھیں، جن کی حضورؐ کے ذریعے تکمیل ہوئی ہے۔ ان وجوہ سے ہمارے لیے اُن کی صرف وہی چیزیں قابلِ قبول ہیں۔ جو ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ اور وہ بھی اس بنا پر نہیں کہ وہ انبیائے سابقین کی تعلیمات ہیں۔ بلکہ اس بنا پر کہ اسلامی شریعت نے اِن کو اپنا لیا ہے۔ اگر اس کسوٹی سے بے نیاز ہو کر ہم ہر اُس رطب و یابس کو قبول کر لیں جو انبیائے سابقین سے متعلق ان کے ماننے والے پیش کرتے ہیں تو ہم ہدایت کے بجائے ضلالت میں پڑ جائیں گے۔

مذکورہ عبارت میں تنقید کا لفظ جو آیا ہے اگر کوئی صاحب دھاندلی کر کے اس کی زد میں حضرات انبیاء سابقین کو کھڑے کرنے پر مُصر ہی ہوں تو اُن سے گذارش یہ ہے کہ کم از کم اتنی بات وہ سمجھ لیں کہ اس تنقید کے معنی عیب چینی کے ہرگز نہیں ہیں۔ تنقید کا لفظ عیب چینی کے معنی میں ممکن ہے جہلاء کے کسی طبقہ میں بولا جاتا ہو تو بولا جاتا ہو، لیکن اہلِ علم اس کو اس معنی میں نہیں بولتے، بلکہ جانچنے اور پرکھنے کے معنی میں بولتے ہیں اور جہاں تک جانچنے اور پرکھنے کا تعلق ہے، یہ واقعہ ہے، جیسا کہ مَیں نے عرض کیا کہ حضرات انبیائے سابقین کی کوئی چیز بھی خاتم النبیین علیہ السلام کے معیارِ حق پر جانچے اور پرکھے بغیر ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو جو شریعت تمام گھپلوں سے پاک کر کے حضورؐ نے ہمیں دی ہے۔ ہم پھر اس کو گھپلا کر کے رکھ دیں گے۔ ہم تو کیا اگر پچھلے انبیاء میں سے کوئی نبی از سرِ نو دنیا میں تشریف لائیں تو وہ بھی جو کچھ مانیں گے حضورؐ کی کسوٹی پر پرکھ کر ہی مانیں گے اور حضورؐ ہی کی اتباع

www.pathagar.com

کریں گے۔ اس حقیقت کو خود حضورؐ نے ایک مرتبہ نہایت وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے۔

"حضرت جابرؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم یہود سے ایسی بہت سی باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بڑی پسندیدہ معلوم ہوتی ہیں، کیا حضور یہ مناسب خیال فرماتے ہیں کہ ہم ان میں سے کچھ مفید باتیں نوٹ کر لیا کریں؟ آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ بھی اسی طرح کی حیرانی و سرگشتگی میں مبتلا ہونا چاہتے ہو جس طرح کی سرگشتگی میں یہود و نصاریٰ مبتلا ہو گئے۔ میں تمہارے پاس اس شریعت کو بالکل روشن صورت میں لایا ہوں، اگر موسیٰؑ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے سوا مفر نہیں تھا۔" (مشکوٰۃ بحوالہ احمد و بیہقی)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا کہ ان کو یہود کی اس طرح کی باتیں پسند آئی ہوں گی جس طرح کی باتیں اسرائیلیات کہلاتی ہیں۔ وہ اگر پسند کر سکتے تھے تو وہی باتیں پسند کر سکتے تھے جو فی الواقع پسند کیے جانے کے لائق تھیں لیکن نبی صلعم نے ان باتوں کا نوٹ کیا جانا بھی پسند نہیں فرمایا بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر حضورؐ کا چہرہ مبارک غصہ سے تمتما اٹھا۔ اگر آپؐ کی بعثت کے بعد بھی دوسرے انبیاء کی تعلیمات پر آپ کی تائید و تصدیق سے مستغنی ہو کر عمل کیا جا سکتا تھا تو اس سے روکنے اور حضورؐ کے غصہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ اگر آپ کے معیارِ حق پر جانچے بغیر بھی یہ معلوم کیا جا سکتا تھا کہ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے کیا حق ہیں اور کیا حق نہیں ہیں؟ کن کا اختیار کیا جانا مطلوب ہے کن کا اختیار کیا جانا مطلوب نہیں ہے تو حضورؐ کے یہ فرمانے کی کیا وجہ ہے کہ اس طرح تم حق و باطل کے امتیاز میں اسی طرح کی حیرانی و سرگشتگی میں مبتلا ہو

www.pathagar.com

جاؤ گے جس طرح کی حیرانی و سرگشتگی میں یہود و نصاریٰ مبتلا ہو گئے۔ اور اگر حضور کی بعثت کے بعد بھی حضورؐ کے سوا کسی نبی یا رسول کی پیروی جائز ہے تو حضورؐ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰؑ بھی زندہ ہوتے تو اُن کے لیے بھی میری پیروی کے سوا چارہ نہ تھا!

یہ جو کچھ انبیائے سابقین کی نسبت مَیں نے عرض کیا ہے بعینہٖ یہی بات صحابہؓ اور ائمۂ کرام کے متعلق بھی صحیح ہے۔ ان میں سے بھی کسی کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملات میں بجائے خود سند اور حجت ہوں کہ ان کی ہر بات رسول کے معیارِ حق پر جانچے بغیر ہی تسلیم کر لی جائے۔ وہ شرعی امور میں کوئی بات کہنے کے مجاز اسی وقت ہیں جب ان کے پاس رسولؐ کی کوئی سند موجود ہو۔ اور ہمارے لیے ان کی کسی بات کو تسلیم کرنا اسی صورت میں ضروری ہے جب ہم نے رسولِ خدا کے معیارِ حق پر جانچ کر اس کی صحت و قوت کی طرف سے اطمینان کر لیا ہو۔ صحابی کا قول اگر حجت مانا جاتا ہے تو اس گمان پر حجت مانا جاتا ہے کہ اُس نے جو بات کہی ہے رسولؐ سے سُن کر کہی ہو گی۔ چنانچہ اگر رسولؐ کا ارشاد اس قول کے خلاف مل جائے یا دوسرے صحابہ کا قول اس کے قول کے خلاف ہو تو پھر اس کی حیثیت ایک قول سے زیادہ نہیں رہ جاتی پہلی صورت میں تو اس کا قول بالکل ہی کالعدم ہو جاتا ہے اور دوسری صورت میں اس کے ضعف و قوت کا فیصلہ اصل معیار پر پرکھنے کے بعد ہوتا ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ انہوں نے امام اوزاعیؒ سے فرمایا کہ ابراہیم نخعیؒ حضرت سالم سے بڑے فقیہ ہیں۔ اور اگر شرفِ صحابیت کا سوال نہ ہوتا تو مَیں یہ کہتا کہ علقمہ ابن عمرؓ سے بڑے فقیہ تھے۔ اگر امام صاحب کی طرف اس قول کی نسبت صحیح ہے، تو فرمائیے کہ یہ بغیر تنقید ہی کے علقمہ کو ایک جلیل القدر صحابی پر ترجیح دے دی گئی ہے؟ اگر صحابہ کے اوپر تنقید جائز نہ ہوتی تو کیا امام صاحب کے لیے یہ کہنا کہ علقمہ عبداللہ بن

www.pathagar.com

عمر سے بڑے فقیہ ہیں جائز ہوتا ؟

تحقیق و تنقید کی اسی کسوٹی پر لازماً ائمہ کے اقوال و اجتہادات کو بھی پرکھنا پڑے گا۔ اس بارے میں اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے کی بجائے مَیں یہاں تمام ائمہ کے اقوال نقل کیے دیتا ہوں۔ جن میں انہوں نے تنقید کے بغیر اپنے اقوال قبول کر لینے سے شدت کے ساتھ روکا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے ——— "رسول اللہ کے سوا ہر شخص کے کلام میں قابلِ اخذ اور قابلِ ترک دونوں ہی طرح کی باتیں ہیں۔"

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ——— "جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ فلاں بات مَیں نے کتاب و سنت کی کس دلیل کی بنا پر کہی ہے تو وہ میرے قول پر فتویٰ نہ دے۔"

فقہ حنفی کے دوسرے اکابر قاضی ابو یوسفؒ اور امام زفرؒ وغیرہ فرمایا کرتے تھے کہ "کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے کسی قول پر اس وقت تک فتویٰ دے۔ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ بات ہم نے کہاں سے کہی ہے۔"

امام شافعیؒ کا ارشاد ہے ——— "مَیں جو بات بھی کہوں اور جو اصول بھی ٹھہراؤں جب اس کے خلاف کوئی بات رسول اللہؐ سے مل جائے تو پھر حضورؐ ہی کی بات اصل ہے۔"

اب آخر میں امام احمد بن حنبل کا ارشاد سنیے۔ وہ فرماتے ہیں: "اللہ اور رسولؐ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے" ——— اگر ان بزرگ آئمہ کے اقوال میں کوئی کفر نہیں ہے تو دستور جماعت اسلامی کے مندرجہ الفاظ میں کہاں سے کفر گھس آیا ہے ؟

www.pathagar.com

আল্লামা আমীন আহসান ইসলাহী (র) বলেন ঃ

অতীত নবীগণ, সাহাবায়ে কেরাম এবং মুজতাহিদ ইমামগণের উপর 'তানকীদ' বা 'যাচাই-বাছাই'-এর মর্মকথা ঃ

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনার যেসব লাওয়াজেম বা আবশ্যকীয় উপকরণের বর্ণনা করা হয়েছে তার অধীনে এ ঈমানের তাগিদ ও চহিদা এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, "আল্লাহর রাসূল ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না, কাউকে পরখের উর্ধে মনে করবে না, কারো চিন্তার দাসত্বের শিকল পরবে না। প্রত্যেককে আল্লাহর দেয়া সত্যের এ পরিপূর্ণ মাপকাঠির নিরিখে যাচাই এবং পরখ করবে অতপর এ মানদণ্ডের অনুপাতে যে যে স্তরের হবে তাকে সেই স্তরেই রাখাবে।"

উল্লেখিত বক্তব্যের উপর কোনো কোনো ধর্মীয় মহল থেকে এ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যে, জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা রাসূল (স)-কে ছাড়া অন্য কাউকে সত্যের মাপকাঠি ('মিয়ারে হক') এবং যাচাই বাছাইয়ের উর্ধে মনে করে না। তাই তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তারা পূর্বেকার সমস্ত নবীগণ সমস্ত সাহাবা এবং সমস্ত মুজতাহিদ ইমামগণকে মাপকাঠি হবার অস্বীকারকারী (নাউযুবিল্লাহ) তাঁরা তাঁদের ছিদ্রান্বেষণকে বৈধ মনে করেন। আবার এ অভিযোগকে ভিত্তি করে একটি ফতোয়া সাজানো হয়েছে আর তাতে পূর্ণ জামায়াতকে নবীগণ এবং সাহাবাদের অপমান এবং অবমাননার অপরাধে কাফির বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ ফতোয়া দেখার পর এক শিক্ষিত বন্ধু জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত বক্তব্যের ব্যাপারে আমার অভিমত জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, বাস্তবেই কি তাতে একথা প্রমাণিত হয় যা কোনো কোনো আলেম তা থেকে উদ্ভাবন করেছেন। তারই উত্তরে এ কয়েকটি লাইন লেখা হয়েছে।

**উত্তর ঃ** গঠনতন্ত্রের এ ধারা জামায়াতে ইসলামীর রুকনদেরকে এ কথা জানানোর জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়নি যে, কার কার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা যাবে আর কার কার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা যাবে না। বরং জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা দীন কায়েমের জন্য বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। ছিদ্রান্বেষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি যাতে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট একটি ধারা বিধিবদ্ধ করা হবে আর তাকে মৌলিক আকীদার মতই জামায়াতে ইসলামীর রুকনরা রাসূল (স) ছাড়া সমস্ত নবী, সাহাবা এবং ইমামগণের ছিদ্রান্বেষণকে নিজেদের বিশ্বাস ও আকীদা বানিয়ে নেবে!

www.pathagar.com

'তানকীদ' এর অর্থ হচ্ছে যাচাই করা, পরখ করা এবং এ কথা বলাই উদ্দেশ্য যে, দীন ইসলামে সত্যের মানদণ্ড ('মিয়ারে হক') কেবলমাত্র রাসূল (স)। কারো কোনো কথা রাসূল (স)-এর কথা এবং কাজের বিপরীত হলে তা দলিল হতে পারে না। যদিও এ ধারাটি প্রণয়নের সময় আলোচনায় অতীত নবীদের প্রশ্ন ছিল না, আর না তাদের আচার-আচরণ আলোচনায় আনার মত কোনো কারণ উপস্থিত ছিল! সম্মুখে তখন কেবল এ উম্মতেরই বিভিন্ন স্তর ছিল যে, তাঁদের কেউই নিজে নিজে দলিল এবং প্রমাণ হতে পারেন না বরং সবার কথা ও কাজ মূল সত্যের মানদণ্ড রাসূল (স)-এর সাথে যাচাই এবং পরখ করার পরই দলিল এবং প্রমাণ হতে পারে। কিন্তু এখন আমি বলছি যে, হুবহু এ নীতিই অতীত নবীগণের বেলাও প্রযোজ্য হয়। কেননা, আমরা ঐ পূর্বেকার নবীদের শিক্ষা-দীক্ষা, হেদায়াত এমনকি তাঁদের নবুওয়াতীও এ ভিত্তিতে গ্রহণ করে থাকি যে, নবী করীম (স) তাঁদের নবুওয়াতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদি আমাদের নবী (স) তাঁর উপর নাযিলকৃত ওহীর মাধমে তাঁদের নবুওয়াতের স্বীকৃতি না দিতেন তবে আমরা তাদের কাউকেও নবীই স্বীকার করতাম না। যখন মূলেতেই তাঁদের নবুওয়াতেই রাসূল (স)-এর স্বীকৃতি ছাড়া গ্রহণ করা যায় না তাহলে তাঁদের কথা ও কাজ 'মিয়ারে হক' হবার কি অর্থ আছে ?

অতীত নবীদের শিক্ষার বৃহত্তম অংশ হারিয়ে গেছে, তাদের শিক্ষায় তাহরীফ বা রদবদল হয়েছে, তাঁদের জীবনীর অধিকাংশ অনির্ভরযোগ্য বর্ণনার সংকলন, তাঁদের শরীয়াতের অনেক হুকুম কুরআন মজীদ রহিত (মানসুখ) করে দিয়েছে স্বয়ং তাদের শরীয়াতের মধ্যেই অনেক অসম্পূর্ণতা ছিল সেগুলো রাসূল (স)-এর দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। এ সমস্ত কারণে আমাদের জন্য কেবলমাত্র তাদের ঐ সমস্ত বিষয় গ্রহণযোগ্য যা আমরা কুরআন হাদীস দ্বারা জানতে পারি। আর এটাও এ ভিত্তিতে নয় যে, তা অতীত নবীদের শিক্ষা বরং এ ভিত্তিতে যে ইসলামী শরীয়াত (শরীয়াতে মুহাম্মদী) এগুলোকে আপন করে নিয়েছে। যদি আমরা এ কষ্টিপাথর থেকে অভাবমুক্ত বা অমুখাপেক্ষী হয়ে ঐ ভাল-মন্দ গ্রহণ করে নেই যা অতীত নবীদের সম্পর্কে তাঁদের অনুসারীরা পেশ করে থাকে তবে আমরা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীর মধ্যে পড়ে যাব।

উল্লেখিত বর্ণনায় 'তানকীদ' যে শব্দটি এসেছে যদি কোনো ব্যক্তি চাতুরতা করে অতীত নবীদেরকে উক্ত শব্দের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে পেশ করে তবে তার প্রতি আবেদন এই যে, সে কমপক্ষে এতটুকুন কথা যেন বুঝে নেয় যে, 'তানকীদ'-এর অর্থ কখনো ছিদ্রান্বেষণ নয়। তানকীদ-এর

www.pathagar.com

ব্যবহার ছিদ্রান্বেষণের অর্থ যদি জাহেলদের কোনো স্তরে সম্ভব হয় তবে বলা যেতে পারে। কিন্তু জ্ঞানী সমাজ তাকে এ অর্থে ব্যবহার করেন না, যাচাই এবং পরখের অর্থে ব্যবহার করেন। এটাই বাস্তব কথা যে পর্যন্ত যাচাই করা এবং পরখ করার সম্পর্ক বর্তমান। যেমন আমি পেশ করলাম যে, অতীত নবীগণের কোনো বিষয়েই শেষ নবী আলাইহিস সালামের সত্যের মানদণ্ডে যাচাই এবং পরখ ব্যতিরেকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না। সুতরাং আমরা যদি এমন করি তাহলে যে শরীয়াতকে সব ধরনের ঘাপলা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে রাসূল (স) আমাদেরকে দিয়েছেন আমরা পুনরায় তাকে ঘাপলা করে রেখে দেব। আর আমরা তো কি ? যদি আগেকার নবীদের মধ্য থেকে কোনো নবী বর্তমানে দুনিয়াতে নতুন করে আগমন করেন—তবে তিনিও যা কিছু পালন করবেন তা রাসূল (স)-এর মানদণ্ডে যাচাই ও পরখ করেই অনুসরণ করবেন এবং রাসূলেরই অনুসরণ করবেন। এ তত্ত্বটি স্বয়ং রাসূল (স) একবার খুব সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

"হযরত জাবির (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত ওমর রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন যে, আমরা ইহুদীদের কাছ থেকে এমন অনেক কথা শুনে থাকি যা আমাদের বেশ পসন্দ লাগে তবে কি হে রাসূল আপনি তা উপযুক্ত মনে করেন যে, আমরা তা থেকে কিছু উপকারী কথা নোট করে নিব ? তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরাও কি এমনিভাবে দ্বিধা সন্দেহ ও ভ্রান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চাও যেমনি ভ্রান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে ইহুদী ও নাছারারা। আমি তোমাদের কাছে এ শরীয়াত পূর্ণ উজ্জ্বলতা সহকারে নিয়ে এসেছি, তাই হযরত মূসাও যদি আজ জীবিত থাকতেন–তবে তারও আমার অনুসরণ ছাড়া উপায় ছিল না।"–মিশকাত, আহমদ ও বায়হাকী

হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি এমন ধারণা করতে পারেন না যে, তাঁর নিকট ইহুদীদের এ সমস্ত কথা পসন্দ হয়েছিলো যেমন ধরণের কথাকে ইসরাইলিয়াত বলা হয়ে থাকে। তিনি যদি পসন্দ করে থাকেন তবে ঐ সমস্ত কথা পসন্দ করে থাকবেন যা বাস্তবিকই পছন্দ উপযোগী ছিল কিন্তু নবী (স) ঐ সমস্ত কথারও নোট করে রাখা পসন্দ করেননি বরং কোনো কোনো বর্ণনা থেকে এটাও জানা যায় যে, এ সময় রাসূল (স)-এর পবিত্র মুখাবয়ব ক্রোধে টগবগ করে উঠেছিল। যদি নবী হিসেবে তাঁর আবির্ভাবের পরও অন্য নবীদের শিক্ষার উপর সাহায্য নেয়া এবং তার স্বীকৃতি থেকে অ-মুখাপেক্ষী হয়ে আমল করা যেত তবে তা থেকে

www.pathagar.com

বাধাদান এবং রাসূলের ক্রোধান্বিত হবার কি কারণ ছিল ? যদি তাঁর সত্যের মানদণ্ডে যাচাই ছাড়া একথা জানা যেত যে, নবীদের আনীত শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে কোন্‌টি ঠিক এবং কোন্‌টি ঠিক নয় ? কাকে গ্রহণ করা উদ্দেশ্য এবং কাকে গ্রহণ করা উদ্দেশ্য নয় ? তাহলে রাসূলের এ কথা বলারই বা কি কারণ যে, এমনিভাবে তোমরা সত্য মিথ্যার প্রভেদকরণে এ ধরনের দ্বিধা, সন্দেহ এবং ভ্রান্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়বে যেমনি ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ ও ভ্রান্তির মধ্যে ইহুদী ও নাছারারা জড়িয়ে পড়েছে। অতপর যদি রাসূলের আবির্ভাবের পরও রাসূল (স)-কে ছাড়া কোনো নবী-রাসূলের অনুসরণ জায়েয হয় তবে রাসূল (স) একথা কেন বললেন যে, যদি আজও মূসা (আ) জীবিত থাকতেন তবে তাঁর জন্যও আমার অনুসরণ ছাড়া উপায় ছিল না।"

অতীত নবীদের ব্যাপারে এ যাকিছু আমি পেশ করলাম হুবহু একথা সাহাবায়ে কেরাম (রা) এবং মুজতাহিদ ইমামগণের ব্যাপারে সত্য। তাদের মধ্যেও কারো এমন কোনো মর্যাদা নেই যে, তিনি দীনের ব্যাপারে নিজস্বভাবে দলিল প্রমাণ হতে পারেন যাতে তার প্রত্যেক কথা রাসূলের সত্যের মানদণ্ডে যাচাই-পরখ ছাড়া গ্রহণ করা যাবে। তিনি শরীয়াত সম্পর্কিত বিষয়ে কোনো কথা বলার অধিকারী তখন যখন তার কাছে রাসূলের কোনো দলিল বর্তমান থাকে। আর আমাদের জন্য তাদের কোনো কথা গ্রহণ করা তখনই জরুরী যখন আমরা রাসূলে খোদার সত্যের মানদণ্ডে যাচাই করে তার সত্যতা এবং দৃঢ়তার ব্যাপারে নিশ্চত হতে পারি। সাহাবাদের কথা যদি প্রমাণ স্বীকার করা হয় তবে এ ধারণায়ই প্রমাণ স্বীকার করা হয় যে, তিনি যে কথা বলেছেন তা রাসূল (স) থেকে শুনেই বলে থাকবেন। বস্তুত যদি রাসূল (স)-এর উক্তি একথার বিপরীত পাওয়া যায় অথবা অন্য সাহাবার কথা তার কথার বিপরীত হয় তবে তার মর্যাদা মাত্র একটি কথা থেকে বেশী থাকবেনা। প্রথম অবস্থায় তো তার কথা যেমন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আর দ্বিতীয় অবস্থায় তার দুর্বলতা এবং দৃঢ়তার মীমাংসা মূল মানদণ্ডে পরখ করার পর হয়। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ব্যাপারে একথা বহুল প্রচলিত যে, তিনি ইমাম আওজায়ী (র)-কে বলেছিলেন ইবরাহীম নখয়ী (র) হযরত ছালিম (রা) থেকে বড় ফেকাহবিদ ছিলেন আর যদি সাহাবী হওয়ার পদমর্যাদার প্রশ্ন না হতো তবে আমি বলতাম যে আলকামা হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বড় ফেকাহবিদ ছিলেন। যদি ইমাম সাহেবের প্রতি একথার সম্পর্ক ঠিক হয় তবে বলুন যে, এ তানকীদ যাচাই বাছাই ছাড়া আলকামাকে এক

www.pathagar.com

মর্যাদাবান সাহাবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। যদি সাহাবাদের উপর তানকীদ জায়েয না হত তবে ইমাম সাহেবের জন্য একথা বলা যে আলকামা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বড় ফেকাহবিদ ছিলেন কিভাবে জায়েয হত ?

তাহকীক এবং তানকীদ'-এর এ কষ্টিপাথর অনুযায়ী বাধ্যতাবমূলক-ভাবে ইমামদের উক্তিসমূহ ও গবেষণাসমূহকেও পরখ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি আমার পক্ষ থেকে কিছু আরজ করার পরিবর্তে আমি এখানে সমস্ত ইমামদের উক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করে দিচ্ছি যাতে তাঁরা যাচাই বাছাই ছাড়া স্বীয় বক্তব্যসমূহ গ্রহণ করে নিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

ইমাম মালিক (র)-এর বক্তব্য "রাসূল ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির কথায় গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় উভয় প্রকার কথা রয়েছে।"

ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, যে ব্যক্তির একথা জানা নেই যে, অমুক কথা আমি কুরআন-সুন্নাহর কোন্ দলিলের ভিত্তিতে বলেছি সে যেন আমার কথা দ্বারা ফতোয়া না দেয়।

হানাফী মাযহাবের ফিকাহশাস্ত্রের বিরাট ব্যক্তিত্ব কাজী আবু ইউসুফ (র) ইমাম জুফার (র) এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা বলতেন যে, "কারো জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে আমাদের কোনো উক্তি দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত ফতোয়া দেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার এ কথা জানা না হবে যে, একথা আমরা কোথা থেকে বলেছি।"

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উক্তি "আমি যে কথাই বলি এবং যে মূলনীতিই নির্ধারণ করি যখনই তার বিপরীত কথা রাসূল (স) থেকে পাওয়া যাবে তখন রাসূলের কথা হবে আসল।"

এখন সর্বশেষে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা)-এর বক্তব্য শুনুন। তিনি বলেন—"আল্লাহ এবং রাসূলের কথার বর্তমানে আর কারো কোনো কথার স্থান নেই।"

যদি সম্মানিত ইমামদের উক্তিতে কোনো কথা কুফরী না হয় তবে জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশিত শব্দ সমূহে কোথা থেকে কুফরী প্রবেশ করল ? (অনুবাদ মাওলানা ঃ শাব্বির আহমদ খান, দেখুন ঃ তাওজীহাত পৃ ঃ ৯৯-১০৪

www.pathagar.com

আল্লামা ইসলাহী যে জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তারপর কেউই সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (স) হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। বস্তুত আল্লাহর রাসূলই হচ্ছেন কষ্টিপাথর। অবশ্যই তার কষ্টিপাথরে যাচাই ও পরখ করে যার যে মর্যাদা হবে তাকে সেই মর্যাদা দিতে হবে। এবং রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ انزلوا الناس منازلهم "প্রতিটি মানুষকে তাঁর স্ব স্ব মর্যাদায় সমাসীন কর।"–আবু দাউদ ও মিশকাত)-এর উপর আমল করতে হবে। ইসলাম লোকদেরকে রাসূল (স) এর শিক্ষা ও তাঁর আনুগত্যের ভিত্তিতে যে মর্যাদা দান করেছে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম (র) খুবই চমৎকার অভিমত পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

فلا يقصر بالرجل العالى القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر فى العلم فوق منزلته ويعطى كل ذى حق فيه حقه وينزل منزلته وقد ذكر عن عائشة رضى الله عنها انها قالت : امرنا رسول اللّه ﷺ ان ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القران من قول الله تعالى "وفوق كل ذى علم عليم" ـ المقدمة لمسلم ص ٣ـ٤

উচ্চমর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে খাটো করে দেখা হবে না এবং কম যোগ্যতা ও কম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকেও তার প্রাপ্য মর্যাদার উপর স্থান দেয়া হবে না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার দান করা এবং স্ব স্ব মর্যাদায় বহাল রাখা। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

امرنا رسول الله ان ننزل النسا منازلهم مع ما نطق به القران من قول الله تعالى "وفوق كل ذى علم عليم"

"প্রতিটি লোককে তার স্বমর্যাদায় বহাল রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন থেকেও একথা প্রমাণিত। যেমন, এর সমর্থনে মহান আল্লাহর বাণী ঃ প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর রয়েছে আরেকজন জ্ঞানী।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬, সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমা পৃঃ ৩-৪

এজন্যই আমরা রাসূলে করীমকে একমাত্র 'মিয়ারে হক' জ্ঞান করে সবাইকে তাঁর সত্যের মানদণ্ডে যাচাই ও পরখ করে থাকি এবং যার যে

www.pathagar.com

মর্যাদা তাকে সেই মর্যাদাই দিয়ে থাকি। এবং এরই ভিত্তিতে পৃথিবীর সমগ্র মুসলিম এ আকীদা পোষণ করেন যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আবু বকর, তৎপর ওমর, তৎপর উসমান এবং তৎপর আলী (রা)-এর স্থান। সাহাবাগণ যদি সত্যের মাপকাঠি হতেন তাহলে তাদের সাথে এখতেলাফ বা দ্বীমত পোষণ করার কারো অধিকার থাকত না। যেমনি ভাবে ইসলামে রাসূলের সাথে দীনী ব্যাপারে এখতেলাফ করার কারো ইখতিয়ার নেই। অথচ দেখা গেছে অনেকগুলো বিষয়ে তাবেয়ীগণ তাঁদের সাথে দ্বীমত (এখতিলাফ) করেছেন এবং অনেক সময় তাবেয়ীর কথাই ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। যেমন হযরত আলী (রা) একটি ঘটনায় সাক্ষী হিসাবে নিজ ছেলে ও গোলামকে পেশ করেছিলেন আর কাজী সুরাইহ (র) তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং যেমন ইমাম মাসরুক (র) তিনি একজন তাবেয়ী ছিলেন। সন্তান জবেহ করার মান্নতের মাসআলার মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন। সাহাবাগণ যদি সত্যের মাপকাঠি হতেন, তবে কোন্ অধিকার বলে তারা তাদের বিরোধিতা করেছিলেন ?

## কুরআনের আলোকে সত্যের মাপকাঠি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে একমাত্র সত্যের মানদণ্ড ঘোষণা করেছেন এবং সমস্ত বিতর্কিত বিষয়ে তাঁকেই একমাত্র মীমাংসাকারী হিসেবে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

১. আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

"না হে মুহাম্মাদ ! তোমার রবের কসম ! তারা কখনো মু'মিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের সকল বিতর্কমূলক বিষয়ে তোমাকেই চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ করে এবং তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অন্তরে কোনো দিধা-সংকোচ না রেখে অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৫

www.pathagar.com

২. মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (স)-কে একমাত্র সত্যের মানদণ্ড স্থির করে তাঁরই আহবানে সাড়া দিতে সকলকে আদেশ করেছেন। যারা তাঁর আহবানে সাড়া দেবে না তাদেরকে তিনি প্রবৃত্তির অনুসারী পথভ্রষ্ট ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَآءَهُمْ ط وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط ـ القصص : ٥٠

"হে মুহাম্মাদ! যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রাখ, তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়াতের পরোয়া না করে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?"–সূরা কাসাস ঃ ৫০

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط ـ الاحزاب : ٣٦

"যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন তখন মু'মিন নর-নারীর পক্ষে নিজেদের ব্যাপারে স্বতন্ত্র ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬

৩. মহান আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় রাসূলকে সত্যসহ প্রেরণ করে দীনের যাবতীয় বিষয়ে সত্যের মানদণ্ড বানিয়ে সকলের উপর এই আদেশ জারী করেছেন

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج ـ

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং তিনি যে বিষয়ে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"–সূরা আল হাশর ঃ ৭

সাহাবাসহ গোটা উম্মত এ সম্বোধনের আওতাধীন। সাহাবাসহ সকল মানুষের জন্য রাসূলই দীনের ও সত্যের মাপকাঠি এবং দীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (স)-কে অনুসরণ করা আমাদের সকলের উপর ফরজ।

৪ মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সত্যের মানদণ্ড ঘোষণা করে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ○

"এবং আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।"–সূরা সাবা ঃ ২৮

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে রাসূল তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন আর যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে না রাসূল তাকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেন। তাই রাসূল (স) একমাত্র সত্যের মাপকাঠি। তাঁকে মানা না মানার মধ্যে মুসলমান-কাফের, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিহিত রয়েছে। এজন্যই হাদীসের বলা হয়েছে ঃ

محمد فرق بين الناس-

"মুহাম্মাদ (স) সকল মানুষের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী বা মানদণ্ড।"–বুখারী-মিশকাত

৫. আল্লাহর ভালোবাসা ও মাগফিরাত লাভের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে মুহাম্মাদ (স)-এর আনুগত্য স্বীকার করা। রাসূল মুহাম্মাদ-এর অনুসরণ করা ছাড়া আল্লাহর ভালোবাসা ও ক্ষমালাভের আর কোনো পথ ও পন্থা নেই। তাই রাসূল (স) হলেন দীনের ও সত্যের মানদণ্ড।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"হে রাসূল ! তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।"

তাঁকেই দীনের ও সত্যের মানদণ্ড স্থির করে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন

كلما كان الرجل اتبع محمدا ﷺ كان اعظم توحيد الله واخلاصا له فى الدين واذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك فاذا كثر بعده ظهر فيه من الشرك والبدع مالا يظهر فى من هو اقرب منه الى اتباع الرسول ﷺ - الكواشف الجليه : ١٨٨

www.pathagar.com

"যখন কোনো ব্যক্তি মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করবে তখনই সে আল্লাহর সবচেয়ে বড় একত্ববাদী এবং দীনের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় নিষ্ঠাবান বলে গণ্য হবে। আর যখন সে রাসূলের অনুসরণ করা থেকে যতটুকু দূরে সরে যাবে তার দীন ততটুকু অসম্পূর্ণ হবে। অতপর যখন আনুগত্য থেকে তার দূরত্ব বেশী হবে তখন তার নিকট থেকে এমন শিরক ও বিদআতসমূহ প্রকাশ পাবে যা রাসূলের আনুগত্যের নিকটবর্তী ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পায় না।"–কাওয়াশিফুল জালিয়্যাহ ঃ ১৮৮

৬. আল্লাহ তাআলা সাহাবা সহ সকল মানুষের জন্য একমাত্র তাঁর রাসূলকেই উত্তম আদর্শ বানিয়েছেন। ফলে রাসূলই সকলের জন্য একমাত্র সত্যের মানদণ্ড। তিনি বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

"একমাত্র আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"–সূরা আল আহযাব ঃ ২১

তাই রাসূলই সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। আলোচ্য আয়াতে علم البلاغة (অলংকার শাস্ত্র)-এর মৌলনীতি تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر বর্তমান রয়েছে। কাজেই উম্মতে মুসলিমার জন্য রাসূল ছাড়া আর কেউ অনুসরণীয় আদর্শ বা সত্যের মানদণ্ড নয়। রাসূলের সাহাবীগণই এ আয়াতের মর্মার্থকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তারা পরস্পরকে সতর্ক করে বলতেন ঃ

اليس لك فى رسول الله اسوة حسنة ؟ وفى رواية اما لك فى رسول الله اسوة حسنة ؟

"তোমার জন্য কি আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নেই ?" হাদীসের কিতাবসমূহ দ্রঃ

তারা কুরআনের আয়াত দ্বারাও একে অন্যকে সতর্ক করতেন। যেমন ঃ

عن ابن عباس انه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية يستلم الا ركان كلها فقال ابن عباس لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله يستلمهما ؟ فقال معاوية : ليس شئ من البيت مهجورا

www.pathagar.com

فقال ابن عباس : لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة فقال معاوية صدقت- رواه البخارى واحمد، مرويات الامام احمد فى التفسير - ٣٩٢/٣

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত মুআবিয়ার সাথে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। মুআবিয়া (রা) সবকটি খুটিতে চুম্বন করছিলেন তখন ইবনে আব্বাস তাঁকে বললেন এ দুটো খুটিতে চুম্বন করছেন কেন ? রাসূল (স) তো এ দুটোতে চুম্বন করতেন না। মুআবিয়া (রা) প্রতি উত্তরে বললেন, বায়তুল্লাহর কোনো কিছুই বর্জনযোগ্য নয়। তখন ইবনে আব্বাস (রা) তা খণ্ডন করে বললেন, "অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" তখন মুআবিয়া তা স্বীকার করলেন এবং বললেন আপনি সত্য বলেছেন।"–বুখারী ও আহমদ

৭. আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط - النساء : ٥٩

"যদি কোনো বিষয় তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে এ বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৯

এ আয়াতে একটি কথা লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলা "তোমরা" বলে যে সম্বোধন করেছেন এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন। সুতরাং স্পষ্টত বুঝা গেল সাহাবায়ে কেরাম সহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের একে অন্যের সাথে মতভেদ ও মতবিরোধ হতে পারে। একজন সাহাবীর সাথে যেমন অন্য একজন সাহাবীর মতবিরোধ হতে পারে তেমনি একজন সাহাবীর সাথে এমন ব্যক্তিরও মতবিরোধ হতে পারে যিনি সাহাবী নন। যেমনটি সাহাবী তাবেয়ীগণের মধ্যে হয়েছেও । এমতাবস্থায় ফায়সালাকারী হবে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল। অতএব বুঝা গেল 'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত। যদি সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি হতেন তাহলে তাবেয়ী তো দূরের কথা একজন সাহাবীর অন্য সাহাবীর

www.pathagar.com

সাথে মতবিরোধের কোনো অধিকার থাকতো না। বরং সকলেই নিজ নিজ মতের উপর অটল অবিচল থাকার নির্দেশ হত এবং তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করারও কোনো প্রয়োজন পড়তো না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে এ বিষয়টিকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দাও। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সত্যের মাপকাঠি একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও তার রাসূলের হাদীস। সাহাবী বা অন্য কেউ সত্যের মাপকাঠি নন। তাছাড়া আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ কোনো বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করলে বলতেন যদি তা শুদ্ধ হয় তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর ভুল হলে আমার পক্ষ থেকে হয়েছে। আর এটা শতসিদ্ধ কথা যে, যাদের মতামতে ভুল ও শুদ্ধ উভয়টা হবার সম্ভাবনা রয়েছে তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলা যায় না। কারণ সত্যের মাপকাঠি এমন বস্তু যা সর্বপ্রকার ভুলের ঊর্ধে বিরাজমান।

হাফিজ ইমামুদ্দীন ইবনে কাসীর (র) বলেন ঃ

.... محمد صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد ادم على الا طلاق فى الدنيا والاخرة الذى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى فما قاله فهو الحق وما اخبر به فهو الصدق وهو الامام المحكم الذى اذا تنازع الناس فى شئ وجب رد نزاعهم اليه فما وافق اقواله وافعاله فهو الحق وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائنًا من كان۔

تفسير القران العظيم : ٣/٣٥٦

"মুহাম্মাদ (স) দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত আদম সন্তানের শর্তহীন নেতা। তিনি প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা তাঁর নিকট প্রেরিত ওহী ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং তিনি যা বলেন তাই চিরন্তন 'হক'। তিনি যে সংবাদ দেন তাই পরম সত্য এবং তিনি সেই ইমাম যাকে বিচারক ও মীমাংসাকারী হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে এবং মানুষ যে বিষয়ে মতভেদ করে সেই বিরোধপূর্ণ বিষয়কে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেয়া অপরিহার্য। তাঁর কথা ও কাজের যা মুতাবিক হবে তাই 'হক'। আর যা তার বিপরীত হবে তা তার বক্তা ও কর্তার উপর ছুড়ে মারতে হবে সে যেই হোক না কেন।"

–তাফসীরে ইবনে কাসির ঃ ৩/৩৫৩

www.pathagar.com

# হাদীসের আলোকে সত্যের মাপকাঠি

দীনের ও সত্যের মানদণ্ড যে একমাত্র রাসূল এবং রাসূল ছাড়া কোনো মানুষ দীনের ও সত্যের মানদণ্ড হতে পারে না, তার সমর্থনে রাসূল করীম (স)-এর কতিপয় হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলো। যা থেকে প্রতিটি পাঠক বুঝতে পারবেন যে, এটা রাসূলেরই একক ঘোষণা ও একক বৈশিষ্ট্য। সাহাবী, তাবেয়ী বা উম্মতের কোনো শ্রেণী বিশেষ এর মধ্যে শরীক নন। বরং সকলেই রাসূল আনীত সত্যের অনুসারী ও এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী।

১। রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেন ঃ

والذى نفسى بيده لايؤمن احدكم حتى يكُوْن هواه تبعا لما جئت به ـ

"সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন। তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি আমার নিয়ে আসা সত্যের অনুগত হবে।"–শরহুছ ছুন্নাহ

২। রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন ঃ

والذى نفس محمد بيده لايسمع بى احد من هذه الامة يهودى ولا نصرانى ومات لم يؤمن بالذى ارسلت به الا كان من اصحاب النار ـ مسلم واحمد

"সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, এ উম্মত (মানব জাতি) এর মধ্যে যে কেউ আমার সম্পর্কে শুনতে পাবে চাই সে ইয়াহুদী হোক কিংবা খৃষ্টান, আর সে এই সত্যের প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুমুখে পতিত হবে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তবে সে নিশ্চয়ই জাহান্নামী।"–মুসলিম ও আহমদ

৩। তিনি আরো বলেন ঃ

كل امتى يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعنى دخل الجنه ومن عصانى فقد ابى ـ البخارى

"আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু তারা ছাড়া যারা অস্বীকার করবে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল কারা

www.pathagar.com

অস্বীকার করে ? তিনি প্রতি উত্তরে বললেন ঃ যারা আমাকে মেনে চলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যারা আমাকে অমান্য করে চলে তারাই অস্বীকার করে।"–বুখারী

৪। তিনি আরো বলেছেন ঃ

ما تركت من خير الا وقد امرتكم به وما تركت من شر الا وقد نهيتكم عنه وتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدى الا هالك ـ الطبرانى والدار قطنى ـ

"এমন কোনো কল্যাণ বা ভাল কাজ নেই যার আদেশ আমি তোমাদেরকে করিনি। আর এমন কোনো অকল্যাণ বা মন্দ কাজও বাকী নেই যা থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি। আমি তোমাদেরকে অত্যন্ত উজ্জ্বল দীনের উপর ছেড়ে গেলাম যেখানের রাত দিনের মতই উজ্জ্বল। আমার পর যে তা থেকে বিচ্যুত হবে সে অবশ্যই ধ্বংস হবে।"

৫। রাসূলে করীম (স) আরো বলেছেন ঃ

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به ـ البخارى ومسلم

"আমি মানুষের সাথে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং যে পর্যন্ত না তারা আমার প্রতি ও আমার নিয়ে আসা সত্যের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।"–বুখারী ও মুসলিম

৬। তিনি আরো বলেন ঃ

انكم لتعلمون انى رسول الله حقا وانى جئتكم بحق فاسلموا ـ

البخارى : ١/٥٥٦

"তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, আমি আল্লাহর সত্য রাসূল এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট সত্যসহ এসেছি। সুতরাং তোমরা (এ সত্যকে) মেনে নাও অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকার কর।"–বুখারী, ১ম খণ্ড পৃ ঃ ৫৫৬

www.pathagar.com

৭। তিনি আরো বলেছেন ঃ

ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মাদ (স)-কে নবী ও রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করলো সেই ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করল।"–বুখারী, মুসলিম

৮। রাসূল (স) আরো বলেছেন ঃ

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ـ

"যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করবে যার সমর্থনে আমাদের কোনো নির্দেশ নেই তাহলে এটা প্রত্যাখ্যান যোগ্য।"–মুসলিম

৯। তিনি আরো বলেছেন ঃ

ما بقى شئى يقرب من الجنة ويباعد من النار الا وقد بينته لكم ـ

احمد والطبرانى ـ

"এমন কোনো বস্তু বাকী নেই যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং যা জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে কিন্তু আমি তা তোমাদেরকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি।"–আহমদ, তাবারানী ও ফতহুল মজীদ ঃ ২২১

১০। তিনি আরো বলেছেন ঃ

ان الله عز وجل بعثنى رحمة للعلمين وهدى للعلمين ـ

احمد والطبرانى

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাআলা আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন।"–আহমদ ও তাবারানী

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, দীনের ও সত্যের মানদণ্ড একমাত্র রাসূল। আর কেউ নয় । আর সাহাবায়ে কেরাম তো তাঁরই উম্মত ও অনুসারী মাত্র।

## সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতের সত্যের মাপকাঠি

উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠ জামায়াত সাহাবায়ে কেরামের (রা) সবাই চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে, দীনের মাপকাঠি বা সত্যের মানদণ্ড এবং

www.pathagar.com

দীনের সকল বিষয়ে ষ্টাণ্ডার্ড ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) । তারা আরো ঘোষণা করতেন যে, আল্লাহ তাআলা একমাত্র মুহাম্মাদ (স)-কেই সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। নিচে তাঁদের বক্তব্য ও কয়েকটি ঘটনা পেশ করা গেল। যা থেকে প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তি বুঝতে পারবেন যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) একমাত্র ওহীপ্রাপ্ত নবীকে ও তাঁর উপর নাযিলকৃত ওহী তথা কুরআন-হাদীসকেই সত্যের উৎস ও এর মাপকাঠি মনে করতেন। এর বাইরে কোনো কিছুকেই তারা সত্যের মাপকাঠি মনে করতেন না।

১। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) বলেন ঃ

اطيعونى ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ـ سيرة ابن هشام ٢١١/٤ البداية والنهاية ٣٤٨/٥ فتح الكيرم : ٢٦

"হে লোক সকল! যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর অনুসরণ করি ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর নাফরমানী করি তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য মোটেই জরুরী নয়।"–সীরাতে ইবনে হিশাম ৪/৩১১, বিদায়া ও নিহায়া ৫/৩৪৮ ফাতহুল কারীম-২৬।

২। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর অভিমত ঃ

عن الشعبى قال قالت فاطمة بنت قيس طلقنى زوجى ثلاثا على عهد النبى ﷺ فقال ﷺ لاسكنى لك ولا نفقة فقال مغيرة فذكرته لابراهيم فقال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى احفظت ام نسيت فكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ـ الترمذى ١٤١/١

"হযরত ওমর (রা) ফাতেমা বিনতে কায়েস নাম্নী একজন মহিলা সাহাবীর কথা এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, আমরা কোনো মহিলার কথায় আল্লাহর কিতাব এবং আমাদের নবীর সুন্নাতকে বর্জন করতে পারবো না। জানি না সে (রাসূলের হাদীস) স্মরণ রেখেছে না কি ভুলে গেছে ?"–তিরমিযি ঃ ১/১৪১

www.pathagar.com

৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ

قال ابن عباس رضى الله عنه لرجل ساله عن مسالة فاجابه فيها بحديث فقال له : قال ابو بكر وعمر فقال ابن عباس : يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر؟ رفع الملام عن ائمة الاعلام ص ٣٢- الكواشف الجلية ص ٧٤٦

"একটি লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। তিনি একটি হাদীস দ্বারা তার জবাব দিলেন। তখন ঐ লোকটি বললো, হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) তো এরূপ বলেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) তা শুনে বললেন, অচিরেই তোমাদের উপর আসমান থেকে নীল পাথর বর্ষিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। কারণ আমি বলছি এটা রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন আর তোমরা বলছো যে, আবু বকর ও ওমর এরূপ বলেছেন ?"

–কাওয়াশিফুল জালিয়্যা ঃ ৭৪৬, রাফউল মুলাম ঃ ৩২।

৪। হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর অভিমত ঃ

ان الله قد بعث الينا محمدا ولا نعلم شيئا وانما نفعل كما راينا محمدا يفعل- رواه النسائى ٢١١/١ المدخل لابن الحاج ٢٥٦/٢ موارد الظمان الى زوائد ابن حبان- ١٤٤/١

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাদের নিকট নবী মুহাম্মাদ (স)-কে পাঠিয়েছেন অথচ আমরা কিছুই জানতাম না। কাজেই আমরা তাই করি যা মুহাম্মাদ (স)-কে করতে দেখি।"–নাসাঈ ১/২১১)

৫। তিনি আরো বলেছেন ঃ

وقال ابن عمر لجابر بن زيد انك من فقهاء البصرة فلا تفت الا بقران ناطق او سنة ما ضية فانك ان فعلت غير ذلك هلكت واهلكت- حجة الله البالغة ص ١٥٣ حقيقة الفقه ص ٦٢

"ইবনে ওমর (রা) জাবের ইবনে জায়েদকে বললেন ঃ তুমি বসরার ফকীহদের একজন। সুতরাং তুমি সরব কুরআন ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত

www.pathagar.com

ছাড়া ফতোয়া দিও না। কেননা, তুমি এটার অন্যথা করলে নিজে ধ্বংস হবে এবং অন্যদেরকে ধ্বংস করবে।"

৬। ইবনে ওমর (রা)-এর অভিমত যা ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেছেন ঃ

ان رجلا من اهل الشام سال عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال حلال فقال الشامى ان اباك قد نهى عنها فقال ارايت ان كان ابى قد نهى عنها وصنعها رسول الله، امرابى يتبع ام امر رسول الله ﷺ ـ رواه الترمذى

"সিরীয় এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, হজ্জে তামাত্তু (ওমরা সহকারে পালন।) জায়েয না হারাম ? ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ জায়েজ ও হালাল। এর উপর সিরীয় ব্যক্তিটি অভিযোগ করে বলল ঃ আপনার পিতা ওমর (রা) তো এটা করতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনে উমর (রা) বললেন তুমি বল, আমার পিতা ওমর যদি এটাকে নিষেধ করেন, নাজায়েয বলেন আর রাসূলুল্লাহ (স) যদি নিজে এটা করেন তবে কার অনুসরণ করা যাবে? আমার পিতা ওমরের না আল্লাহর রাসূলের ? সিরীয় ব্যক্তিটি বললো, অনুসরণ তো আল্লাহর রাসূলেরই করতে হবে। ইবনে ওমর (রা) এটা শুনে বললেন, রাসূলই তো হজ্জ উমরাহ এক সাথে করেছেন।"

–তিরমিযী

৭। হযরত আয়েশা (রা)-এর অভিমত ঃ

عن سالم بن عبد الله ان عمر بن الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة فقالت عائشة طيبت رسول الله بيدى لا حرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطرف بالبيت وسنة رسول الله احق ـ ايقاظ همم اولى الابصار ص ٩

"সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। হযরত ওমর (রা) বাইতুল্লাহ যিয়ারতের পূর্বে প্রস্তর নিক্ষেপের পরে সুগন্ধি ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করেছেন। তার জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে নিজ হাতে তার এহরাম বাঁধার উদ্দেশ্যে এহরামের পূর্বে এবং হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ

www.pathagar.com

করার পূর্বে সুগন্ধি মাখিয়ে দিয়েছি। আর আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতই হচ্ছে সর্বাগ্রে হকদার।"

৮। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) বলেছেন ঃ

عن عبد الله بن عباس وعطاء ومجاهد ومالك بن انس رضى الله عنهم انهم كانوا يقولون : ما من احد الا وهو ماخوذ من كلامه ومردود عليه الا رسول الله ﷺ - حجة الله البالغة ص ١٥٥ حقيقة الفقه ص ٦٢

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আতা, মুজাহিদ ও মালিক ইবনে আনাছ (রা) সবাই বলতেন যে, আল্লাহর রাসূল (স) ছাড়া প্রত্যেকের কথা (যাচাইয়ের মাধ্যমে) গ্রহণ করা যেতে পারে, বর্জনও করা যেতে পারে।"

৯। তাউস তাবেয়ী (র) যখন আসরের নামাযের পর আবার নামায পড়তে লাগলেন তখন হযরত ইবনে ওমর (রা) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

ما ادرى ايعذب ام يؤجر لان الله تعالى يقول : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم -

المستدرك ١/١١٠، البيان الفاصل : ص ٢٨

"আমি জানি না যে, তাকে আযাব দেয়া হবে নাকি সওয়াব দেয়া হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন তখন কোনো ঈমানদার নারী ও পুরুষের জন্য নিজেদের স্বতন্ত্র ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই।"

-মুস্তাদরাক ঃ ১/১১০

১০। এক ব্যক্তি ঈদগাহে ঈদের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়তে লাগল। হযরত আলী (রা) তাকে নামায পড়তে নিষেধ করলেন তখন সে বলল ঃ

يا امير المؤمنين انى اعلم ان الله لا يعذبنى على الصلاة -

"হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার জ্ঞান বলে যে, আল্লাহ তাআলা নামাযের জন্যে আমাকে আযাব দেবেন না।"

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) তার জবাবে বললেন ঃ

وانى اعلم ان الله تعالى لايثيب على فعل حتى يفعله رسول الله ﷺ او يحث عليه فتكون صلاتك عبثا والعبث حرام ولعله يعذبك به لمخالفتك لرسوله - شرح مجمع البحرين والبدعة على ضؤ القران والسنة ص ٤٨٤٧

"আমি জানি যে, আল্লাহ তাআলা কোনো কাজে সওয়াব দেবেন না যে পর্যন্ত না এ কাজটি রাসূল (স) করেছেন বা এ ব্যাপারে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। সুতরাং (ঈদের নামাযের পূর্বে) তোমার নামায পড়া হবে অনর্থক। আর অনর্থক কাজ হারাম। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা এ কারণেই তোমাকে আযাব দেবেন। কারণ তুমি সুন্নাতে রাসূলের বিরোধিতা করেছ।"

## উম্মতের ঐক্যমতে সত্যের মাপকাঠি

এ মর্মে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রাসূলের জন্যই পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ এবং তিনিই সত্যের মানদণ্ড। তিনি ছাড়া নির্বিচারে আর কারো অনুসরণ করা যায় না।

শাইখুল ইসলাম হাফেজ ইবনু তাইমিয়া (র) বলেন ঃ

فانهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول ﷺ وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول ﷺ - رفع الملام عن ائمة الاعلام ص ٦

"তারা (আহলে সুন্নাতের ইমামগণ) এ ব্যাপারে সবাই চূড়ান্তভাবে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা ওয়াজিব-অপরিহার্য এবং এ ব্যাপারে একমত যে, প্রত্যেক মানুষের মতামত (যাচাইয়ের মাধ্যমে) গ্রহণও করা যেতে পারে, বর্জনও করা যেতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) ছাড়া অর্থাৎ শুধুমাত্র রাসূলের জন্যই পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ।"–রাফউল মুলাম ঃ ৬

www.pathagar.com

ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন ঃ

قد صح اجماع الصحابة كلهم اولهم عن اخرهم واجماع التابعين اولهم عن اخرهم واجماع تابعى التابعين اولهم عن اخرهم على الامتناع والمنع من ان يقلد منهم احد الى قول انسان منهم او ممن قبله فيأخذ كله - عقد الجيد مطبوعة صديقى ص ٤١ - حجة البالغة مترجم ص ٢٦١ حقيقة الفقه ص ٦٠

"সঠিক কথা হলো এই যে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে একমত যে, তাদের মধ্য হতে কেউই অন্য কারো বা তার পূর্ববর্তী কারো যাবতীয় কথা ও কাজ নির্বিচারে গ্রহণ না করে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিরই সবকিছু দ্বিধাহীনভাবে যেন গ্রহণ করা না হয়। তারা একত্রিতভাবে তা নিষেধ করেছেন।"

–হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ

اجمع العلماء (وفى رواية) المسلمون على ان من استبان له سنة من رسول الله لم يحل له ان يدعها بقول احد -

"সমস্ত ওলামা ও মুসলমানগণ এ বিষয়ে একমত যে, যে ব্যক্তির নিকট রাসূলুল্লাহর একটি সুন্নাত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে তা কোনো মানুষের কথায় বর্জন করা তার পক্ষে বৈধ হবে না বরং তা সম্পূর্ণ অবৈধ।"–ইকাজ ঃ ৮২, কাওয়াশিফুল জালিয়্যা ঃ ৭৪৭

আল্লামা কাজী মাহমুদ (প্রধান বিচারপতি কাতার) বলেন ঃ

اتفقوا جميعا على ان من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا من كان - مجموعة رسائل ١/١٥٤

"তারা সবাই এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় সে ব্যক্তি অন্য কারো কথায় রাসূলের এ সুন্নাত (আদর্শ)-কে বর্জন করতে পারবে না সে যে-ই হোক না কেন।"–মাজমুআতু রাসাইল ১ ঃ ১৫৪

www.pathagar.com

মুফতি ফয়জুল্লাহ (র) বলেন ঃ

در "ملابدمنه؛ می نویسد قول وفعل هر کسے که سرمو از قول وفعل پیغمبر مخالف داشته باشد انرا رد باید کرد، حضرت امام مالك فرموده : ما من احد ماخوذ من کلامه ومردود علیه الا رسول الله ﷺ انتهی این مضمون در کتب بزرگان محققین بکثرت موجود است ـ منکرات القبور ص ٢٠

"মালাবুদ্দা মিনহু নামক কিতাবে লিখেছেন যদি কোনো ব্যক্তির কথা ও কাজ (সত্যের মানদণ্ড ) রাসূল-এর কোনো কথা ও কাজের সাথে চুল পরিমাণও সাংঘর্ষিক হয় তবে এটা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। হযরত ইমাম মালেক বলেছেন "একমাত্র রাসূলুল্লাহ (স) ছাড়া এমন কোনো লোক নেই যার কথার কিছু গ্রহণযোগ্য এবং কিছু বর্জনযোগ্য হবে না।" বড় বড় তত্ত্ববিশারদ আলেম তথা মুহাক্কিকগণের কিতাবসমূহে এ মর্মের কথা ভুরি ভুরি বিদ্যমান রয়েছে।"

–মুনকারাতুল কুবুর ঃ ২০

এভাবেই আহলে সুন্নাতের ইমাম ও আলেমগণ উম্মতের ইজমা তথা ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রাসূলই সর্বাবস্থায় মূল ব্যক্তিত্ব এবং তিনিই দীনের ও সত্যের মাপকাঠি। এবং তিনি ছাড়া সকল মানুষের কথা ও কাজ যাচাই ও বাছাইয়ের মাধ্যমে কিছু গ্রহণযোগ্য, কিছু বর্জনযোগ্য হতে পারে। কিন্তু রাসূল (স)-এর ঊর্ধে।

## চার ইমামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

চার মাযহাবের ইমামগণ যথাক্রমে ইমাম আবু হানিফা (র) ইমাম মালেক (র) ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) সবাই আল্লাহর ওহী তথা কুরআন-হাদীসকে এবং ওহীপ্রাপ্ত নবী মুহাম্মাদ (স)-কে একমাত্র সত্যের মানদণ্ড বিশ্বাস করতেন। তারা সবাই কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ করার প্রতি আহবান করেছেন এবং নির্বিচারে তাদের অনুসরণ করতে তাঁরা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

www.pathagar.com

ইমাম শারানী (র) বলেন ঃ

وقد كان الائمة المجتهدون كلهم يحثون اصحابهم على العمل بظاهر الكتاب والسنة ويقولون اذا رايتم كلامنا يخالف ظاهر الكتاب والسنة فاعملوا بالكتاب والسنة واضربوا بكلامنا الحائط- ميزان الكبرى ١/٤٦ طبع مصر

"মুজতাহিদ ইমামগণ সবাই নিজেদের সাথী-সহচরদেরকে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং তারা বলতেন আমাদের কথা যদি কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য বক্তব্যের পরিপন্থি দেখতে পাও তাহলে আমাদের কথা দেয়ালের উপর ছুঁড়ে মারবে।"-মীযানুল কুবরা ঃ ১/৪৬, হাকীকাতুল ফিকহ।

নীচে ইমাম চতুষ্টয়ের আকীদা-বিশ্বাস ও তাদের মতামত পেশ করা গেল।

## ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ

لاتقلدني ولا تقلدن مالكا ولا غيره وخذ الاحكام من حيث اخذ وامن الكتاب والسنة- ميزان الكبرى، تحفة الاخيار ص ٤ حقيقة الفقه ص ٧٢

"তুমি নির্বিচারে আমার অনুসরণ করবে না। মালিক বা অন্য কারোও নির্বিচারে অনুসরণ করবে না। বরং তুমি সে স্থান থেকে আহকাম (দীনের বিধান) গ্রহণ করবে কুরআন হাদীসের যে স্থান থেকে তারা গ্রহণ করেছেন।"-তুহফাতুল আখয়ার ঃ ৪, হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৭২

ودخل شخص الكوفة بكتاب دانيال فكاد ابو حنيفة ان يقتله وقال له اكتاب سوى القران والحديث ؟ ميزان الكبرى ١/٤٩ طبع مصر حقيقة الفقه ص ٧٢

www.pathagar.com

"নবী দানিয়েল (আ)-এর কিতাব নিয়ে কুফায় এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দরবারে প্রবেশ করল। ইমাম সাহেব ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন কুরআন হাদীস ছাড়া আবার কোন কিতাব নিয়ে এসেছো ?"-মীযানুল কুবরা ঃ ১/৪৯, হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৭২

ইমাম আবু হানীফা আরো বলেন ঃ

اياكم والقول فى دين الله تعالى بالراى وعليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل- ميزان الكبر ١/٦٣، الابداع فى مضار الابتداع : ٣١٤، حقيقة الفقه ص ٧٣

"নিজের রায়ের উপর নির্ভর করে আল্লাহ তাআলার দীনের মধ্যে কথা বলা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং সুন্নাতের অনুসরণকে নিজেদের উপর অপরিহার্য করবে। যে ব্যক্তি এ নীতি থেকে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"

তিনি আরো বলেন ঃ

لايحل لاحد ان ياخذ يقولنا مالم يعلم ماخذه من الكتاب والسنة- ايقاظ همم اولى الابصار ص ٥٩

"কারো জন্য আমাদের কোনো কথা গ্রহণ করা হালাল হবে না যতক্ষণ না সে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে এর উৎস জানাবে।"

لاينبغى لمن لم يعرف دليلى ان يفتى بكلامى- عقد الجيد ص ٧٠ حقيقة الفقه ص ٧١

"আমার কথার দ্বারা সে ব্যক্তির ফতোয়া দেয়া উচিত নয়, যে আমার দলীল সম্পর্কে অবগত নয়।"

## ইমাম মালেক (র)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত

ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ

ما من احد الا ماخوذ من كلامه ومردود عليه الا رسول الله ﷺ- عقد الجيد ص ٧٠

www.pathagar.com

"রাসূলুল্লাহ (স) ছাড়া এমন কেউ নেই যার কথা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা যায় না।" তিনি আরো বলেছেন ঃ

انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا فى رايى فكل ماوافق الكتاب والسنة فخذوه وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ـ حقيقة الفقه ص ٧٣، الكواشف الجلية ص ٧٤٧

"আমি তো একজন মানুষ। ভুলও করি আবার শুদ্ধও করি। আমার রায় তথা মতামতের প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত করবে। অর্থাৎ আমার মতকে যাচাই করবে। এবং যা কিছু কুরআন-হাদীসের মুতাবিক হবে তোমরা তাই গ্রহণ করবে। আর যাকিছু কুরআন-হাদীসের মুতাবিক হবে না তা তোমরা বর্জন করবে।"

তিনি আরো বলেন ঃ

لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها ـ

"যে বস্তু এ উম্মতের প্রথম শ্রেণীকে সংশোধন করেছিল তা ছাড়া অন্য কোনো বস্তু শেষ উম্মতকে সংশোধন করতে পারবে না।"

كل احد يؤخذ من قوله ويرد الا صحاب هذا القبر ـ احكام الجنائز للالبانى ص ٢٢٢

"এ কবরবাসী ছাড়া সকলের কথা গ্রহণ করাও যাবে, খণ্ডন করাও যাবে।"

ইমাম মালিক (র) সত্যের মানদণ্ড একমাত্র রাসূলকেই বিশ্বাস করতেন এবং তারই উপর অবতীর্ণ ওহী তথা কুরআন-হাদীসকেই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি জ্ঞান করতেন। তিনি বলতেন যে, এ উম্মতের প্রথম শ্রেণী সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে যে বস্তু সংশোধন করেছিল শেষ উম্মতকে তাই সংশোধন করতে পারবে।

## ইমাম শাফেয়ী (র)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ

(١) اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله لم

www.pathagar.com

يحل له ان يدعها بقول احد ـ حقيقة الفقة ص ٧٥ ايقاظ همم اولى الابصار ص ٥٨

"এ ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত যে, যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত প্রকাশিত হবে সেই ব্যক্তি অন্য কারো কথায় এ সুন্নাতকে বর্জন করতে পারবে না। এটা তার জন্য সম্পূর্ণ অবৈধ।"–হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৭৫

(٢) اذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله ﷺ فقولوا بسنة ودعوا ما قلت ـ بيهقى، حقيقة الفقه ص ٧٥

"যখন তোমরা আমার কিতাবের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত পরিপন্থি কোনো কিছু পাবে তখন সুন্নাত মুতাবিক বলবে এবং আমি যাকিছু বলেছি তা বর্জন করবে।"–বাইহাকী, হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৭৫

(٣) ولا يلزم قول بكل حال الا بكتاب الله او سنة رسوله ﷺ وان ما سواهما تبع لهما وكل متكلم على الكتاب والسنة فهوا الحد الذى يجب وكل متكلم على غير اصل كتاب ولا سنة فهو هذيان والله اعلم ـ مناقب الشافعى ١/ ٤٧٠ ـ٤٧٥، مجمل اعتقاد ائمة السلف ص ٤٩

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা ছাড়া সর্বাবস্থায় কারো কোনো কথা মানা আবশ্যক হবে না। এটা ছাড়া সমস্ত কথা এটার অধীন। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে যে কথা বলে সেটাই হচ্ছে ওয়াজিব হওয়ার সীমারেখা। আর যে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে কথা বলে না সে কথা ভিত্তিহীন। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।"
–মানাকিবুশ শাফেয়ী ১/৪৭০-৪৭৫, মুজমালূ ইতিকাদ ঃ ৪৯

(٤) لا حجة فى قول احد دون رسول الله ﷺ وان كثر ولا فى قياس ولا فى شئ وما ثم الا طاعة الله ورسوله بالتسليم ـ عقد الجيد ص ٨٠ حقيقة الفقه ص ٧٤

"রাসূলুল্লাহ (স) ছাড়া কারো কথার মধ্যে কোনো দলিল নেই তা যত বেশীই হোক না কেন। আর না আছে কোনো কিয়াস বা অন্য কিছুর

www.pathagar.com

মধ্যে। সেখানে দীনের মধ্যে আত্মসমর্পণ পূর্বক আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই নেই।"

## ইমাম আহমদ (র)-এর আকীদা ও তাঁর অভিমত

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ

ليس احد الا يؤخذ من رايه ويترك ما خلا النبى ﷺ - مسائل الامام احمد لابى داؤد ص ٢٧٦، فتح المجيد - ٢٧٦

"নবী করীম (স) ছাড়া প্রত্যেকেরই রায় বা মতামত গ্রহণও করা যায়, বর্জনও করা যায়।"–ফাতহুল মজীদ, পৃঃ ৩৩৮ মাসাইলুল ইমাম আহমদ ঃ ২৭৬।

ইমাম আহমদ আরো বলেন ঃ

لا تقلدنى ولا تقلدن ما لكا ولا الاوزاعى ولا النخعى ولا غيرهم وخذ الاحكام من حيث اخذوا من الكتاب والسنة - عقد الجيد ص ٨١ حقيقة الفقه ص ٧٨

"তুমি অন্ধভাবে আমার অনুসরণ করবে না। আর না ইমাম মালেক আওজায়ী নাখয়ী বা অন্য কারো নির্বিচারে আনুগত্য করবে। বরং তাঁরা কুরআন-হাদীসের যে স্থান থেকে হুকুম আহকাম গ্রহণ করেছেন তুমিও সেই স্থান থেকে (শরীআতের) বিধান গ্রহণ করবে।"

–হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৭৮

বিরোধপূর্ণ মাসআলায় কি করতে হবে ? তার জবাবে ইমাম আহমদ বলেন

يفتى بما وافق الكتاب والسنة ومالم يوافق الكتاب والسنة يمسك عنه - ايقاظ همم اولى الابصار ص ١١٧

"সে কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক ফতোয়া প্রদান করবে আর যা কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক হবে না সে ক্ষেত্রে ফতোয়া দান থেকে বিরত থাকবে।"–ইকাজ ঃ ১১৭

www.pathagar.com

ইমাম আহমদ বলেন ঃ

ليس لاحد مع الله ورسوله كلام - عقد الجيد ص ٨١ حقيقة الفقه ص ٧٧

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কারো কোনো কথা চলবে না।"–হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৭৭

## সূফিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (র) বলেন ঃ

الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من اقتفى اثار الرسول ﷺ -

تهذيب مدارج السالكين ص ٤٨٣

"আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার সমস্ত রাস্তা সমগ্র সৃষ্টির জন্য বন্ধ শুধু সেই ব্যক্তির রাস্তা ছাড়া যে রাসূল (স)-এর পদাংক অনুসরণ করেছে।"
–তাহজীবু মাদারিজিস সালেকীন ঃ ৪৮৩

হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (র) আরো বলেন ঃ

من لم يحفظ القران ويكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا الامر لان علمنا مقيد بالكتاب والسنة - تهذيب مدارج السالكين ص ٤٨٣

"যে ব্যক্তি (শব্দ অর্থসহ) কুরআনকে সংরক্ষণ করেনি এবং হাদীস লিপিবদ্ধ করেনি এ দীনের ব্যাপারে তার অনুসরণ করা যাবে না। কেননা আমাদের ইল্‌ম বা জ্ঞান কিতাব ও সুন্নাতের সাথে শিকলাবদ্ধ।"

তিনি আরো বলেন ঃ

مذهبنا هذا مقيد باصول الكتاب والسنة تهذيب مدارج السالكين ص ٤٨٣

"আমাদের এ চলার পথটি কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তির সাথে শিকলাবদ্ধ।"

বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র) বলেন ঃ

www.pathagar.com

اجعل الكتاب والسنة اماما ولا تخرج عنهما فتهلك ـ منكرات القبور لمفتى فيض الله ص ٢٠

"তুমি কিতাব ও সুন্নাহকে ইমাম বানাও এবং এ দুটি থেকে বেরিয়ে যেও না তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

হযরত আবু হাফস (র) বলেন ঃ

من لم يزن افعاله واحواله فى كل وقت بالكتاب السنة ولم يتهم خواطره فلا يعدفى ديوان الرجال ـ تهذيب مدارج السالكين ص ٤٨٣

"যে ব্যক্তি সর্বদা তার কার্যাবলী ও অবস্থাবলীকে কিতাব ও সুন্নাহর দ্বারা পরিমাপ করেনি এবং নিজের কল্পনাসমূহকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেনি তাকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের কাতারে গণ্য করা যায় না।"

হযরত আহমদ ইবনে আবীল হাওয়ারী (র) বলেন ঃ

من عمل عملا بلا اتباع سنة فبباطل عمله ـ تهذيب مدارج السالكين ص ٤٨٣

"যে ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসরণ ছাড়া কোনো আমল করল তার সে আমল বাতিল।"

হযরত ইবনুল কায়্যিম আল জাওজিয়াহ (র) বলেন ঃ

ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل ولا دليل الى الله والجنة سوى الكتاب والسنة وكل طريق لم يصحبها دليل القران والسنة فهى من طرق الجحيم والشيطان الرجيم ـ تهذيب مدارج السالكين ص ٤٨٤

"যে ব্যক্তি দলিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় সরল পথ থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে। কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার এবং জান্নাত লাভের আর কোনো দলিল নেই। যে পথের সাথে কুরআন হাদীসের দলিল সাথী হয়নি সে পথ মূলত বিতাড়িত শয়তান ও জাহান্নামের পথসমূহের একটি পথ।"

www.pathagar.com

আউলিয়ায়ে কেরাম ও সুফিয়ায়ে এজামের সকলে একবাক্যে আল্লাহর নবী ও কুরআন-সুন্নাহকেই একমাত্র 'মিয়ারে হক' বা সত্যের মানদণ্ড স্বীকার করেছেন। তাদের উপরোক্ত মতামত থেকে তা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। কিন্তু দেওবন্দী আলেমগণ অহেতুক জামায়াতে ইসলামীর বিরোধীতা করে যাচ্ছেন।

## উলামায়ে শরীয়াতের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

শত-সহস্র আলেমের মতামত পাওয়া যায় যারা ওহীপ্রাপ্ত নবী এবং আল্লাহর ওহী তথা কুরআন সুন্নাহকে একমাত্র সত্যের মানদণ্ড ও হিদায়াতের উৎস বিশ্বাস করতেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁদের কয়েক জনের মতামত এখানে তুলে ধরা হলো।

১। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (র) বলেন ঃ

وما كان من الحجج صحيحا ومن الرائ سديدا فذلك له اصل فى كتاب الله وسنة رسوله فهمه من فهمه وحرمه من حرمه ـ اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٨٢

"যে সমস্ত দলিল বিশুদ্ধ এবং যে সমস্ত রায় সঠিক তার ভিত্তি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যে বুঝার সে বুঝেছে আর যে বঞ্চিত হওয়ার সে বঞ্চিত হয়েছে।"

২। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন ঃ

لما اعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة اليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا الى الاراء والقياس والاستحسان واقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد فى فطرهم وظلمة فى قلوبهم وكدر فى افهامهم ومحق فى عقولهم وعمت هذه الامور وغلبت عليهم حتى ربى فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا ـ الكواشف الجلية ص ٤٤١

www.pathagar.com

"যখন থেকে মানুষ কুরআন-হাদীসের সিদ্ধান্ত ও তদুভয়ের নিকট বিচার ও মীমাংসা প্রার্থী হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করল এবং কুরআন-হাদীসের ব্যাপারে যথেষ্ট না হওয়ার আকীদা পোষণ করলো এবং উলামা-মাশায়েখদের মতামত যুক্তি-কিয়াস, নিজস্ব পছন্দ মতের দিকে ধাবিত হলো তখন থেকেই তাদের স্বভাবে বিপর্যয় ঘটল। অন্তরসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হলো, বুঝশক্তি অপরিচ্ছন্ন হলো এবং বিবেক-বুদ্ধি হ্রাস পেল এবং এ জিনিসগুলো তাদের মধ্যে ব্যাপক হয়ে পড়ল তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করল। এমন কি এ অবস্থার মধ্যেই ছোট বড় হলো, বড় বৃদ্ধ হলো। যার ফলে তারা একে আর খারাপই মনে করল না।"–কাওয়াশিফুল জালিয়্যাহ ঃ ৪৪১

৩।আল্লামা আবদুল হাই লাখনভী (র) বলেন ঃ

ان الحجية من خصائص اثار صاحب الشرع واثار غيره لا تكون حجة لعدم كونه صاحب الشرع ـ ظفر الامانى شرح مقدمة الجرجانى ص ١٧٥

"হুজ্জাত বা প্রমাণ বলে স্বীকৃতি দেয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের বৈশিষ্ট্য যেহেতু তিনি শরীয়তের মূল নেতা। আর তিনি ছাড়া অন্যদের কথা হুজ্জাত বা প্রমাণ হতে পারে না। কেননা তিনি সাহেবে শরীয়াত (শরীয়াতের মূল) নন।"–জাফরুল আমানী ঃ ১৭৫

৪. আল্লামা শাওকানী (র) বলেন ঃ

الحق انه ليس بحجة فان الله سبحانه وتعالى لم يبعث الى هذه الامة الا نبينا محمدا ﷺ وليس لنا الا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الامةمامور باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعد هم فى ذلك فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة فمن قال انها تقوم الحجة فى دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع اليهما فقد قال فى دين الله بما لايثبت ـ ارشاد الفحول، الفصل السابع فى الاستدلال المبحث الخامس فى قول الصحابى

www.pathagar.com

"সর্ব সঠিক কথা হচ্ছে সাহাবীদের কথা শরীয়াতের কোনো দলিল নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের নিকট মুহাম্মাদ (স) ছাড়া আর কাউকে প্রেরণ করেননি। তিনি আমাদের একমাত্র রাসূল। এবং কিতাবও আমাদের একটি। সমস্ত উম্মতকে আল্লাহর কিতাব কুরআন ও তাঁর নবী (স)-এর সুন্নাতের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সাহাবী অ-সাহাবী-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রত্যেকেই শরীয়াতের আদেশ-নিষেধের আওতাধীন এবং কিতাব ও সুন্নাত অনুসরণের জন্য সমানভাবেই আদিষ্ট। তাই যারা বলেন, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা আল্লাহর দীনের মধ্যে দলিল কায়েম হতে পারে নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর দীনের মধ্যে একটি প্রমাণহীন অবাস্তব কথা বলেন।"–ইরশাদুল ফুহুল

৫. আল্লামা কস্তলানী (র) বলেন ঃ

ومن الادب معه ﷺ ان لا يستشكل قوله ﷺ بل يستشكل اراء الرجال واقوال الغير بقوله عليه السلام ولا يعارض نصه لقياس بل يهدر الا قيسة وتلقى لنصوصه۔ المواهب اللدنية، حقيقة الفقه ص ٩٩۔١٠٠

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আদব ও শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত এটাও রয়েছে যে, তাঁর বাণীতে সন্দেহ না করা। বরং রাসূলের কথার বিপরীত হওয়ার দরুন মানুষের কথা ও মতামতের মধ্যে সন্দেহ করা। রাসূলের দলিলকে কিয়াস বা যুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক দাঁড় না করা বরং রাসূলের কথা দ্বারা কিয়াসসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর দলিলকেই গ্রহণ করা।"–মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যা, হাকীকাতুল ফিকহ ঃ ৯৯-১০০

* আল্লামা আবুল খায়ের মুহাম্মদ আয়্যুব (র) বলেন ঃ

ان مصدر عقيدة الاسلام هو كتاب الله وسنة رسوله وقد ورد فيهما بيان اجمالى وتفصيلى للامور التى يجب على المسلم الايمان بها فلا مجال للعقل والراى والقياس والاجتهاد فى الزيادة عليها او النقص منها ۔ عقيدة الاسلام والامام الماتريدى ص ١٢

www.pathagar.com

"ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের উৎস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। এবং এতদুভয়ের মধ্যেই সে সমস্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে যার উপর বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং এক্ষেত্রে মানব বিবেক, রায় ও কিয়াসের কোনো অবকাশ নেই। এটাতে হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য ইজতিহাদ বা চিন্তা-ভাবনারও কোনো অবকাশ নেই।"-আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমাম মাতুরীদী ঃ ১২।

* শায়খ ইবনে আরাবী[১] বলেন ঃ

ولا يجوز ترك اية او خبر صحيح يقول صاحب او امام ومن يفعل ذلك فقد ضل ضلالا مبينا وخرج عن دين الله - الفتوحات المكية، حقيقة الفقه ص ١٠٢

"কোনো সাথী বা কোনো ইমামের কথা দ্বারা কোনো আয়াত বা সহীহ হাদীসকে বর্জন করা জায়েয নয়। যে ব্যক্তি এমনটি করল সে প্রকাশ্যে গুমরাহীতে নিমজ্জিত হল এবং আল্লাহর দীন থেকে বেরিয়ে গেল।"

* আল্লামা মোহাম্মদ ইবনে সালেহ উসাইমীন বলেন ঃ

فالكتاب والسنة هما الاصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده واللذان تبنى عليهما الاحكام الاعتقادية والعملية ايجابا ونفيا - مصطلح الحديث ص ٣

"কিতাব ও সুন্নাহ এমন দুটো মূল ভিত্তি যা দ্বারা সকল বান্দার উপর আল্লাহর হুজ্জাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং এ দুটো এমন বিষয় যার উপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক কার্যগত ও বিশ্বাসগত সকল আহকামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে।"-মুসতালাহুল হাদীস ঃ ৩

* হযরত মোল্লা মুঈন হানাফী (র) বলেন ঃ

من يتعصب بواحد معين غير رسول الله ﷺ ويرى ان قوله هو الصواب الذى يجب اتباعه دون الائمة الاخرين فهو ضال جاهل بل

১. তার বিরুদ্ধে ইলহাদ ও কুফরীর অভিযোগ রয়েছে। তবে তার উপরোক্ত বক্তব্যটি গ্রহণযোগ্য।-লেখক

www.pathagar.com

قد يكون كافرا يستتاب فان تاب والا قتل فانه متى اعتقد انه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هذه الائمة دون الاخرين فقد جعله بمنزلة النبى ﷺ وذلك كفر ـ دراسات اللبيب مطبوعة لاهور ص ١٢٥

حقيقة الفقه ص ١٠٥

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (স) ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য তাআস্‌সুব বা পক্ষপাতিত্ব করে এবং মনে করে যে, তার কথাই সঠিক এবং অন্যান্য ইমাম ছাড়া শুধু তার অনুসরণ করাই অপরিহার্য তাহলে এহেন ব্যক্তি বিভ্রান্ত ও মুর্খ। বরং কখনো কখনো সে কাফেরের পর্যায়ের হয়ে যায়। তখন তাকে তাওবাহ করতে বলা হবে যদি সে তাওবাহ করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে নতুবা তাকে হত্যা করতে হবে। কেননা সে যখন বিশ্বাস করলো যে, সকল ইমামকে বাদ দিয়ে শুধু নির্দিষ্ট একজনের অনুসরণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব তখন সে তাকে নবীর পর্যায়ের স্থান দিল। আর এটা প্রকাশ্য কুফরী ।"

## দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি

**ভূমিকা**

একমাত্র রাসূলই সত্যের মাপকাঠি। এ বিশ্বাস দেওবন্দী উলামায়ে কেরামগণও পোষণ করেন। কিন্তু দেওবন্দীদের যারা এটা স্বীকার করেন না তারা নিসন্দেহে ভুলের উপর রয়েছেন। কারণ, সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল এটা মীমাংসিত বিষয়। এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই। কেননা এ উম্মতের নিকট একমাত্র রাসূল (স)-কেই সত্যসহ পাঠানো হয়েছে। সাহাবী, তাবেয়ী বা অন্য কাউকে সত্য সহকারে পাঠানো হয়নি। এটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, রাসূল (স) নিজে বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামও এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন রাসূল (স) বলেছেন ঃ

وانى رسول الله بعثنى بالحق ـ الترمذى ٢/٣٧

"আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি সত্য সহকারে আমাকে পাঠিয়েছেন।"
–তিরমিযী ২/৩৭

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন ঃ

انى رسول الله حقا وانى جئتكُم بحق فاسلموا ـ البخارى : ١/٥٥٦

"আমি আল্লাহ প্রেরিত সত্য রাসূল এবং আমিই তোমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছি। সুতরাং তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর।"-বুখারী ১/৫৫৬

সাহাবী আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা) বলেন ঃ

انه رسول الله وانه جاء بحق ـ البخارى ١/٥٥٦

"নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নিশ্চয়ই তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন।"-বুখারী ঃ ১/৫৫৬

সাহাবী ওমর বিন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ

ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب ـ مسلم ٢/٦٥ وترمذى ١/١٧٢ واحمد

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (স)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাযিল করেছেন।"-মুসলিম ঃ২/৬৫, তিরমিযী ঃ ১/১৭২ ও আহমদ।

সাহাবী উসমান বিন আফ্ফান (রা) বলেন ঃ

ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وامنت بما بعث به محمد ـ البخارى ١/٥٤٧

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (স)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তার উপর কিতাবও অবতীর্ণ করেছেন। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিল এবং আমি ঐ সত্যের প্রতি ঈমান এনেছি যা সহকারে মুহাম্মাদ (স) প্রেরিত হয়েছেন।"
-বুখারী ১/৫৪৭

কাজেই আমরা বিশ্বাস করি যে, রাসূলের উপর কিতাব নাযিল হওয়া যেমনি তাঁরই বৈশিষ্ট্য সত্য সহকারে প্রেরিত হওয়াও তাঁরই বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই রাসূলই একমাত্র 'মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি। এ সম্মান ও মর্যাদা একমাত্র তাঁরই। এ আকীদা-বিশ্বাসই সর্বসঠিক ও বিশুদ্ধ। যারা সাহাবা তাবেয়ীগণকে প্রমাণ ছাড়াই সত্যের মাপকাঠি বিশ্বাস করেন তারা

www.pathagar.com

প্রকাশ্য গোমরাহীতে নিপতিত। তারা সাহাবীগণকে রাসূলের রিসালাত ও নবুওয়াতের মর্যাদায় আসীন করেছেন, যা প্রকাশ্য কুফরী।

'এ'লাউস সুনান' গ্রন্থকার আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (র) স্পষ্ট বলেছেন ঃ

کلمه اسلام کے دوسرے جزء محمد رسول الله کے معنی یه هے که اب معیار حق سیدنا محمد ﷺ کے سواء کوئی انسان نهیں هے اس لئے یه عبارت هر مرد مؤمن ومسلم کا عقیده هے اور هونا چاهئے ۔ جماعت اسلامی اسی علماء کی نظر میں۔

"কালিমায়ে ইসলামের ২য় অংশ "মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ"-এর অর্থ এই যে, বর্তমানে একমাত্র রাসূলুল্লাহ ছাড়া আর কেউই মিয়ারে হক বা সত্যের মাপকাঠি নয়। তাই এটা প্রত্যেক মু'মিনের ও মুসলমানের বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাস থাকা আবশ্যক।"

খলীফায়ে থানভী সায়্যিদ সুলাইমান নদভী (র) বলেন ঃ

عالمگیر اور دائمی نمونه عمل صرف محمد رسول الله ﷺ کی سیرت هے ۔ خطبات مدراس ص ۲۱

"বিশ্বব্যাপী ও স্থায়ী অনুসরণীয় আদর্শ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর রাসূলের জিন্দেগী।"–খুতবাতে মাদরাস ঃ ২১

তাফসীরে মাজিদির লেখক আল্লামা আবদুল মাজিদ দরয়াবাদী (র) বলেন ঃ

اپ نے بنیادی عقیده کی جو عبارت نقل کی هے وه عین حق وصواب هے اور هر مسلمان کا یهی عقیده هونا چاهئے رسول خدا کو معیار حق بنائے کے معنی یه هے که سارے انبیاء کے تصدیق اس میں اگئی، معترض کو شاید تنقید اور توهین وتنقیص کے درمیان فرق نهیں معلوم، محدثین نے کسی غضب کی تنقید رواۃ پر کی هے کیا وه سب توهین وتنقیص کے مرتکب هوے هیں؟ جماعت اسلامی اس علماء کی نظر میں۔

www.pathagar.com

"আপনি মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কীয় যে উদ্ধৃতিটি পাঠিয়েছেন তা সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক। এবং প্রত্যেক মুসলমানের এ আকীদা হওয়া উচিত। আল্লাহর রাসূল (স)-কে সত্যের মাপকাঠি স্বীকার করার ভিতর দিয়ে অন্যান্য নবীদের স্বীকৃতিও এসে গেছে। অভিযোগকারীর কাছে সম্ভবত তানকীদ (যাচাই-বাছাই) এবং তাওহীন (অপমান) তানকীস (অসম্মান)-এর মধ্যে ব্যবধান অজ্ঞাত। হাদীস শাস্ত্রবিদগণ হাদীস বর্ণনাকারীদের কী কঠোরভাবে তানকীদ করেছেন এতে কি তাঁরা অসম্মানকারী হয়ে গেলেন ?"

দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ শফী (র) বলেন, মোটকথা, ইসলামের অর্থ ও স্বরূপ হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। এ আনুগত্যের পথ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সম্পর্কে কুরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

"আপনার পালনকর্তার কসম ! তারা কখনো ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না তারা আপনাকে নিজেদের যাবতীয় কলহ-বিবাদের বিচারক নিযুক্ত করে। অতপর আপনার সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাকে খোলা ও সরল মনে স্বীকার করে নেয়।"–মুহিউদ্দীন খান অনুদিত মাআরেফুল কুরআন ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮২, ৫ম সংস্করণ।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

یہ ایت کریمہ ایك ایسی ایت ہے کہ اگر پورے قران مجید کا تتبع کیا جاے تواس مضمون کے صدھا ایتیں نکلیں گی جس کا حاصل یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تك پیدا ہونے والی نسلوں کی نجات اخرت اور دخول جنت کے لئے صرف انحضرت ﷺ پر ایمان لانا اور اپ ﷺ کے فرمان کی اطاعت کرنا کافی ہے ۔ ختم نبوت ص ۱۶۹ حصہ اول

"এ পবিত্র আয়াতটি এমন একটি আয়াত যদি পুরো কুরআনে অনুসন্ধান চালানো যায় তবে এ অর্থের শত শত আয়াত বেরিয়ে

www.pathagar.com

আসবে যেগুলোর মর্মকথা এই যে, এ উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরদের পারলৌকিক নাজাত ও জান্নাতে প্রবেশের জন্যে শুধু নবী করীম (স)-এর উপর ঈমান আনা এবং তার ফরমানের আনুগত্য করা যথেষ্ট।"–খতমে নবুওয়াত ঃ ১/১৬৯

মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) বলেন ঃ

اسلام میں مطلق اور غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کے رسول کی ہے باقی کسی انسان کی اطاعت غیر محدود اور غیر مشروط نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت اسوقت تک ہے جب تک وہ اللہ ورسول کی اطاعت کرتا ہے کسی خلاف شریعت فیصلے اور کسی ایسے حکم کی تعمیل میں جس سے دین اور امت کو یقینی طور پر نقصان پہنچتاہو جائز نہیں۔ تعمیر حیات : ۲۵ جنوری سنہ ۱۹۷٦ ع

"ইসলামের একক এবং নিঃশর্ত আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূলেরই হতে পারে। রাসূল (স) ছাড়া অন্য কোনো মানুষের আনুগত্য নিঃসীমা ও নিঃশর্ত হতে পারে না। বরং তার আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। (অর্থাৎ যতক্ষণ তার নির্দেশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের সীমার মধ্যে থাকবে।) কোনো শরীয়াত বিরোধী নির্দেশ এবং এমন নির্দেশ যা পালনে ইসলাম ও উম্মতে মুসলিমার নির্ঘাত ক্ষতি রয়েছে তার আনুগত্য জায়েয নয়।"–তামীরে হায়াত ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৬ ইং।

জমিয়তের শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা মুশহিদ আলী বায়মপুরী (র) বলেন ঃ

خلاصہ یہ ہے کہ جبتک انسان جملہ امور میں خواہ سیاسیہ ہو یا سیاسیہ جناب رسول مقبول ﷺ کو واحد فیصل نہ سمجھے اور پھر اپ کی فیصلہ اطمئنان کلی کے ساتہ بطیب خاطر قبول نہ کرے اسی وقت وہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔

"মোদ্দাকথা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ যাবতীয় বিষয়ে চাই তা রাজনৈতিক হোক অথবা অরাজনৈতিক জনাব রাসূলে মকবুল (স)-কে একমাত্র মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে না নেবে এবং তাঁর দেয়া

www.pathagar.com

ফয়সালা ও সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্টচিত্তে এবং পূর্ণ আন্তরিকতা ও তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মু'মিন হতে পারবে না।"-ফতহুল করীম ঃ ১১

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন ঃ

فاعلم ان التقرير انما يكون حجة من صاحب الشرع دون غيره۔

فيض البارى : ٥١١/٤

"জেনে রাখ, শরীয়াত প্রাপ্ত নবীর অনুমোদনই শুধুমাত্র দলিল হতে পারে অন্য কারো অনুমোদ নয়।"-ফয়জুল বারী ঃ ৪/৫১১

উস্তাজুল হাদীস মাওলানা আবুল হাছান (র) বলেন ঃ

بلكه شوافع تو صحابه كے متعلق كهتے هيں : هم رجال ونحن رجال۔ تنظيم الاشتات ٢٤٣/١

"শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ তো সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে বলেন ঃ তাঁরাও মানুষ আমরাও মানুষ।"-তানজিমুল আশতাত ঃ ১/২৪৩

ওলী-আওলিয়া ও মাশায়েখদের কথা ও কাজকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয নয়, তাদের কথা দ্বারা সত্য চিনা যায় না এ মর্মে খোদ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর সুযোগ্য শাগরিদ ও খলীফা মাওলানা আহমদ শফী বলেন ঃ

اور بعض لوگ مايوسى كى حالت ميں بعض اكابر كے اقوال وافعال كو توڑ موڑ كر اس سے اپنے تائيد كم ازكم دوسرے پر الزام لگلما نے كى كوشش كرتے هيں مگر وه بے سود هے مثلا حاجى امداد الله صاحب مهاجر مكى رح ومولانا كرامت على جونپورى كے اقوال وافعال سے تمسك كرنا چاهتے هيں لهذا هم ان كے متعلق سير كے بحث كرنا چاهتے هيں۔ اولا تو اصولى طور پر جواب يه هے : نيست حجت قول وفعل هيچ پير، قول حق وفعل احمد را بگير۔

البيان الفاصل بين الحق والباطل ص ٩٢

www.pathagar.com

"কিছু লোক নৈরাশ্যকর অবস্থায় টানা-হেচড়া করে বড় বড় আলেমগণের কথা ও কাজকে নিজেদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কমপক্ষে অন্যের উপর অভিযোগ উত্থাপনের জন্য হলেও আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু এটা একেবারে নিরর্থক। যেমন তাঁরা হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র) এবং মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (র)-এর কথা ও কজসমূহকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। কাজেই আমি তাদের ব্যাপারে সন্তোষ জনক আলোচনা পেশ করতে চাই।

প্রথমত ঃ মৌলিকভাবে (তাদের) জবাব হলো এই যে,

نیست حجت قول وفعل ہیچ پیر ـ قول حق وفعل احمد را بگیر ـ

"কোনো পীর-ওলীর কথা ও কাজ দলিল নয়। আল্লাহ তাআলার বাণী ও মুহাম্মাদ (স)-এর কার্যকেই আঁকড়ে ধরতে হবে।"

–বায়ানুল ফাসিক ঃ ৯২

শায়খ আহমদ শফী সাহেব সমস্ত দেওবন্দী আলেমগণের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর কথা ও কাজকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আকাবিরে ওলামা সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন না। তাদের দ্বারা সত্য চেনা যায় না। অন্যথায় তাদের কথা ও কাজকে গ্রহণ না করে কেন খণ্ডন করা হলো।

এজন্য নয় কি যে, তাদের নিজস্ব রায় বা মতামত শরীয়তে দলিল নয়। তাদের নিজেদের মতামত দ্বারা সত্য চেনা যায় না। তারা নিজেরা সত্যের মাপকাঠি নন।

ইমাম আবু হানীফা (র) যথার্থই বলেছেন ঃ

اياكم والقول فى دين الله تعالى بالرأى وعليكُم بالسنة فمن خرج عنها ضل ـ الابداع فى مضار الابتداع ص ٣١٤

"আল্লাহ তাআলার দীনের মধ্যে নিজের রায়ের দ্বারা কথা বলা থেকে দূরে থাকবে। সুন্নাতের অনুসরণকে নিজেদের উপর অপরিহার্য করবে। যে ব্যক্তি এ নীতি থেকে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"–আল ইবদা ফী মুদারিল ইবতাদা-৩১৪, হাকীকাতুল ফিকহ/৭৩।

www.pathagar.com

# তানকীদ ও যাচাই-বাছাই কেন ?

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর সুযোগ্য খলীফা ও শাগরিদ সিলেটের প্রধান আলেম জমিয়ত নেতা মাওলানা মুশাহিদ আলী বায়মপুরী (র) বলেছেন ঃ

کسی انسان کی عقل کتنی ہی کامل ومکمل ہو نقص سے مبرا نہیں ہو سکتی اس بناء پر اس کی کوئی قوت بھی خواہ ظاہری ہو خواہ باطنی، مادی ہو خواہ روحانی من کل الوجوہ کامل نہیں ہر معاملہ میں صحت کے ساتھ خطا، کمال کے ساتھ نقص اور تذکرہ کے ساتھ سہو ونسیان کا خدشہ لگا ہوا ہے ۔ فتح الکریم ص ۲

"কোনো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যতই পরিপূর্ণ ও উন্নত মানের হোক না কেন তা ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। এর ভিত্তিতে বলা চলে তার যে কোনো শক্তিই তা প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন বস্তুগত অথবা নৈতিক-আত্মিক-সার্বিক দিক দিয়ে কখনোই পরিপূর্ণ নয়। প্রতিটি বিষয়ে ও কর্মে বিশুদ্ধতার সাথে অশুদ্ধতা, পরিপূর্ণতার সাথে অপূর্ণতা, স্মৃতির সাথে বিস্মৃতির আশংকা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।"–দেখুন ফতহুল করীম পৃঃ ২

জমিয়তে উলামার এ মৌলিক তত্ত্বের কারণেই আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কুরআন-হাদীস তথা ওহীপ্রাপ্ত রাসূলের সত্যের মানদণ্ডে সকল মানুষকে যাচাই বাছাই করা এবং পরখ করা। মূলত রাসূলই পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদানকারী। যেহেতু জমিয়ত নেতার ভাষায় মানুষের প্রতিটি বিষয়ে ও কর্মে বিশুদ্ধতার সাথে অশুদ্ধতা, পরিপূর্ণতার সাথে অপূর্ণতা ও স্মৃতির সাথে বিস্মৃতির আশংকা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে সেহেতু সাহাবায়ে কেরাম সহ সকল মানুষের কথা ও কাজকে রাসূল আনীত সত্যের আলোকে তানকীদ ও যাচাই-বাছাই করতে হবে এবং রাসূল (স) ছাড়া আর কারো নির্বিচারে অনুসরণ করা যাবে না। জমিয়ত নেতার উপরোক্ত বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, মাওলানা মওদূদী (র) জামায়াতে ইসলামীর গঠতন্ত্রে সত্যের মাপকাঠি ও তানকীদ সম্পর্কে যে আকীদার কথা উল্লেখ করেছেন তা নির্ভুল ও সঠিক।

www.pathagar.com

রাসূলে করীম (স)-এর নামে অসংখ্য মনগড়া ও মিথ্যা হাদীস রচিত হওয়ার কারণে ইসলামী শরীয়াতকে নিখুঁত ও পুত-পবিত্র রাখার জন্য এবং মিথ্যা হাদীসগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য ওলামায়ে ইসলাম তানকীদ ও যাচাই-বাছাইকে ওয়াজিব ও অপরিহার্য বলেছেন। এবং তারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তানকীদ ও যাচাই বাছাই এর কাজ করেছেন। অবশেষে তাঁরা আল্লাহর রহমতে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটি মেকীর মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়েছেন। এ কারণেই আজ দীন সুরক্ষিত রয়েছে।

কিন্তু তাদের কেউ এ তানকীদকে অপমানকর মনে করেননি। তার কারণ হলো এই যে, তারা আল্লাহর দীন ও শরীয়াতকে নির্ভেজাল ও পূত-পবিত্র রাখার জন্য তানকীদকে হাতিয়ার বিশেষ জ্ঞান করতেন। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (স) তানকীদ ও যাচাই-বাছাইকারীদের মর্যাদা বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين

وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين-

"বিশ্বস্ত উত্তরসূরীগণ প্রত্যেক পূর্ববর্তীর কাছ থেকে এ ইলম (দীনের জ্ঞান) বহন করবে। তারা সীমালংঘনকারীদের বিকৃতিরকণ বাতিল-পন্থীদের মিথ্যাচার ও জাহেলদের অপব্যাখ্যাকে এটা থেকে বিদূরিত করবে।"–বাইহাকী ও মিশকাত

এখন বলুন, এটা কি তানকীদ ও যাচাই বাছাই ছাড়া সম্ভব ?

তিনি আরো বলেছেন ঃ

كفى بالمرأ كذبا ان يحدث بكل ما سمع - رواه مسلم

"কোনো কিছু শুনামাত্র (সত্য তা যাচাই না করে) অন্যের নিকট বর্ণনা করা মিথ্যা গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"–মুসলিম

তিনি আরো বলেন ঃ

المؤمن مرأة المؤمن - رواه الترمذى

"এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য আয়না স্বরূপ।"–তিরমিযী

নামাযে ইমাম সাহেবের অনুসরণ করা ওয়াজিব। কিন্তু তিনি ভুল করে বসলে তার ভুল ধরাও ওয়াজিব। এতে যেমন ইমাম সাহেবের সম্মান ক্ষুণ্ন

www.pathagar.com

হয় না, তেমনি তার অনুসরণও বিনষ্ট হয়ে যায় না। অন্যথায় ভুলের সংশোধন না করলে নামায শুদ্ধ হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) বলেছেন ঃ

ان هذا دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ـ

"নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে (আল্লাহর) দীন। কাজেই তোমরা দেখে নিবে কাদের থেকে তোমরা তোমাদের দীনকে গ্রহণ করছো।"

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র) বলেন ঃ

"এরপর আরেক কথা হলো যে মন্দ বলার অধিকারের সীমারেখা নির্ধারিত হওয়া উচিত নচেৎ কালো-সাদার তারতম্যও উঠে যাবে যে ! মুসলমানের কাজকে বিচারের ক্ষেত্রে এবং তাদের ভাল ও খারাপ বলার ক্ষেত্রে শুধু যে নীতিটি ভিত্তি হিসেবে থাকবে তা হচ্ছে الحب فى الله والبغض فى الله "ভালো জানা বা শত্রু জানা সবই আল্লাহর খাতিরে। ভালকে ভাল বলা ও মন্দকে মন্দ বলার অধিকার এ ভিত্তিতে যে কোনো মুসলমানেরই রয়েছে। তা যে যুগের মুসলমানকেই বলা হোক না কেন। ভালকে ভাল ও খারাপকে খারাপ ধারণা করা এমনি একটা কাজ যা আমাদের স্বভাব ও কর্তব্যের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়।–যে সত্যের মৃত্যু নেই পৃঃ ২৫৮-২৫৯

## তানকীদ ও যাচাই-বাছাই এর হুকুম

মহান আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ ـ ال عمران : ٧١

"হে আহলে কিতাব ! তোমরা কেন সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত কর আর কেনই বা জেনে শুনে সত্য গোপন কর।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ৭১

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ইহুদী-খৃস্টানদের ধর্ম বিকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তারা কিভাবে সত্য গোপন করত, সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করত ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এদিকে যারা যাচাই-বাছাইকে অন্যায় ভেবে উলামাদের প্রতি অন্ধ ভক্তি ও নির্বিচারে তাদের অনুসরণ করত তাদেরকে তিনি শিরক ও কুফরের সাথে লিপ্ত বলেছেন।

যেমন আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

"তারা তাদের উলামা ও ধর্মগুরুদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৩১

দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতি মোহাম্মদ শফী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

"কেউ কেউ কুরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু উলামা ও মাশায়েখকেই সব কিছু মনে করে বসে। তাঁরা শরীয়াতের অনুসারী কি-না তারও খোঁজ নেয় না। এ রোগটি আসলে ইহুদী ও খৃস্টানদের রোগ। কুরআন বলেছে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে উলামা ও মাশায়েখকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।"এটা নিসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা।"–মাআরেফুল কুরআন ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩ ৫ম সংস্করণ ইঃ ফাঃ বাংলাদেশ।

মাওলানা মুফতী শফী সাহেব যথার্থই বলেছেন। কারণ, পূর্ববর্তীরা তানকীদ (যাচাই-বাছাই)-এর নীতি গ্রহণ না করে অন্ধভাবে তাদের আলেমদের ও ধর্মগুরুদের অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হয়ে গিয়েছিল।

রাসূলে করীম (স)-ও উম্মতে মুসলিমার ব্যাপারে এ রোগের আশংকা বোধ করলেন এবং বললেন ঃ

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بزراع حتى لو دخلوا حجرضب لدخلتموه ـ رواه البخارى

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা ও রীতি-নীতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করবে (যা আদৌ কারা উচিত নয়।) এমন কি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও তাতে ঢুকবে।"–বুখারী

www.pathagar.com

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে রাসূল (স) বলেছেন ঃ

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوا النعل بالنعل۔

"হে আমার উম্মত! তোমরা পদে পদে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের গোমরাহীর পথগুলো অনুসরণ করতে থাকবে। আর এক্ষেত্রে তাদের সাথে তোমাদের এমন পরিপূর্ণ মিল পাওয়া যাবে যেমনি জোড়ার একটি জুতার সাথে অপরটির পূর্ণ সাদৃশ্যতা ও মিল পাওয়া যায়।"
–বুখারী

এ সমস্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ শিরক-বিদআতের ছিদ্র পথ বন্ধ করার জন্য এবং গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য শরীয়াতের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় রাসূলের সত্যের মানদণ্ডে সবাইকে তানকীদ বা যাচাই-বাছাই করা ওয়াজিব ও আবশ্যক বলেছেন এবং রাসূল ছাড়া অন্যান্যদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লামা ইবনে আবিল ইজ্জ হানাফী (র) বলেছেন ঃ

بل الواجب عرض افعالهم واحوالهم على الشريعة المحمدية فما وافق قبل وما خالفها رد كما قال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا طريقة الا طريقة الرسول ﷺ ۔ شرح العقيدة الطحاوية ص ٦٠١

"তাদের সকল অবস্থা, যাবতীয় কর্মকাণ্ড রাসূল আনীত ইসলামী শরীয়াতের সামনে পেশ করা অপরিহার্য। অতপর যা শরীয়াত মোতাবিক হবে তা গ্রহণযোগ্য হবে আর যা এই শরীয়াত বিরোধী হবে তা পরিত্যাজ্য হবে। কেননা, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যাক্তি এমন কোনো আমল করবে যে ব্যাপারে আমার আদেশ নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যে ব্যক্তি আমার এ শরীয়াতের মধ্যে এমন নতুন বিষয় আবিষ্কার করবে যা এর মধ্যে নেই তা পরিত্যাজ্য। সুতরাং মুহাম্মাদ (স) এর তরীকাহ বা পথ ছাড়া আর কোনো তরীকাহ বা পথ নেই।"–শরহে আকীদাতুত তাহাভী ঃ ৬০১

আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন ঃ

انزلوا الناس منازلهم۔

www.pathagar.com

"সকল মানুষকে (যাচাই করতো) স্ব স্ব মর্যাদায় সমাসীন করে।"–আবু দাউদ

সুতরাং তানকীদ ও যাচাই-বাছাই করা ইসলামী শরীয়তে ওয়াজিব। অন্যথায় দীন-ঈমান-ইসলাম অবিকৃত ও সংরক্ষিত থাকবে না।

## সাহাবায়ে কেরামের উপর তানকীদ চলবে কি ?

সাহাবায়ে কেরামের তানকীদ ও সমালোচনা করা যাবে কি না ? এ ক্ষেত্রে খোদ হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (র) বলেছেন ঃ

خواه صحابه كرام هوں او لياء عظام يا ائمة حديث وفقه وكلام كوئى بهى معصوم نهيں هے سب سے غلطياں هو سكتى هے .... ان پر تنقيد انهيں جيسے پايائے علم واتقا والا كرسكتا هے ـ

مكتوبات شيخ الاسلام ٢٨٦/٢ مطبوعة الجعية دهلى سنه ١٣٧٣

"সাহাবায়ে কেরাম হোন অথবা আউলিয়া এজাম কিংবা ফেকাহ হাদীস ও কালাম শাস্ত্রের ইমামগণ। কেউই মাসুম বা নিষ্পাপ নন। তাঁদের সকলের নিকট থেকেই ভুল হতে পারে। ..... তাঁদের তাকওয়া ও জ্ঞান সমতুল্য লোক তাদের তানকীদ (সমালোচনা) করতে পারবে।"–মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ঃ ২/৩৮৬

হযরত মাওলানা মাদানীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, নবীগণ ছাড়া আর কেউ মাসুম বা নিষ্পাপ নয়। সাহাবা ও ইমামগণের তানকীদ বা সমালোচনা করা যেতে পারে। তারা তানকীদ বা সমালোচনার ঊর্ধে নন। তবে তাদের সমপর্যায়ের আলেম ও পরহেজগার ব্যক্তিই তাঁদের তানকীদ বা সমালোচনা করতে পারেন।" এখানে তানকীদ অর্থ সমালোচনা করা হয়েছে যেহেতু জমিয়তের আলেমগণ তানকীদ অর্থ সমালোচনা বুঝিয়ে থাকেন। পরিতাপের বিষয় যে, মাওলানা মওদূদী তানকীদের কথা বলার দরুন তিনি হয়ে গেলেন মহা অপরাধী আর জনাব মাদানী সাহেব যখন সাহাবায়ে কেরামের তানকীদের কথাটি স্বীয় মাকতুবাতের ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৮৬ এ বলে ফেললেন তখন তা হয়ে গেল অমীয় বাণী। একই বস্তুকে দুই মানদণ্ডে বিচার করার এমন পবিত্র স্বভাব মানুষ আমি আর দেখিনি। তা ছাড়া সাহাবা ও ইমামগণের তানকীদ বা

www.pathagar.com

সমালোচনা কেবল তাঁদের সমপর্যায়ের আলেম ও পরহেজগার ব্যক্তিই করতে পারবে—বলে তিনি যে উক্তি করেছেন তা মূলত সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ, তিনি নিজেই ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীস পড়াবার সময় ইমাম শাফেয়ী ও বুখারীর সামলোচনা করেই হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমামগণের মতামতকে দুর্বল প্রমাণ করে ইমাম আবু হানীফার মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অথচ তিনি নিজেই স্বীকার করতেন যে, ইলম ও পরহেজগারীর দিক থেকে তাঁদের সাথে তাঁর কোনো তুলনাই হতে পারে না। এরপরও তিনি তাদের তানকীদ বা সমালোচনা করেছেন। এটা তো কোনো আলেমেরই অজানা নয়।

সমস্ত আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসার পাঠ্য উসূলে ফেকাহর নির্ভরযোগ্য কিতাব উসূলুশ শাসীর মধ্যে লিখেছেন ঃ

عن على بن ابى طالب انه قال : كانت الرواة على ثلاثة اقسام "

(١) مؤمن مخلص صحب رسول الله ﷺ وعرف معنى كلامه ـ

(٢) واعرابى جاء من قبيلته فسمع بعض ما سمع ولم يعرف حقيقة كلام رسول الله فرجع الى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله فتغير المعنى وهو يظن ان المعنى لايتفاوت ـ

(٣) ومنافق لم يعرف نفاقه فروى ما لم يسمع وافترى فسمع منه ناس فظنوه مؤمنا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بين الناس وفلهذا وجب عرض الخبر على الكتاب والسنة ـ

اصول الشاشى البحث الثانى ص ١٤٨

হযরত আলী (রা) বলেন, "(দীন ও হাদীস) বর্ণনাকারীগণ তিন প্রকার।

**(১) খাঁটি মু'মিন ঃ** যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংশ্রবে থাকতো এবং রাসূলের হাদীস শুনতো ও বুঝতো।

**(২) বেদুঈন মু'মিন ঃ** যে নিজ গোত্র হতে আসত এবং রাসূলুল্লাহর কোনো কোনো হাদীস শুনতো কিন্তু এর ভাব ও হাকীকত পুরোপুরি বুঝতো

www.pathagar.com

না। তারপর সে নিজ গোত্রের দিকে চলে যেত এবং এরকম শব্দ দ্বারা রাসূলের হাদীস বর্ণনা করতো যা রাসূলের পবিত্র মুখ হতে বের হয়নি। যার ফলে অর্থের মধ্যে পরিবর্তন এসে যেত কিন্তু সেই বেদুঈন (সাহাবী) মনে করত যে অর্থের মধ্যে তারতম্য হয়নি।

**(৩) মুনাফিক ঃ** সেই বর্ণনাকারী যার নিফাক বা কপটতা প্রকাশ পায় নাই এবং সে না শুনেই বর্ণনা করতো এবং রাসূলের নামে মিথ্যা কথা রচনা করতো আর সাধারণ লোকেরা তার নিকট থেকে হাদীস শুনত এবং তাকে খাঁটি মুমিন মনে করত। বরং তারা তার নিকট থেকে এটা বর্ণনা করতো। এভাবে অনেকগুলো হাদীস জনগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ কারণেই সাহাবাদের সংবাদ কুরআন সুন্নাহর সম্মুখে পেশ করা ওয়াজিব।"–উসুলুশ শাসী ঃ ১৪৭

শ্রেষ্ঠতম সাহাবী হযরত আলী (রা) দীন ও হাদীস বর্ণনাকারীদের সেই চিত্রই তুলে ধরেছেন যা সম্পূর্ণ বাস্তব ও সত্য। এবং এটা প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কেরাম তানকীদ বা যাচাই-বাছাইয়ের ঊর্ধে নন। বরং তাদের সব কথা ও কাজকেও রাসূলের সত্যের মানদণ্ডে যাচাই ও পরখ করতে হবে। এবং ন্যায় বিচারের দাবী হল যে, যে কোনো ভদ্র ও সম্মানী ব্যক্তিও যদি অপরাধ করেন তবে তাকেও পাকড়াও করতে হবে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে। যারা এ নীতি গ্রহণ করে না তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করে রাসূল (স) বলেছেন ঃ

لاتكونوا مثل قوم قد ضلوا كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه

وكانوا اذا سرق فيهم الضعيف فاقاموا عليه الحدوايم الله لو ان

فاطمة بنت محمد ﷺ ـ سرقت لقطعت يدها ـ متفق عليه

"তোমরা সেই জাতির মত হবে না।' যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে কোনো সম্মানী লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত আর তাদের মধ্যে কোনো নীচু শ্রেণীর লোক চুরি করলে তারা তার উপর শাস্তি কার্যকর করত। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করে তবে আমি তার হাত কেটে দেব।"–বুখারী ও মুসলিম

তানকীদ বা যাচাই-বাছাই মিথ্যা খণ্ডন অসৎ কাজে নিষেধাজ্ঞা হাদীস মতে মৌখিক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন রাসূল (স) বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

ما من نبي بعثه الله في امة قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون ما لايؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس رواء ذلك من الايمان حبة خردل - رواه مسلم

"আল্লাহ তাআলা যখনই কোনো উম্মতের নিকটে কোনো নবী পাঠিয়েছেন তখন ঐ নবীর এমন কিছু সংখ্যক সাথী ও সাহায্যকারী ছিল যাঁরা তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরত এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করতো। অতপর তাদের তিরোধানের পর এমন লোক তাদের স্থলাভিসিক্ত হয় যারা এমন কথা বলে যা কার্যে পরিণত করে না এবং যারা এমন কাজ করে যার জন্য তাদেরকে আদেশ করা হয়নি। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের সাথে মুখ, হাত অথবা অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সেই মু'মিন। এরপর শরিষার দানা বরাবরও ঈমান নেই।"—মুসলিম

হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, শুধু তানকীদ বা যাচাই-বাছাই নয় বরং মুখের দ্বারা জিহাদ করতে হবে। দীনকে সংরক্ষণ করার জন্যই এটা করতে হবে।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন ঃ

كذلك نبه على ان كثيرا من الصحابة رضى الله عنهم لم يدركوا كل المشاهد وجملة تعليمه ﷺ فليس ان كل الدين قد بلغ الى كل صحابي - فيض البارى ٤/٥١١

"ইমাম বুখারী এ-ও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সাহাবীরা অনেকেই রাসূলের সাথে প্রত্যেকটি ঘটনায় প্রত্যক্ষ থাকেননি বা তাঁর সমস্ত শিক্ষাকে শুনতে পাননি। তাই প্রত্যেক সাহাবীর কাছে পরিপূর্ণ দীন পৌঁছে যায়নি।"—ফয়জুল বারী ৪/৫১১

যুগশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (র) বলেন ঃ

فمن المحال ان يامر رسول الله ﷺ باتباع كل قائل من الصحابة رضى الله عنهم وفيهم من يحلل الشئ وغيره يحرمه ولو كان ذلك

www.pathagar.com

لكان بيع الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب ولكان اكل البرد للصائم حلالا اقتداء بابى طلحة وحراما اقتداء بغيره منهم ولكان ترك الغسل من الاكسال واجبا اقتداء بعلى وعثمان وطلحة وابى ايوب وابى بن كعب وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر وكل هذا مروى عندنا بالاسانيد الصحيحة-سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ٨٣/١ الطبعة الرابعة بيروت[১]

"রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রতিজন সাহাবী প্রবক্তার অনুসরণের নির্দেশ দেয়া একটি অসম্ভব বিষয়। কেননা, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন যে, যিনি একটি বিষয়কে হালাল মনে করেন অথচ আরেকজন সেটিকে হারাম মনে করেন। যদি প্রত্যেক সাহাবীর অনুসরণ জরুরী হতো তাহলে সামুরা ইবনে জুনদুব (রা)-এর অনুসরণে মদের ব্যবসা হালাল হয়ে যেত। আবু তালহা (রা)-এর অনুসরণে রোযাদারের জন্য আকাশ থেকে পড়া সীল খাওয়া হালাল হয়ে যেত আবার অন্যজনের অনুসরণে তা হারাম বিবেচিত হতো। তেমনিভাবে বীর্যপাতহীন সহবাসের কারণে গোসল বর্জন করা ওয়াজিব হয়ে যেত। আলী (রা), উসমান (রা), তালহা (রা), আবু আইউব (রা) ও উবাই ইবনে কা'বা (রা)-এর অনুকরণে। আবার গোসল বর্জন হারাম হতো আয়েশা (রা) ও ইবনে উমর (রা)-এর অনুকরণে। এ সবই তো আমাদের নিকট বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।-দেখুন, সেলসিলাতুল আহাদি সিদ তায়ীফা ওয়াল মাওদুয়া, ১/৮৩. ৪র্থ সংস্করণ।

এসব তত্ত্ব স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, রাসূল ছাড়া সকলের কথা ও কাজকে রাসূলের সত্যের মানদণ্ডে যাচাই ও পরখ করতে হবে। ইসলামী শরীয়াতে এমনটি করা ওয়াজিব। অন্যথায় কালো-সাদার তারতম্য উঠে যায়।

## হযরাতে আম্বিয়া (আ)-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে

হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব যে আপত্তিকর ভাষায় নবী রাসূলগণের সমালোচনা করেছেন তা এবার পাঠকের সামনে তুলে ধরা হল। তিনি বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

معصوموں سے اگر چہ قصدا گناہ نہیں ہو سکتا مگر غلط فہمی سے بسا اوقات ان سے بڑے سے بڑ گناہ ہو جا تاھے .....

"মাসুমের দ্বারা যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো পাপ কার্য হতে পারেনি, কিন্তু ভুল বুঝাবুঝিতে অনেক সময়েই তাঁদের দ্বারা বড় বড় পাপ কার্য হয়ে গেছে। কিন্তু বাহ্যত সেগুলো পাপ কাজ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো পাপ নয়।

কাজেই সেগুলোকে প্রকৃত পাপ কাজ বলা যেতে পারে না। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, হযরত মূসা (আ) তদীয় ভ্রাতা হযরত হারুন (আ)-এর চুল ও দাড়ি ধরে টেনেছিলেন। একাজটি দ্বারা একজন নবী, যিনি তার বড় ভাইও ছিলেন তাঁকে অপমান করা হয়েছে। এ কাজটি অন্যের দ্বারা সংঘটিত হলে কুফরী বরং মারাত্মক ধরনের কুফরী বলে বিবেচিত হতো।

অনুরূপ হযরত মূসা (আ) তাওরাত লিখিত পাথর ফলক ছুড়ে মেরেছিলেন। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে ঃ القى الالواح "সে আলওয়াহ পাথর ফলক নিক্ষেপ করল।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫০

আল্লাহর কিতাবকে—তাও আবার সেই কিতাব যা স্বয়ং তাঁর উপরেই নাযিল হয়েছিলো তা ছুড়ে মারা নিসন্দেহে বড় পাপ কাজ। যদি মাসুম নবীগণ ভুলক্রমে বড় বড় অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারেন তবে যারা নিষ্পাপ বা মাসুম নয় তারা যত বড় গুণিই হোক না কেন তারা কেন তা পারবেন না।" দেখুন মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম ১ম খণ্ড ২৫৯, ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৮, মালফুজাতে শায়খুল ইসলাম ১ম খণ্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! লক্ষ করুন হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব কত আপত্তিকর ভাষায় নবীগণের সমালোচনা করেছেন। তিনি বাহ্যত নবীদেরকে মাসুম বা নিষ্পাপ বলেছেন আর কার্যত তাদেরকে বড় বড় পাপ ও অপরাধ মূলক কাজে লিপ্ত বলেছেন।

তিনি হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে আরো বলেছেন ঃ

موسے کے ہاتہ سے قبطی کا قتل ہو جانا نسلی عصبیت پر مبنی تھا ۔ مکتوبات شیخ الاسلام ۱/۲۴۳-۲۴۴ مکتوب نمبر ۸۸ طبع مکتبہ دینیۃ دیوبند۔

www.pathagar.com

"মূসা (আ)-এর হাতে 'কিবতী'-এর নিহত হওয়া নছলী আসাবিয়ত তথা বংশীয় পক্ষপাতিত্বের কারণে হয়েছিল।"-মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ১/২৪৩-২৪৪ তাফহীমুল মাসাইল ১/৩১৫।

তিনি হযরত ইউনুস (আ) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا نفع نہیں دیتا اس قاعدۃ کلیہ سے صرف قوم یونس علیہ السلام کو مستثنی قرار دیا گیا ھے جس کی وجہ یہ تھی کہ حقیقتا ان پر عذاب نہیں ایا تھا بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کی جلد بازی کی بنا پر صورت عذاب نمودار ھو کئی تھی۔

"আযাব দেখার পর ঈমান আনলে এ ঈমান উপকারে আসে না। ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় কেবল এর ব্যতিক্রম। এর কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের উপর মূলত আযাবই আসেনি। বরং হযরত ইউনুস (আ)-এর জল্‌দ বাজীর প্রেক্ষিতে আযাবের আকার পরিদৃষ্ট হয়েছিল। দেখুন মালফুজাতে শায়খুল ইসলাম-১ম খণ্ড পৃঃ ৪৪ মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৩

এখানে তিনি হযরত ইউনুস (আ)-কে জলদবাজ বললেন! (নাউযুবিল্লাহ)। এত মারাত্মক আপত্তিকর ভাষায়। তো মাওলানা মওদূদী (র) কোনো নবীর সমালোচনা করেননি।

এখানে দেখা যাচ্ছে শায়খ মাদানী সাহেব (র) হযরত মূসা (আ)-কে স্বজনপ্রীতি ও বংশীয় পক্ষপাতের দোষে অভিযুক্ত করেছেন। একজন শ্রেষ্ঠ নবীর নামে 'নসলী আসাবিয়ত' শব্দ প্রয়োগ করা অমার্জনীয় অপরাধ ও সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, 'আসাবিয়ত' ইসলামে অন্যায় ও যুলুম। নবী জুলুম করতে পারেন না।

عن واثلة بن الاسقع قال قلت يا رسول الله ما العصبية ؟ قال ان تعين قومك على الظلم - ابو داؤد

"হযরত ওয়াসিলা (রা) বলেন হে আল্লাহর রাসূল ! আসাবিয়ত কি ? তিনি বললেন, আসাবিয়ত হচ্ছে অন্যায়ভাবে নিজের সম্প্রদায়কে সাহায্য করা।"-আবু দাউদ

www.pathagar.com

তারা নিজেরা আম্বিয়া (আ)-এর সমালোচনা করেন আর একচেটিয়াভাবে সমালোচনার সব দোষ মাওলানা মওদূদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। এর চেয়ে বড় যুলুম আর কি হতে পারে ?

জমিয়তের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (র) কুরআনের অনুবাদে বহু স্থানে রাসূলের জন্যে গোনাহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সম্মানিত পাঠকের সামনে এবার কুরআনের আয়াত ও শায়খুল হিন্দের তরজমা পেশ করা গেল।

কুরআনের আয়াত ঃ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ - سورة النصر : ٣

শায়খুল হিন্দের তরজমা ঃ

تو پاکی بول اپنے ربکی خوبیاں اور گناه بخشوا اس سے ـ

"তুমি স্বীয় রবের পবিত্রতা ঘোষণা কর প্রশংসার সাথে এবং তাঁর নিকট গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর।"–সূরা নসর ঃ ৩, শায়খুল হিন্দকৃত তরজমায়ে কুরআন ঃ ৭৮৯

কুরআনের আয়াত ঃ

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ - المؤمن : ٥٥

শায়খুল হিন্দের তরজমা ঃ

سو ٹھراره وعده الله کا ٹھیک هے اور بخشوا اپنا گناه

"তুমি দৃঢ় থাক। আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং নিজ গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর।"–সূরা মুমিন ঃ ৫৫, শায়খুল হিন্দ কৃত তরজমায়ে কুরআন পৃঃ ৬১৬

- কুরআনের আয়াত ঃ

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ـ

سورة محمد : ١٩

শায়খুল হিন্দের তরজমা ঃ

سوتوجان لے که کسی کی بندگی نهیں سوائے الله کے اور معافی

www.pathagar.com

مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لئے -

"সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া করো বন্দেগী নেই। তুমি নিজ গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য-ও ক্ষমা প্রার্থনা কর।"–তরজামায়ে কুরআন ঃ ৬৫৯

এভাবে শায়খ মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী (র) সাহেব কুরআনের বহু আয়াতে রাসূলের জন্য গুনাহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তারাই মূলত নবীগণকে বে-গোনাহ বিশ্বাস করেন না। তারা নিজেদের দোষ মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর নামে চালিয়ে দিতে চান। তাই তাদের মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় নিরপেক্ষ মুসলিমদের প্রভাবিত না হওয়া চাই। তারা ইসমতের ক্ষেত্রে সর্বদাই স্ববিরোধী আকীদা পোষণ করে আসছেন।

## হযরত শায়খ মাদানী সাহেবের মারাত্মক ফতোয়া–১

জমিয়ত নেতা হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব ও তাঁর সাগরেদগণ যেভাবে সত্য মিথ্যা যাচাই না করে ভুল ফতোয়া দিয়ে একটা সৎ ব্যক্তিকে অসৎ খারাপ ব্যক্তিতে পরিণত করতে পারেন এবং তার ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারেন বোধ হয় এ রকম পৃথিবীতে আর কেউ পারে না। যেমন দেখুন, আরব বিশ্বের মহান সংস্কারক শায়খুল ইসলাম ইমাম হাফেজ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ইবনে সুলাইমান তামীমী (র) সম্পর্কে শায়খ মাদানী কি বলছেন।

তিনি তাঁর সমালোচনা করে বলেন ঃ

الحاصل وہ ایك ظالم وباغی خونخوار فاسق شخص تھا اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصا اس کے اور اس کے اتباع سے دلی بغض تھا اور ہے اور اس قدر ہے کہ نہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ نصاری سے نہ مجوس نہ ہنود سے - الشہاب الناقب ص ٤٥

"মোটকথা সে (মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব) একজন জালেম-অত্যাচারী রাষ্ট্রদ্রোহী রক্তপিপাসু ও ফাসেক ব্যক্তি ছিল। এ কারণেই আরববাসীদের বিশেষ করে তার ও তার অনুসারীদের প্রতি অন্তর

www.pathagar.com

থেকে ঘৃণা ছিল এবং আছে। তাদের প্রতি এ পরিমাণ ঘৃণা যা ইয়াহুদী, খৃস্টান, হিন্দু ও অগ্নিপুজকদের প্রতিও নয়।"–শিহাবে ছাকিব ঃ ৪৫

**জবাব ও প্রতিবাদ**

শায়খুল ইসলাম হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (র) এর বিরুদ্ধে জমিয়ত নেতা শায়খ মাদানী সাহেবের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য ক্ষমার অযোগ্য। এ মন্তব্য সন্দেহাতীতভাবে অশ্লীল, অসত্য, কুৎসিৎ ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন। একজন শ্রেষ্ঠতম ইমামকে তিনি জালেম ও ফাসেক বলছেন। তারা তো এভাবেই মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ছিদ্রান্বেষণে, মিথ্যাচার, ভিত্তিহীন অভিযোগ ও ভুল ফতোয়া প্রদান করে মুসলিম জনসাধারণে বিভ্রান্তি, ফেৎনা ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করছেন। তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। এসব ফতোয়াবাজী থেকে বিরত থাকার জন্য আমি তাদেরকে সবিনয় অনুরোধ করছি। ভাবতে অবাক লাগছে যে, তিনি কী কারণে কী প্রয়োজনে এবং কাদেরকে খুশী করার জন্য তাঁর এক দীনী ভাইয়ের বিরুদ্ধে মারাত্মক অপপ্রচারে লিপ্ত হলেন ? এটা আমাদের বুঝে আসে না।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, যে ব্যক্তি সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে মাওলানা মওদূদীর উপর আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের জবাব দিয়ে থাকে তারা তাঁকে 'সাফাই উকীল' বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন। অথচ তাদের উচিত ছিল সত্য স্বীকার করা ও ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। কিন্তু তারা এর বিপরীত। যাক বিচার আল্লাহর হাতে রইলো।

হযরত শায়খ মাদানী (র) আরো বলেন ঃ

شان نبوت وحضرت رسالت علی صاحبها الصلاة والسلام میں وهابیة نهایت گستاخی کے کلمات استعمال کرتے هیں اور اپنے آپکو مماثل ذات سرور کائنات خیال کرتے هیں۔ الشهاب الثاقب ص ٥٠

"মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব ও তার দাওয়াত কর্মীরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর শানেও নেহায়েত অযৌক্তিক শব্দাবলী ব্যবহার করে এবং সে নিজেকে বিশ্বনবী (স)-এর সমকক্ষ মনে করে ....। (শিহাবে ছাকিব ঃ ৫০ নাউযুবিল্লাহ।)

শায়খ মাদানী সাহেবের এ কথাগুলো নির্লজ্জ অপবাদ, অসত্য, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ শায়খুল ইসলাম হাফেজ মুহাম্মদ

www.pathagar.com

ইবনে আবুদল ওয়াহ্হাব (র) রাসূলের শ্রেষ্ঠ জীবনী গ্রন্থ রচয়িতা। রাসূলের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল একজন ব্যক্তিত্বও বটে।

শায়খুল ইসলামের লেখা কিতাব যেমন–

১. মুখতাসারু সীরাতের রাসূল (স)
২. মুখতাসারু যাদিল মায়াদ
৩. মুখুতাসারু সহীহীল বুখারী
৪. নসীহাতুল মুসলিমীন বি আহাদীসি খাতামিল মুরসালিন
৫. উসুলুল ঈমান
৬. সালাসাতুল উসুল
৭. কাশফুশ্ শুবুহাত
৮. মাসাইলুল জাহেলিয়াহ
৯. কিতাবুত তাওহীদ
১০. আহকামু তামান্নিউল মাওত
১১. কিতাবুল কাবাইর
১২. ফাজাইলুল কুরআন
১৩. আদাবুল মাশয়ী ইলাস সালাত

এ সমস্ত কিতাব স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তিনি রাসূলের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রাসূলকে ভাল বাসতেন। তার কিতাবসমূহ আমাদের পড়ার সুযোগ হয়েছে এবং তা আমাদের নিকট মওজুদ রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। এসব কিতাবই রাসূলের প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও গভীর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের অকাট্য দলীল।

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী (র) রাসূল (স)-কে ভালবাসার ক্ষেত্রে বলেছেন ঃ

الثالثة : وجوب محبت ﷺ على النفس والاهل والمال-

"তৃতীয়ত ঃ জান, মাল ও পরিবার পরিজনের ওপর রাসূল (স) এর মুহাব্বত বা ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়া ওয়াজিব ও কর্তব্য।"

–কিতাবুত তাওহীদ

তাহলে এ লোক কিভাবে কখন রাসূলের শানে বেআদবী করলো ? আর নিজেকে রাসূলের সমকক্ষ মনে করলো ? আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○ ـ النساء : ١١٢

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি কোনো পাপ বা দোষ করে তারপর তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে তাহলে সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১২

হযরত শায়খ মাদানী আরো বলেন ঃ

صاحبوا محمد بن عبد الوهاب نجدى ابتداء تير هوى صدى نجد عرب سے ظاهر هوا اور چونكه خيالات باطله اوُر عقائد فاسده ركهتا تها اس لئے اس نے اهل السنت والجماعة سے قتل وقتال كيا ان كو بالجبر اپنے خيالات كى تكليف ديتا رها ان كے اموال كو غنيمت كا مال اور حلال سمجها كيا ان كے قتل كرنے كو باعث ثواب ورحمت شمار كرتا رها ـ الشهاب الثاقب ص ٤٤ـ٤٥

"সাথী বন্ধুগণ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী তের শতাব্দীর শুরুর দিকে আরবের 'নজদ' প্রদেশ থেকে আবির্ভূত হয়। এবং যেহেতু সে বাতিল চিন্তাধারা ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করত। যার দরুন সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়েছে। তাদেরকে অন্যায় কষ্ট দিয়েছে, তাদের সম্পদকে হালাল বরং গনীমতের মাল মনে করেছে এবং তাদের হত্যা করাকে সে সওয়াব ও রহমতের কাজ গণ্য করেছে .....।"–শিহাবে ছাকিব ঃ ৪৪-৪৫

## জবাব ও প্রতিবাদ

নাউজুবিল্লাহ !

জমিয়ত নেতা হযরত শায়খ হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মুসলিম সমাজ সংস্কারক মর্দে মুজাহিদ শায়খুল ইসলাম হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (র) সম্পর্কে যে সংবাদ পরিবেশন করলেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, অসত্য ও ভিত্তিহীন। কারণ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (র) ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের একজন বিশিষ্ট আলেম। তাঁর আকীদা-বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ সম্মত ও বিশুদ্ধ। ইতিহাস ও তার রচিত কিতাবসমূহ এর উজ্জ্বল প্রমাণ।

www.pathagar.com

মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান বলেনঃ "মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী অষ্টাদশ শতকের একজন বিশিষ্ট সংস্কারক ছিলেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।"–সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ২/১৭০

## হযরত শায়খ মাদানী সাহেবের মারাত্মক ফতোয়া-২

হযরত শায়খ হোসাইন আহমদ মাদানী (র) বলেন ঃ

خلاصة یه که مودودی صاحب کا یه دستوری نمبر ٦، اور اس کا عقیده نهایت غلط اور مخالف قران وحدیث اور مخالف عقائد اهل السنة والجماعت اسلاف کرام هے جس سے دین اسلام کو انتهائی ضرر ار نقصان عارض هوتا هے لوگوں کو اس سے احتراز ضرور هے - مودودی دستور ص ٧١-٧٢

"মোদ্দাকথা এই যে, মওদূদী সাহেবের গঠণতন্ত্রের ৬নং ধারাটি এবং এর আকীদা নিতান্তই ভুল এবং কুরআন-হাদীস বিরোধী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা সলফে সালেহীনের আকীদা পরিপন্থি। যদ্বারা দীন ইসলামের চূড়ান্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ থেকে লোকদের নিরাপদ দূরে থাকা আবশ্যক।"–মওদূদী দস্তুর ঃ ৭১-৭২

### জবাব ও প্রতিবাদ

সত্য কথা হলো এই যে, জনাব হযরত মাদানী সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্যটি আগাগোড়া মিথ্যা, অসত্য, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর।

কারণ, জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ৬ নং ধারার মধ্যে যেসব মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের কথা উল্লেখিত হয়েছে তাই সর্বাপেক্ষা সঠিক ও নির্ভুল। এ আকীদাই কুরআন হাদীস সম্মত এবং এটিই আহলে সুন্নাতের স্থীর আকীদা-বিশ্বাস। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ আকীদার বিপরীত আকীদা-বিশ্বাসই হচ্ছে ভুল-ভুল-ভুল।

তারা মূলত সাহাবায়ে কেরাম (রা) কে সত্যের মাপকাঠি বলে তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। এটা অ-নবীকে

www.pathagar.com

নবী বানানোর শামিল। মাওলানা মওদূদী (র)-এর কঠোর সমালোচনা করে শায়খ ইউসুফ বিন্নোরী (র) লিখেছেন ঃ

فاذا لم يكن اصحاب رسول الله ﷺ معيار للحق وميزانا لادين فمن الناس بعدهم ؟ الاستاذ المودودى ص ٤٥

"রাসূলুল্লাহ (স) এর সাহাবীগণ যদি দীন ইসলামের মাপকাঠি ও সত্যের মানদণ্ড না হন তাহলে তাঁদের পর আর কোন লোকগুলো দীনের ও সত্যের মাপকাঠি হবে ?"–আল উস্তাজুল মাওদূদী পৃঃ ৪৫

নাউযুবিল্লাহ! কিভাবে তিনি উম্মতের একটি শ্রেণীকে–খোদ যারা দীনের অনুসারী তাদেরকে দীনের মাপকাঠি বলতে পারলেন ? তা অ-নবীকে নবী বানানোর শামিল নয় কি ? দীনের ও শরীআতের মানদণ্ড রাসূল ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। আমি নিজে এ ভ্রান্ত আকীদার জবাব না দিয়ে আরেক সমালোচকের স্বীকারোক্তি এখানে পেশ করছি। জামেয়া কাসিমুল উলুম দরগাহে শাহ জালাল (র) সিলেট-এর শিক্ষক জনাব আবুল কালাম জাকারিয়া লিখেছেন ঃ আসল কথা হচ্ছে এই যে, সাহাবায়ে কেরাম কে আমরা মিয়ারে হক বলেছি। মিয়ারে শরীআত বলিনি। অর্থাৎ নবীগণ মিয়ারে হক তো বটেই সাথে সাথে তাঁদের সকল কথা ও কাজ শরীআত বলেও গন্য। তাঁদের কথা ও কাজের মাধ্যমে বন্‌বে শরীআত। সাহাবীদের কথাও কাজে শরীআত বন্‌বে না। তাঁরা হলেন শরীআতের পূর্ণ অনুসারী।"–সত্যে'র আলো এর মুখোশ উন্মোচন ২/৫৯

এ হলো জামায়াতের সমালোচক আলেমদের পরস্পর বিরোধী আকীদা বিশ্বাস। তারা একবার লিখেন সাহাবায়ে কেরাম দীনের মাপকাঠি। আরেকবার লিখেন তারা শরীআতের মাপকাঠি হতে পারে না। নাউযুবিল্লাহ! তাহলে দীন ও শরীআত কি দুই ভিন্ন জিনিস ? ইসলামী শরীআতের উৎস তো ওহী ছাড়া কিছুই নয়। তাহলে কিভাবে তাঁদেরকে দীনের ও সত্যের মাপকাঠি বলা হয় ? এটা আমাদের বুঝে আসে না।

তারা শায়খুল ইসলাম হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র)-এর সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে, ফতোয়াবাজী করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলেন এবার জামায়াতে ইসলামীকে তারা টার্গেট বানিয়েছেন। তাদের মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় কারো কান দেয়া মোটেই ঠিক হবে না। তাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তাওহীদী জনতাকে

www.pathagar.com

সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহই আমাদের সহায় ও একমাত্র অভিভাবক ও কার্যসম্পাদক।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজও তাঁর মুরীদগণ জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করে যাচ্ছেন এক নাগাড়ে। কারণ, তিনিই তাদেরকে উস্কানী দিয়ে বলে গেছেন যে,

اور کیا وہ جماعت جس کا یہ عقیدہ ہو اس کی تضلیل سے ایک دم کے لئے بھی سکوت جائز ہو سکتا ہے ؟ مودودی دستور ص ۳۲

"যে দলের এ আকীদা তাদেরকে পথভ্রষ্ট গোমরাহ বলার ক্ষেত্রে এক নিঃশ্বাসের জন্যও কি নীরব থাকা জায়েজ হবে ? (অর্থাৎ জায়েজ হবে না।"–মওদূদী দস্তুর ঃ ৩২

নাউযুবিল্লাহ মিন জালিক ! তার এ বিষমন্ত্র পাঠ করেই তাঁর অনুসারীগণ জামায়াত বিরোধীতার দীর্ঘ মেয়াদী প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন। এবং স্থানে স্থানে ফতোয়াবাজী করে যাচ্ছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তারা এ যাবৎ কাল পর্যন্ত প্রায় অর্ধশত বই লিখেছেন মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে যার মধ্যে ভদ্রতা ও শালীনতার লেশ মাত্র নেই। শুধু হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। ইনশাআল্লাহ "এ দিন দিন নয় আরো দিন আছে। মিথ্যাচারের বিচার হবে আল্লাহ তাআলার কাছে।"

এক শ্রেণীর আলেমরা সর্ব যুগেই সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা চালিয়েছেন। রাসূলগণ এর ব্যতিক্রম ছিলেন না বরং তারা বাধ্য হয়ে বলতেন ঃ

رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنَ ○ ـ المؤمنون : ٢٦

"হে আমার রব ! আমাকে সাহায্য করুন। কেননা, তারা আমাকে মিথ্যা বলছে।"–সূরা মুমিনুন ঃ ২৬

কুরআন-হাদীস ও মানবেতিহাস এর উজ্জ্বল সাক্ষী।

শায়খ মাদানী সাহেব বলেন ঃ

مودوی صاحب یہ بھی نہیں فرماتے کہ ان لغزشوں کے بعد اس کی اصلاح کردی جاتی ہے ۔ مودودی دستور ص ٦٩

"মওদূদী সাহেব এটা-ও বলেন না যে, এ পদস্খলনের পর তার সংশোধন করে দেয়া হয়।"–মওদূদী দস্তুর ঃ ৬৯

www.pathagar.com

**জবাব ও প্রতিবাদ**

শায়খ মাদানী সাহেবের এ উক্তিটি তাহা মিথ্যা ও নির্লজ্জ অপবাদ বৈ কিছু নয়। কারণ, ইসমতে আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় মাওলানা মওদূদী (র) স্পষ্ট বলেছেন ঃ

اگر ناد استه اس سے کوئی لغزش سرزد هو جاتی هے تو الله تعالی نے فورا وحی جلی کے ذریعه سے اس کی اصلاح فرما دیتا هے کیونکه اس کی لغزش تنا ایك شخص کی لغزش نهیں هے ایك پوری امت کی لغزش هے ۔

"এরপরও তাঁর যদি কখনো কোনো পদস্খলন হয়েও যায় তাহলে সাথে সাথেই আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে তাঁর সংশোধন করে দেন। কারণ তাঁর পদস্খলন শুধুমাত্রই এক ব্যক্তির পদস্খলন নয় বরং পূর্ণ একটি উম্মতের পদস্খলন।"-সীরাতে সরোয়ারে আলম ঃ ১/৭৭

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন জমিয়তের আলেমরা অসত্য কথা বলার ক্ষেত্রে কী অসাধারণ যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাদের মিথ্যা বলার বেশাতী দেখে শরীরের লোম শিহরিয়ে উঠে। আপনারা তাদের মিথ্যাচারে প্রভাবিত হবেন না। কেননা মাওলানা মওদূদী (র)-এর ব্যাপারে তাদের মিথ্যা প্রচারণা এই প্রথম নয়। বরং তারা এর বহু পূর্বে শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আবুদল ওয়াহ্হাব (র)-এর জীবনেতিহাসকে বিকৃত করে দিয়েছেন। এটাই তাদের স্বভাব।

## প্রশংসাজ্ঞাপক দলিল দ্বারা কি সত্যের মাপকাঠি প্রমাণিত হয় ?

নবী করীম (স) যে সৌভাগ্যবান লোকদের প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন এবং সোনার মানুষ হিসাবে গড়েছিলেন তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা), তারা ছিলেন নিজেদের ঈমান ও আমলে নিষ্ঠাবান এবং আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে আত্মোৎসর্গকারী, দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বোচ্চ কুরবানী দাতা। আল্লাহর রাসূল (স) তাই বলেছেন, "আমার সাহাবীরা উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ।" তাঁরা হলেন রাসূল (স)-এর উম্মতের প্রথম শ্রেণী। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাঁরা রাসূল (স)-এর অনুসরণ করেই এ সকল মর্যাদা, বুজুর্গী, শ্রেষ্ঠত্ব তথা আল্লাহর

www.pathagar.com

নৈকট্য সন্তুষ্টি ও মাগফেরাত লাভ করেছিলেন। কেননা, আল্লাহর ভালোবাসা সন্তুষ্টি ও মাগফেরাত লাভের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণ করা। কুরআন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ـ ال عمران : ٣١

"হে রাসূল বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ করে চল। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুণাসমূহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, দয়াশীল।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১

যেহেতু তিনি বিশ্বনবী এবং তাঁর জিন্দেগীই হচ্ছে স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, সেহেতু সকলকে তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। রাসূলের অনুসরণই হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ভালোবাসা এবং মাগফেরাত লাভের একমাত্র পথ। উপরোক্ত আয়াতই তার অকাট্য প্রমাণ। সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাঁর উম্মত হওয়া হিসেবে তাঁর অনুসরণ করেছেন। আমরাও তাঁর উম্মত। এবং তাঁর উম্মত হওয়া হিসেবে আমাদেরকেও কেবল তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। কারণ, তিনি সকল মানুষের নবী ও রাসূল। সকল মানুষের একই কালিমা।

لا اله الا الله محمد رسول الله

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

এ পবিত্র কালিমাটি যেমন একজন সাহাবীকে পাঠ করতে হয়েছে, আমাদেরকেও তা-ই পাঠ করতে হবে। যেহেতু তিনি আমাদেরও রাসূল। কুরআন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

"বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ প্রেরিত রাসূল।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৮

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

"আমি যে রাসূলই প্রেরণ করি, এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করি যে, আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য করা হবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৪

www.pathagar.com

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার সাথে বলতে হয় যে, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও খিলাফত মজলিসের লোকেরা সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর মর্যাদা ও প্রশংসাজ্ঞাপক দলিলের দ্বরা অনুসরণের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। তারা সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে মিয়ারে হক তথা দীনের মানদণ্ড এবং তাদেরকে নিঃশর্ত অনুসরণযোগ্য বলে প্রমাণ করার দুঃসাহস দেখাচ্ছেন। তাদের ভ্রান্তির অপনোদন কল্পে সর্বজন স্বীকৃত মুসলিম দার্শনিক সুফী হযরত ইমাম গাজালী (র)-এর অকাট্য ও যুক্তিপূর্ণ তত্বসমূহ সম্মানিত পাঠক মহলের সামনে তুলে ধরছি। ইমাম গাজালী (র) বলেন, "অনেকের কাছে সাহাবাদের মাজহাব স্বাভাবিকভাবে দলিলের সূত্র। আর অনেকের মতে কিয়াস বহির্ভূত মাসআলায় তা দলিল হিসেবে গণ্য এবং অনেকের কাছে আবু বকর (রা) ও ওমর (রা)-এর কথা দলিল হিসেবে গৃহীত।" অতপর তিনি বলেন ঃ

والكل باطل عندنا فان من يجوز عليه الغلط والسهو ولم يثبت عصمته فلا حجة فى قوله فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطاء ؟

"আমাদের কাছে এসব কথা বাতিল বলে গণ্য। কারণ যে ব্যক্তির ভুল হবার সম্ভাবনা আছে এবং যার নিষ্পাপ ও নির্ভুল হবার কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই, তার কথা দলিলরূপে গৃহীত হতে পারে না। কাজেই সাহাবীদের বক্তিগত কথা কিরূপে দলিল হতে পারে, অথচ তাদের ভুলের সম্ভাবনা আছে ?"

ইমাম গাজালী (র) আরো বলেন ঃ

وهو الصحيح المختار عندنا اذ كل ما دل على تحريم تقليد العالم للعالم لايفرق فيه بين الصحابى وغيره -

"এটাই আমাদের কাছে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য কথা। যেহেতু একজন আলেমের জন্য অপর আলেমের তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করা অবৈধ ও হারাম প্রমাণিত হলো, সেহেতু সাহাবী ও অ-সাহাবীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবে না।"

মুবারকবাদ ইমাম গাজালীকে যে, তিনি অত্যন্ত চমৎকার ও সুন্দর কথা বলেছেন। তার একথাটি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল।

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরাম যেমন মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত আমরাও তেমনি মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত। এখানে সাহাবী অ-সাহাবীর মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু মর্যাদায়। তাই আমাদের সকলকে একমাত্র মুহাম্মদ (স)-এরই অনুসরণ করতে হবে।

এজন্য, ইমাম গাজালী এদেরকেও ছাড়েননি যারা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা ও মর্যাদা সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা তাদের অনুসরণ করা জায়েয ও কর্তব্য বলে দলিল পেশ করে থাকেন বা সাহাবীদেরকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করে তাদের নিঃশর্ত অনুসরণের নতুন আকীদা আবিষ্কার করেন। তাদের সেসব দলিলের জবাবে ইমাম গাজালী বলেন ঃ

قلنا هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد في عملهم ودينهم ومحلهم عند الله تعالى ولا يوجب تقليدهم لا جوازا ولا وجوبا ـ

"আমরা সাহাবীদের মর্যাদা ও প্রশংসা সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস সমূহকে তাঁদের প্রশংসাজ্ঞাপক দলিল হিসেবে মনে করি। সেগুলো দ্বারা তাঁদের আমল দীনদারী এবং আল্লাহর কাছে তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা কর্তব্য বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এসবের মাধ্যমে তাঁদের অন্ধানুসরণ করা জায়েয বা কর্তব্য প্রমাণিত হয় না।"

ইমাম গাজালী জবাবের শেষাংশে বলেন ঃ

كل ذالك ثناء لايوجب الا قتداء اصلا ـ المستصفى للغزالى ١/١٣٥

"এসব প্রশংসা ও মর্যাদাজ্ঞাপক দলিলের দ্বারা অনুসরণ করা কর্তব্য বা ওয়াজিব এটা মোটেই প্রমাণিত হয় না।"

কাজেই মর্যাদা ও প্রশংসাজ্ঞাপক দলিলের দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করা বা তাঁদের অনুসরণ করা জরুরী প্রমাণ করা মোটেই ঠিক নয়। তাই আল্লামা আবু আবদুল্লাহ নদভী (র) বলেছেন ঃ

رهے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل ومناقب تویہ معیار حق کے لئے یا ان کی تقلید کے وجوب کے لئے ہر گز کوئی دلیل نہیں بلکہ اس کی اصل حیثیت وہ ہے جسے امام غزالی علیہ الرحمۃ نے بیان کیا ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت مدنی کے مقابلہ میں امام غزالی کا کیا مقام ہے ؟ وہ فرماتے ہیں :

هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقد فى عملهم ودينهم ومحلهم عند الله ولا يوجب تقليدهم لاجواز ولا وجوبا ـ معيار حق كيا اور كون ص ٤٢

"থাকলো সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও তাদের সুন্দর গুণাবলীর কথা। এগুলো তো সত্যের মাপকাঠি হওয়ার জন্যে কিংবা তাদের তাকলীদ (নির্বিচারে অনুসরণ) ওয়াজিব হওয়ার জন্য কিছুতেই কোনো দলিল নয়। বরং এর প্রকৃত অবস্থা তো সেটাই যা ইমাম গাজালী (র) বর্ণনা করেছেন। আর জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই তো জানেন যে, জনাব হোসাইন আহমদ মাদানীর মোকাবেলায় হযরত ইমাম গাজালীর মর্যাদা কি ? তিনি বলছেন, "এগুলো হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও প্রশংসাজ্ঞাপক দলিল। এগুলোর দ্বারা তাঁদের আমল দীনদারী এবং আল্লাহর কাছে তাদের বিশেষ মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে সু-ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ করা কর্তব্য ও জরুরী বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এসবের মাধ্যমে তাঁদের নির্বিচারের অনুসরণ করা জায়েয বা কর্তব্য প্রমাণিত হয় না।"–'মিয়ারে হক' কিয়া আওর কউন পৃঃ ৪২

শায়খ হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব "মওদূদী দস্তুর" নামে একটি বই লিখেছেন। তিনি এ বইতে সাহাবীগণের প্রশংসাজ্ঞাপক দলিল উপস্থাপন করে তাঁদেরকে সত্যের মাপকাঠি ও তাঁদের নির্বিচারে অনুসরণ করা কর্তব্য প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। অথচ এসব দলিল দ্বারা সাহাবীগণের সত্যের মাপকাঠি হওয়া মোটেই প্রমাণিত হয় না। বরং তাদের তাকওয়া, দীনদারী বুজুর্গী ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে সুবিশ্বাস লাভ হয়। তবে সুখের বিষয় হলো এই যে, আল্লামা আমের উসমানী দেওবন্দী (র) "হাকীকত" নামে একটি কিতাব লিখে শায়খ মাদানীর ভুল ব্যাখ্যার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। কেননা, শায়খ মাদানী বর্ণিত দলিল দ্বারা সাহাবীগণের সত্যের মাপকাঠি হওয়া মোটেই প্রমাণিত হয় না। এজন্য শায়খ মাদানীর বক্তব্য খণ্ডন করে আল্লামা আবু আবদিল্লাহ নদভী (র) বলেছেন।

خوب سمجه ليجئے صحابه كرام رضى الله عنهم اجمعين كے مقام بلند اور ان كى فضيلت ومنقبت سے كسى مومن ومسلم كو انكار كى مجال نهيں، يه تو همارا ايمان وعقيده هے ليكن معيار حق قرار

www.pathagar.com

دینا ایك اور ھی بات ھے یہ صرف وھی ھو سکتا ھے جس کی صفت : "وما ینطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی" : "اور جس کے لئے فانه یسلك من بین یدیه ومن خلفه رصدا" فرمایا گیا ھو۔ معیار حق کیا اور کون ص ٤٢

"ভালো করে বুঝে নিন যে, কোনো মুসলিম ও মু'মিনের পক্ষেই সাহাবায়ে কেরামের উচ্চমর্যাদা এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ব অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এটাইতো আমাদের আকীদা বিশ্বাস। কিন্তু "সত্যের মাপকাঠি" রূপে তাদেরকে সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এটি তো শুধু তিনিই হতে পারেন যার সম্পর্কে বলা হয়েছে। "তিনি প্রবৃত্তি থেকে কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা ওহী ছাড়া কিছু নয়।" এবং যার জন্য বলা হয়েছে ঃ "কেননা তিনি তাঁর (রাসূলের) অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।"

–'মিয়ারে হক' কিয়া আওর কউন পৃঃ ৪২

রাসূল (স) বলেছেন ঃ

ما خرج منی الا حق ۔ رواه احمد والدارمی ۔

"আমার পক্ষ থেকে সত্য ছাড়া অন্য কিছু নির্গত হয় না।"

–আহমদ, দারেমী

তিনি আরো বলেন ঃ

انی لا اقول الا حقا ۔ رواه احمد

"আমি কেবল সত্য বলে থাকি।"–আহমদ

সুতরাং রাসূলই মিয়ারে হক। প্রশংসাজ্ঞাপক দলিল ছাড়া সাহাবীদেরকে মিয়ারে হক প্রমাণ করা অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন।

## সত্যের মাপকাঠি প্রমাণে কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা ও তার জবাব

জামায়াত বিরোধী আলেমগণ দেওবন্দী ও কওমী হুজুরগণ সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণকে সত্যের মানদণ্ড প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

নির্লজ্জভাবে কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। তারা কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে এর মর্মকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করে দিচ্ছেন। নমুনা স্বরূপ তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা ও তার জবাব সম্মানিত পাঠকগণের কাছে তুলে ধরা হলো।

## ১ اصحابى كالنجوم হাদীসের জবাব

জমিয়তের আলেমগণ বলেন, (সত্যের আলো এর মুখোশ উন্মোচন বই-এর ১২নং হাদীস) হুজুর (স) এরশাদ করেছেন ঃ

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم-

"আমার সাহাবীগণ আকাশের তারকা তুল্য। তোমরা তাদের যে কোনো জনের অনুকরণ করবে হেদায়াত পাবে।"

এ হাদীসটি সাহাবায়ে কেরামের 'মিয়ারে হক' হওয়ার ক্ষেত্রে এত পরিষ্কার যে, তা খুলে বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম মিয়ারে হক না হলে তাদের অনুকরণে হেদায়াত পাওয়ার যুক্তি নেই। –সত্যের আলো এর মুখোশ উন্মোচন ঃ ২/২৯

**সমালোচনা**

যারা সাহাবাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বানাবার চেষ্টা করেন তারা সাধারণত উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

**তার জবাব হলো এই যে,**

* এ হাদীসটিকে হাদীস বিশারদগণ জ্বাল, বাজে ও মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেখুন ঃ সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দয়ীফা ওয়ালা মাওদুয়া ১ম খণ্ড হাদীস নং ৫৬ পৃঃ ৭৮-৭৯।

* এ জাতীয় দুর্বল, মিথ্যা ও জ্বাল হাদীসকে রাসূল (স)-এর নামে প্রচার করা হারাম ও অমার্জনীয় অপরাধ। কেননা ইসলামের নবী (স) মিথ্যা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار-

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে তার স্থান জাহান্নাম।"–বুখারী ও মুসলিম

* এ হাদীসটি আল কুরআনের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। কেননা আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্যকেই বিশ্ব মানবের হিদায়াত লাভের উপায় হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ ..... وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ الاعراف : ١٥٨

"হে মানুষ ..... তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো যাতে করে তোমরা হেদায়াত লাভ করতে পার।।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৮

তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ

ان تطيعوه تهتدوا ـ

"যদি তোমরা তার আনুগত্য স্বীকার কর তাহলে হেদায়াত লাভ করবে।"

এসব অকাট্য আয়াতের মোকাবিলায় এ হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

"যেসব মুমিন তোমার অনুসরণ করে তাদের প্রতি সদয় হও। আর যদি তারা তোমাকে না মেনে চলে তাহলে বলে দাওঃ তোমাদের আমলের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"–সূরা শুয়ারা ঃ ২১৫

* এ হাদীসটি প্রচার করার মানেই হলো ঈমান-আকীদা বিকৃতির ষড়যন্ত্র। কেননা ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে যে, রাসূল (স)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল আল্লাহর ভালবাসা ও ক্ষমা লাভ করা সম্ভব। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"বল, হে রাসূল ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার পূর্ণ অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের

www.pathagar.com

গোনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১

সুতরাং যে লোক আল্লাহর ক্ষমা ও ভালবাসা চায় তাকে অবশ্যই মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করতে হবে। এটা এ আয়াতের সুস্পষ্ট বক্তব্য।

অতএব যখন কোনো লোক সাহাবী কিংবা অন্য কারোর অনুকরণের দিকে আহবান জানাবে তখন একথা বুঝতে হবে যে, সে আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর ভালবাসা ও মাগফেরাত লাভ করার উপায় ও পন্থা গ্রহণ করা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করছে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন ঃ

وكنا ضلالا فهدانا الله به فبه نقتدى ـ

"আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়াত করেছেন। কাজেই আমরা কেবল তাঁরই অনুসরণ করি।"–আহমদ ৫/১৯০ হাদীস নং ৫৬৯৮

ইসলামী আকীদার কিতাবে লিখেছেন ঃ

فهما توحيد ان لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول ـ شرح العقيدة الطحاوية ١٧٩ـ١٨٠

تهذيب مدارج السالكين : ٤٥١

"তাওহীদ তো দুটোই। এ দুটি ছাড়া কোনো বান্দার পক্ষে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি নেই। (১) এককভাবে প্রেরণকারী আল্লাহর ইবাদাত করা। (২) এককভাবে রাসূলের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করা।" –শরহে আকীদা তাহাবিয়া ঃ ১৭৯-১৮০, তাহজীবু মাদারিজিস সালেকীন ঃ ৪৫১।

* এ হাদীসটির বর্ণনা যে অত্যন্ত দুর্বল এতে কোনো হাদীস বিশারদের দ্বিমত নেই। একে অধিকাংশ মুহাদ্দিস তো জ্বাল ও মিথ্যা বলেছেন। তাই এরকম দুর্বল অথবা মিথ্যা হাদীস দ্বারা কোনো শরয়ী মাসআলার ব্যাপারে দলিল দেয়ার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। সাহাবায়ে কেরাম মিয়ারে হক কি-না এ আকীদা প্রমাণ করার জন্য যেহেতু জমিয়তে উলামার লোকেরা এরকম জ্বাল হাদীসকে দলিল স্বরূপ এনে থাকেন এবং এরকম হাদীসই যেহেতু তাদেরকে আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনার উৎস

www.pathagar.com

তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাদের আকীদা-বিশ্বাসে বিভ্রান্তি থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ ভীত মযবুত না হলে ঘর মযবুত হয় না। নড়বড়ে ভিত্তিহীন কথাই তাদের ঈমানের উৎস। আল্লামা তাফতাজানী (র) বলেনঃ

ان خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في اصول الفقه لا يفيد الا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات۔

"খবরে ওয়াহিদ নামক হাদীস দলিল রূপে গণ্য হওয়ার জন্য হানাফী মাযহাবের ইমামগণ তাদের উসুলে ফেকাহর মধ্যে যে এগারটি শর্তারোপ করেছেন, সে শর্তগুলোর সব শর্ত একত্রে কোনো খবরে ওয়াহিদের মধ্যে পাওয়া গেলেও সেটি দ্বারা ইলমে ইয়াকীন হাসিল হয় না। শুধু ধারণা (ظن) হাসিল হয়। আর ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়।"–শরহে আকাইদে নাসাফী

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন ঃ

الا حاديث اذا كانت في مسائل عملية يكفي في الاخذ بها بعد صحتها افادتها الظن اما اذا كانت في العقائد فلا يكفي فيها الا ما يفيد القطع۔ فتح الباري ٨/٤٣١

"যদি হাদীস আমল সংক্রান্ত মাসআলার ক্ষেত্রে হয় সেগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এতটুকু বিশুদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট যা ধারণা বা (ظن)-এর উপকার দেয় আর যদি আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত হয় তাহলে এতটুকু যথেষ্ট নয় বরং সে ক্ষেত্রে অকাট্যতার উপকার দিতে হবে।"–ফতহুল বারী ৮/৪৩১

শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন ঃ

خبر الواحد وان كان بلا معارض ظني لايتمسك في اصول العقائد۔

التحفة الاثنا عشرية ص ١٠١ الطبع الثاني

"খবরে ওয়াহিদ নামক হাদীসের বিপরীতে যদিও কোনো সহীহ হাদীস না থাকে তবুও আকীদা তথা মৌলিক বিষয়ে দলিল রূপে গ্রহণ করা যাবে না।।"–তুহফা ইসনা আশারিয়া ঃ ১০১, ২য় সংস্করণ

www.pathagar.com

এটা আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত নীতি। তারা দুর্বল হাদীস দ্বারা আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণ করেন না। কিন্তু আমাদের জমিয়ত নেতৃবৃন্দ সর্বদাই 'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি এর আকীদা প্রমাণ করার জন্য মিথ্যা হাদীস অথবা অত্যন্ত দুর্বল হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। বিরোধিতার উদ্দেশ্যে নেহায়াত দুর্বল হাদীস হলেও তারা একে এনে কোনো মুহাদ্দিস হাসান বা হাসান লিগাইরিহি বলেছেন তারও অনেক ইল্‌মী তাহকীক পেশ করেন ! এটা কি তাদের ইল্‌মী যোগ্যতা তাকওয়া ও বুজুর্গীর নিদর্শন ? না কি ভণ্ডামী ?

যারা এ মিথ্যা হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন এবং বলেন সাহাবীরা সত্যের মাপকাঠি, তারা সকলে অনুসরণীয় ; তাদের অনুসরণে হেদায়াত নিহিত, তারাই কার্যত এ হাদীসের অস্বীকারকারী।

শুধু দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করেই তারা এ হাদীসকে দলিল স্বরূপ পেশ করেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (র) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

كيف استجزتم ترك تقليد النجوم التى يهتدى بها وقلدتم من دونهم بمراتب كثيرة فكان تقليد مالك والشافعى وابى حنيفة واحمد اثر عندكم من تقليد ابى بكر وعمر وعثمان وعلى فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحا ـ اعلام الموقعين، ايقاظ الهمم ص ٢٠٣

"আসলে তোমাদের কথা ও কাজে কোনো মিল নেই। তোমরা কিভাবে ঐসব তারকাদের অনুসরণ ছেড়ে দেয়াকে জায়েয মনে করলে যাদের দ্বারা হেদায়াত লাভ করা যায় ? আর ঐসব লোকদের বাধ্যতামূলক অনুসরণে লিপ্ত হয়ে গেলে যারা ঐ সকল তারকাদের তুলনায় অনেক অনেক নীচের লোক ? তোমাদের নিকট আবু বকর, ওমর, উসমান ও আলী (রা)-এর অনুসরণ অপেক্ষা ইমাম মালেক, শাফেয়ী আবু হানীফা ও আহমদ (রা)-এর অনুসরণ হচ্ছে দলিল সম্মত। হাদীসটি (মিথ্যা হলেও) যা প্রমাণ করে সরাসরি তোমরাই তার বিরুদ্ধাচরণ করছ। (কার্যত ঃ তার অস্বীকারকারী তোমরাই)।"

হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (র)-এর কথাটি এতই বাস্তব যে, কোনো মুকাল্লিদ তার জবাব দিতে পারবে না।

www.pathagar.com

তারা আসলে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা বিকৃত করার জন্যই এ সমস্ত মিথ্যা হাদীসকে দলিল স্বরূপ উল্লেখ করে থাকেন। 'হক' শব্দের অর্থই হচ্ছে সন্দেহাতীত সত্য। তাহলে মিথ্যা হাদীস দ্বারা এ নিশ্চিত সত্যের মাপকাঠি প্রমাণিত হয় কিভাবে ? এটা আমাদের বুঝে আসে না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ও আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন।

## ২ اختلاف اصحابى হাদীসের জবাব

জামায়াত বিরোধী আলেমগণ বলেন, হযরত ওমর (রা) বলেন যে, আমি শুনেছি যে রাসূল (স) এরশাদ করেছেন ঃ

سألت ربى عن اختلاف اصحابى من بعدى فاوحى الى يا محمد ان اصحابك عندى بمنزلة النجوم فى السماء بعضها اقوى من بعض ولكل نور فمن اخذ بشئ مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى -

"আল্লাহর দরবারে আমার পরে আমার সাহাবীদের এখতেলাফ ও মতপার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানালেন, হে মুহাম্মাদ! (আপনি বিচলিত হবেন না কেননা) আপনার সাহাবীগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্র তুল্য। একজন অপরজন থেকে তেজ ও দীপ্তিময় এবং প্রত্যেক জ্যোর্তিময়। অতএব যে ব্যক্তি সাহাবীদের অভিমত সমূহের যে কোনোটি গ্রহণ করবে সে আমার মতে হেদায়াতের উপর গণ্য হবে।–মেশকাত শরীফ

এ হাদীসও স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সাহাবীদের প্রত্যেকেই অনুসরণীয় এবং যে কোনো সাহাবীর অনুসরণের মধ্যে আছে হেদায়াত নিহিত। যদি কোনো বিষয়ে দুই সাহাবীর দ্বিমত পাওয়া যায় তাহলে যে কোনো সাহাবীর অনুসরণ করলেই হেদায়াত, মুক্তি বা নাযাত পাওয়া যাবে। তবে অন্য সাহাবীর কথা ভুল বা গোমরাহী বলা যাবে না।"–সত্যের মাপকাঠি ও সাহাবায়ে কেরাম ঃ ১৬।

### সমালোচনা

এ হাদীসটিকে হাদীস বিশারদগণ জ্বাল, মনগড়া, বাজে ও মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং এর বর্ণনাটি যে সম্পূর্ণ মনগড়া এতেও কোনো

www.pathagar.com

হাদীস বিশারদের দ্বিমত নেই। দেখুন–"সিলসিলাতুল আহাদীসেদ দয়ীফা ওয়াল মওদূয়া" আলবানী, হাদীস নং ৫৯, ১ম খণ্ড পৃঃ ৮০-৮২

এ রকম মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস দ্বারা কোনো শরয়ী মাসআলার ব্যাপারে দলিল দেয়া সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েয। আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দলিল দেয়ার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী লোকেরা এরকম মনগড়া, মিথ্যা হাদীস দ্বারা আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণ করতে আল্লাহকে ভয় পান। জমিয়তে উলামার লোকেরা যখন এরকম মিথ্যা মনগড়া হাদীস দ্বারা আকীদা-বিশ্বাস প্রমাণ করতে অভ্যস্ত তখন তাদের আকীদা-বিশ্বাসে, চিন্তা-চেতনায় গোমরাহী থাকাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ তাদের জ্ঞানের উৎসের মধ্যেই রয়েছে ভুল।

এ রকম মিথ্যা ও জ্বাল হাদীস বর্ণনা করা থেকে আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতে বিশ্বাসী মুসলমানদের বিরত থাকা ফরজ। কেননা মিথ্যা হাদীস সম্পর্কে ইসলামের নবী (স) বলেছেন ঃ

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار۔

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।"–বুখারী ও মুসলিম

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, জমিয়তে উলামার লোকেরা রাসূলে কারীম (স)-এর নামে এরকম বহু মিথ্যা কথা এক নাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ج وَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝

"মিথ্যা কেবল তারাই রচনা করে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে না। এবং তারাই মিথ্যাবাদী।"–সূরা আন নাহল ঃ ১০৫

আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ শরীয়াতের অনুসরণ এবং বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (স)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা থেকে মুসলমানদেরকে সরিয়ে নেয়ার জন্য। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যেসব মিথ্যা হাদীস রচনা করা হয়েছে উপরোক্ত হাদীস তার মধ্যে একটি। এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই। কেননা যে লোক নিজেকে আল্লাহর বান্দা ও মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত বলে স্বীকার করে তার ওপর কেবল মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করাই ফরজ ও অত্যাবশ্যক।

www.pathagar.com

তাছাড়া রাসূল (স) মতভেদ, ইখতেলাফ ও মতবিরোধ করাকে কখনো পসন্দ করতেন না। সাহাবীগণ সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ - هود : ١١٩

"তোমার রব যাদের দয়া করেন তারা ছাড়া ওরা সর্বদা মতভেদ করতে থাকবে।"–সূরা হূদ ঃ ১১৯

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইখতেলাফ, মতপার্থক্য, মতানৈক্য নিন্দনীয় ও অবৈধ।

রাসূল (স) এরশাদ করেছেন ঃ

انما أهلك من كان قبلك الاختلاف -

"ইখতেলাফই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছিল।"
–মুসনাদে আহমদ ৪/১০৬ হাদীস নং-৩৯৮১

অনুসরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ -

"আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাকে এজন্য প্রেরণ করেছি যে আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য করা হবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৪

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করার মানেই হলো তাঁর পূর্ণাঙ্গ অণুসরণ করা। অন্যথায় তাকে অস্বীকার করা হয়। রাসূল (স) তাই এরশাদ করেছেন ঃ

كل امتى يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله قال :

من اطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد ابى -

"আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে ব্যতীত। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! কে অস্বীকার করে ? তিনি বললেন যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করে সেই অস্বীকার করে।"–বুখারী

www.pathagar.com

এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রাসূল (স)-কে সর্বাবস্থায় অনুসরণ করতে হবে। মুহাম্মাদ (স)-কে রাসূল মানার অর্থই হচ্ছে তাঁর অনুসরণ করা। আর যে রাসূলের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করে না সে তো মুনাফিক।

যারা এরকম মিথ্যা হাদীসের বিশ্বাস করে এবং দীনের মধ্যে মতানৈক্য-ইখতেলাফ করাকে বৈধ ও জায়েয মনে করে এবং ইখতেলাফ-কারীদের প্রত্যেকের মধ্যে হেদায়াত নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করে তারা মূলত আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা মানুষকে স্পষ্ট গোমরাহীর দিকে আহবান করছে। জমিয়ত বর্ণিত উক্ত হাদীসটির শব্দ অর্থ উভয়কেই আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস মিথ্যা ও বাতিল প্রমাণ করেছে এবং এটা কুরআন সুন্নাহর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিকও বটে।

আল্লাহ তাআলা এরশার্দ করেন ঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ ـ ال عمران : ١٠٥

"তোমরা এদের মত হয়ো না। যাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহ এসে যাওয়ার পরও তারা ইখতেলাফ করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে বড় বড় শাস্তি।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৫

আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ط اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○ ـ الانعام : ١٥٩

"নিশ্চয় যারা নিজেদের দীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে আপনি কোনো বিষয়েই তাদের দলভুক্ত নন। তাদের কার্যকলাপ আল্লাহর হাতে, অতপর তিনি তাদেরকে তাদের আচরণ সম্বন্ধে অবগত করবেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫৯

ইসলামের নবী (স) বলেছেন ঃ

ايما رجل خرج يفرق بين امتى فاضربوا عنقه ـ رواه مسلم واحمد

"যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য বের হয়, তার গর্দান উড়িয়ে দাও।"–আহমদ ও মুসলিম

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো যে,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

"তোমরা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ো না। তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করো।"

তাহলে সাহাবায়ে কেরাম কি এ সকল নির্দেশ অমান্য করে ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে ইখতেলাফ ও মতপার্থক্য করেছেন ? করেননি।

## ৩. ما انا عليه واصحابى হাদীসের অপব্যাখ্যা ও তার জবাব

জামায়াত বিরোধী আলেমগণ বলেন ঃ "বিভিন্ন হাদীসে নবী করীম (স) সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি নির্ধারিত করেছেন এবং তাদের অনুসরণ করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তার কয়েকটি নিম্নরূপ

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন, বনী ইসরাঈল বিভক্ত হয়েছিলো বাহাত্তর দলে। আমার উম্মত বিভক্ত হবে তেহাত্তর দলে। তন্মধ্যে সব দলই হবে জাহান্নামী আর মাত্র একটি হবে জান্নাতী। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! "সেটি কোন্ দল ? রাসূল (স) উত্তর দিলেন ما انا عليه واصحابى যারা আমার এবং আমার সাহাবীদের নীতিমালার ওপর থাকবে (তারাই জান্নাতী)।

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টত বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামও সত্যের মানদণ্ড কেননা, যদি নবী (স)-ই একমাত্র মানদণ্ড হতেন তাহলে ما انا عليه বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রাসূল (স) واصحابى বলে পরিষ্কার করে দিলেন যে, জান্নাতী ও নাজাত প্রাপ্ত দলের অর্ন্তভুক্ত হতে হলে আমার সাহাবীদেরও অনুসরণ করতে হবে। (সত্যের মাপকাঠি ও সাহাবায়ে কেরাম ঃ ১৪-১৫)

### সমালোচনা ও জবাব

আলোচ্য হাদীসটিই জামায়াত বিরোধী আলেমগণের সবচেয়ে বড় দলিল। তারা এ হাদীসটির মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা করে সাহাবায়ে কেরমাকে সত্যের মাপকাঠি বানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকেন। বস্তুত এ হাদীস থেকে সাহাবায়ে কেরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়া মোটেই

www.pathagar.com

প্রমাণিত হয় না। বরং রাসূল আনীত ওহী তথা কুরআন-হাদীসই সত্যের মাপকাঠি প্রমাণিত হয়।

কারণ, রাসূল (স)-কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, এ দলটি কারা? তখন রাসূল বলেননি যে, انا واصحابى "আমি ও আমার সাহাবীগণ।" যদি তিনি এভাবে উত্তর দিতেন তবে নিসন্দেহে প্রমাণিত হত যে, রাসূল (স) যেমন সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরামও তেমনি সত্যের মাপকাঠি। কিন্তু রাসূলে করীম (স) মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

ما انا عليه اليوم واصحابى -

"আজ আমি ও আমার সাহাবীগণ যার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি তার ওপর যারা থাকবে (তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল)।"

রাসূল (স) এ হাদীসে ঐ বস্তুকেই সত্যের মাপকাঠি ঘোষণা করেছেন যার উপর তিনি নিজে ছিলেন এবং তাঁর অনুসারী উম্মত সাহাবীগণও ছিলেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত যারা এ বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারাই হবে মুক্তিপ্রাপ্ত সত্যনিষ্ঠ জান্নাতী দল। কারণ, তিনি অন্য একটি হাদীসে বলেছেন ঃ

من كان على مثل ما انا عليه واصحابى - رواه الحاكم الكواشف الجليه ٤٧٣

"তারা হুবহু সেই বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যার উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।"

উক্ত হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ (স) এখানে সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করছেন না। বরং তিনি এমন একটি বস্তুকে উদ্দেশ্য করছেন যার উপর তিনি স্বয়ং আছেন এবং সাহাবায়ে কেরামও রয়েছেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত যারা এ বস্তুর উপর থাকবে কেবল তারা হবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত দল। এ কারণেই এ বস্তুর দিকে ইংগিত করে ইমাম মালেক (র) বলেছেন ঃ

لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها -

"যে বস্তু এ উম্মতের প্রথম শ্রেণীকে সংশোধন করেছিল শুধু তা-ই শেষ উম্মতকে সংশোধন করতে পারে।"

www.pathagar.com

কাজেই এখন আমাদের জানা আবশ্যক যে, রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরাম কিসের উপর ছিলেন ? এবং কোন্ বস্তুটি তাদেরকে সংশোধন করেছিল। কিংবা ঐ বস্তুটি কী যার উপর থাকলে পরে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অর্ন্তভূক্ত হওয়া যায় ?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ সেই সত্যের উপর ছিলেন, যে সত্যসহকারে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (স)-কে পাঠিয়েছিলেন, সাহাবায়ে কেরামকে পাঠাননি। যেমন তিনি বলেছিলেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ○

"আমি তোমাকে সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারীরূপে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১১৯

এবং রাসূল (স) নিজে বলেছেন ঃ

وَانى رسول الله بعثنى بالحق - الترمذى

"আর আমি আল্লাহর রাসূল। তিনি সত্য সহকারে আমাকে পাঠিয়েছেন।"–তিরমিযী

انى رسول الله حقا وانى جئتكم بحق - البخارى

"নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল। আর আমি তোমাদের নিকট সত্যসহ আগমন করেছি।"–বুখারী

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) রাসূল আনীত সত্যের উপরে ছিলেন এবং এভাবে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যেমন রাসূল (স) বলেছেন ঃ

لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة -

"আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে বা অ-সহযোগী হবে তারা সেই দলের ক্ষতি করতে পারবে না যতদিন না কিয়ামত সংঘটিত হবে।"

–বুখারী ও মুসলিম

রাসূলে করীম (স)-এর ভবিষ্যৎবাণী থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা) উভয়ে সত্যের উপর ছিলেন। কিন্তু

www.pathagar.com

পার্থক্য হলো এই যে, রাসূল (স)-কে সত্য সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে সাহাবায়ে কেরামকে সত্য সহকারে পাঠানো হয়নি। বরং রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন আর তাঁর সাহাবীগণ এ সত্যের অনুসরণ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ ـ النساء : ١٧٠

"হে মানুষ! রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্যসহ আগমন করেছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭০

এজন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ বলেছেন যে 'মিয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (স), সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন। বরং তাঁরা এ সত্যের উপর ছিলেন এবং এ সত্যের অনুসারী ছিলেন।

রাসূল (স) সত্যের মাপকাঠি হওয়ার এ অধিকার বলেই ঘোষণা করেছেন ঃ

لايؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ـ

"তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমার নিয়ে আসা সত্যের অনুগত হবে।"

কোনো সাহাবী এরকম ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখেন না। এটা রাসূলেরই একক বৈশিষ্ট্য ও একক ঘোষণা। তিনি অত্যন্ত চমৎকার একটি উপমার সাহায্যে নিজের সত্যের মাপকাঠি হওয়াকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। উপমাটি হলো এই ঃ

ان مثلى ومثل ما بعثنى الله عز وجل به كمثل رجل اتى قومه فقال يا قومى انى رايت الجيش بعينى وانى انا النذير العريان فالنجاء فاطاعه طائفة من قومه فادلجوا وانطلقوا على مهلتهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فاصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من اطاعنى واتبع ما جئت به ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق ـ مسلم ٢٤٨/٢ طبع الهند ـ

www.pathagar.com

"আমার ও আমাকে আল্লাহ তাআলা যে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উপমা এমন এক ব্যক্তির মত যে স্বীয় জাতির কাছে এসে বললো, হে আমার জাতির লোকেরা ! আমি এক আগ্রাসী শত্রু বাহিনীকে নিজ চোখে দেখতে পেয়েছি। তোমাদের আমি খোলাখুলিভাবে সতর্ক করে দিচ্ছি। অতপর সে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল। জাতির লোকদের একটা অংশ তাঁর কথা মানল এবং সাথে সাথেই ছুটে পড়লো। অপর একটি অংশ তার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করলো না এবং নিজেদের জায়গাতেই অবস্থান করতে থাকলো আর পরক্ষণেই আগ্রাসী বাহিনী এসে তাদের উপর চড়াও হলো এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ফেললো। এটাই হচ্ছে আমার আনুগত্য ও আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করা এবং আমার অনুসরণ না করা ও আমি যে সত্য নিয়ে এসেছি তা অস্বীকার করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"-মুসলিম ঃ ২/২৪৮

রাসূলের এ অনুপম দৃষ্টান্ত থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল। তিনিই সত্যসহ আগমণ করেছেন। আর সাহাবীগণ সহ সকল উম্মতের কর্তব্য হচ্ছে তাঁর ও তাঁর মিল্লাত ও শরীয়াতের অনুসরণ করা। আর এটাই হচ্ছে ما انا عليه اليوم واصحابى হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যার সত্যতা ও যথার্থতার বাস্তব প্রমাণ হলো এই যে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় আমরা বলে থাকি بسم الله وعلى ملة رسول الله "আল্লাহর নামে রাসূলের মিল্লাতের উপর রাখলাম।" এখানে তো মিল্লাতে সাহাবার উল্লেখ নেই। উল্লেখ করার কথাও নয়।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র) বলেন ঃ

আমরা মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণনা করেছি যে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

انت على ملة على او ملة عثمان ؟ فقال : لست على ملة على ولا على ملة عثمان بل انا على ملة رسول الله ﷺ - مجموع فتاوى شيخ الاسلام ص ٣/٤١٥

"আপনি হযরত আলী (রা)-এর মিল্লাতের উপর আছেন, না উসমান (রা)-এর মিল্লাতের উপর আছেন ? ইবনে আব্বাস (রা) উত্তরে বললেন ঃ আমি হযরত আলী (রা)-এর মিল্লাতের উপরও নই হযরত

www.pathagar.com

উসমান (রা)-এর মিল্লাতের উপরও নই। বরং আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিল্লাতের উপর রয়েছি।"

–মাজমুউল ফাতাওয়া ৩/৪১৫

আকাইদ শাস্ত্রবীদগণ তাই বলেছেন ঃ

ومضى على ما كان عليه الرسول ﷺ خير القرون وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان يوصى الاول الاخر ويقتدى فيه اللاحق بالسابق وهم فى ذلك كله بنبيهم محمد مقتدون وعلى منهاجه سالكون كما قال تعالى : (قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى) شرح العقيدة الطحاوية : ٧

"রাসূল (স) যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তার উপরই চলেছেন 'খাইরুল কুরুন' তথা সাহাবা-তাবেয়ীগণ। (এ বিষয়ে) আগের ব্যক্তি পরের ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছে। আর পরের ব্যক্তি পূর্বের ব্যক্তির এ নীতিকে অনুসরণ করেছে। তারা এ সকল বিষয়ে তাদের নবী মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারী ছিলেন। তাঁর পথের উপরেই চলেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ বল, এটি আমার পথ। চাক্ষুস জ্ঞানের সাথে আমি (মানুষকে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করি এবং সে-ও যে আমার অনুসরণ করে।"–শরহে আকীদা তাহাভী, পৃ-৭

সুতরাং ما انا عليه واصحابى হাদীসের দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার কোনো সুযোগ নেই। জামায়াত বিরোধী আলেমগণ হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন মাত্র। আল্লাহই হেদায়াতের মালিক।

اصول اهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول ﷺ واصل الدين الايمان بما جاء به الرسول ﷺ - شرح العقيدة الطحاوية

"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতিসমূহ তারই অধীন যা নিয়ে রাসূল (স) আগমন করেছেন। রাসূল (স) আনীত সত্যের প্রতি বিশ্বাসই দীনের মূল কথা।"–শরহে আকীদা তাহাভী

www.pathagar.com

## ৪. আহলে বাইত (اهل البيت) সম্পর্কিত হাদীসের অপব্যাখ্যা ও তার জবাব

জামায়াত বিরোধী আলেমগণ বলেন ঃ প্রিয়নবী (স) বিদায় হজ্বের ভাষণে এক পর্যায়ে বলেছেন ঃ

ايها الناس انى تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتى اهل بيتى-

"হে জনতা! আমি তোমাদের মাঝে এমন বস্তুটি ছেড়ে যাচ্ছি যাকে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না। তাহলো (১) কিতাবুল্লাহ ও (২) আমার পরিবারবর্গ।"

সত্যের আলোর লেখককে জিজ্ঞেস করি–যদি আপনার উদ্ধৃত হাদীস দ্বারা কুরআন-সুন্নাহ 'মিয়ারে হক' বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে উক্ত হাদীস দ্বারা কি আহলে বায়াতভুক্ত সাহাবীগণ 'মিয়ারে হক' সাব্যস্ত হবেন না ? উভয় হাদীসই প্রায় সমার্থবোধক শব্দে বর্ণিত। তাহলে আপনার কাছে পৃথক বলে মনে হলো কেন ? –সত্যের আলো এর মুখোশ উন্মোচন ঃ ২/৫৩

### সমালোচনা

জবাব দিচ্ছি—না, সাব্যস্ত হবেন না। কারণ সত্যের আলোর লেখকের উদ্ধৃত হাদীস দ্বারা কুরআন-সুন্নাহ মিয়ারে হক হয়েছে ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা "লা ইলাহা ইল্লাললাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-এর স্পষ্ট চাহিদা ও দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে। এ বিশ্বাসের দারুন আমরা তাঁরই ইবাদাত করি। কেননা, তিনি আমাদের মাবুদ এবং আমরা তাঁর বান্দা। আর মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করি। কেননা, তিনি আমাদের রাসূল এবং আমরা তাঁর উম্মত। তাই আল্লাহর কালাম কুরআন আর রাসূলের বাণী হাদীসই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি বলে নির্ধারিত। আহলে সুন্নাতের ওলামাগণ বলেছেন ঃ

من الله الرسالة على الرسول البلاغ وعلينا التسليم- رواه البخارى

"আল্লাহর পক্ষ থেকে (ইসলামের) বার্তা এসেছে। রাসূলের দায়িত্ব হচ্ছে (মানুষের কাছে সে বার্তা) পৌছে দেয়া। আর আমাদের কর্তব্য হচ্ছে অবনত মস্তকে তা মেনে নেয়া।"–বুখারী

www.pathagar.com

এখানে সাহাবী বা অন্য কাউকে মিয়ারে হক মনে করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ, রাসূলের দায়িত্ব এবং উম্মত তথা সাহাবী ও আহলে বায়েত এর দায়িত্ব এক নয়। রাসূল ইসলামের পয়গাম পৌছান আর সাহাবীও আহলে বায়াত সহ গোটা উম্মত তা মাথা পেতে মেনে নিতে আদিষ্ট নবীর উম্মত ও অনুসারী হিসেবে।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ط ـ المائدة : ٦٧

"হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু তোমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌছে দাও। যদি তা না কর তাহলে তুমি তাঁর বার্তা পৌছালে না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৭

তৎপর বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ط وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ○ ـ النور : ٥٤

"বল হে নবী! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতপর যদি তোমরা (আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তো তার ওপর ন্যাস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যাস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তার আনুগত্য কর তাহলে সৎপথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছে দেয়া।"–সূরা আন নূর ঃ ৫৪

এখন সবাইকে রাসূলের পক্ষ থেকে দীনের বার্তা পৌছাতে হবে। রাসূল (স) বলেছেন ঃ

بلغوا عنى ولو اية ـ متفق عليه

"একটি আয়াত হলেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌছাতে থাক।"

আর জেনে রাখ ঃ

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ـ

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে, যে ব্যাপারে আমার আদেশ নেই তবে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।"

এ হাদীসদ্বয় থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে যে, দীনের ও সত্যের মানদণ্ড একমাত্র আল্লাহর রাসূল। আর তিনিই সাহাবা, আহলে বায়েত, তাবেয়ী সহ গোটা পৃথিবীর মানুষের নিকট সত্যসহ প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। তিনি বিশ্ব নবী এবং তিনি ছাড়া সকলেই রাসূল আনীত দীন ও সত্যের অনুসারী ও বর্ণনাকারী।

এখন প্রশ্ন হলো আলোচ্য হাদীসে আহলে বায়েত বা রাসূলের পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করা হলো কেন ? তার জবাব হলো এই যে, রাসূল (স) যখন স্বীয় পরিবারের সাথে মিশতেন তখন তারা রাসূলের নিকট থেকে দীনের যেসব কথা জানতেন বা রাসূল তাদেরকে দীনের যে শিক্ষা দিতেন তা অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না আহলে বায়েত ছাড়া। তাই তাদের নিকট থেকে শরীয়াতের অবশিষ্ট হুকুম আহকাম জেনে নিতে বাকী সাহাবীবর্গকে আদেশ দেয়া হয়েছে। তাই হাদীসে রাসূল পরিবারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তারা সত্যের মাপকাঠি হয়ে যায় না। আল্লামা ইবনুল হাজ্জ মালেকী (র) বলেছেন ঃ

لان اهل بيته ﷺ ورضى عنهم لم يزالوا يبلغون عنه ﷺ الاحكام الشرعية ـ المدخل لابن الحاج : ١/١٧٥

"কেননা রাসূলের পরিবারবর্গ সর্বদাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে শরীয়াতের হুকুম-আহকাম পৌছাতেন।"–আল মাদখাল ঃ ১/১৭৬

এজন্য আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন ঃ

واما الامور الالهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما اخذ عن الرسول لاغير ـ شرح العقيدة الطحاوية : ١٨١

"আল্লাহ প্রদত্ত বিষয়াবলী এবং দীনী শিক্ষাসমূহের জ্ঞান রাসূল (স) ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না।"–শারহুল আকীদা তাহাভী ঃ ১৮১, ২য় সংস্করণ

এসব কারণেই 'সত্যের আলো' লেখকের উদ্ধৃত হাদীস এবং জমিয়তে উলামার উদ্ধৃত হাদীসের মর্ম ও ব্যাখ্যা পৃথক হতে বাধ্য। বিশেষ করে তাঁদের নিকট যারা নিষ্ঠার সাথে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'

www.pathagar.com

বলেছে, তারা কুরআন ও হাদীসকেই সত্যের মাপকাঠি বিশ্বাস করেন। সুতরাং আবুল কালাম জাকারিয়া সাহেবের অভিযোগ অবান্তর ও অযৌক্তিক বৈ কিছু নয়। তাদের অপব্যাখ্যা দ্বারা কোনো মুসলমানেরই বিভ্রান্ত হওয়া সমীচীন হবে না। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ○ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ○ـ النساء : ١٣ـ١٤

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশ হতে নদী প্রবাহিত থাকবে এবং সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর প্রকৃতপক্ষে এটা বিরাট সাফল্য। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তার নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তাকে তিনি আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৩-১৪

## ৫. আয়াত اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ-এর অপব্যাখ্যা ও তার জবাব

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ বলেন ঃ

সাহাবীগণ হলেন সত্যের মাপকাঠি। সাহাবীগণের ঈমান ও আকীদাকে আল্লাহ তাআলা সত্য ও ঈমানের মাপকাঠিরূপে বর্ণনা করে শুধুমাত্র তাদের আদর্শ গ্রহণ করার আহবান জানিয়েই ক্ষান্ত করেননি অধিকন্তু ঐ পূত চরিত্রের অধিকারী সত্তাদের যারা সমালোচনা করবে মাপকাঠি রূপে গ্রহণ না করবে সদা সর্বদার জন্য তাদের উপর তিনি মুনাফেকী ও নিবুদ্ধিতার মোহর মেরে দিয়েছেন। এরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ○ـ البقرة : ١٣

"এবং এদেরকে (মুনাফিকদেরকে) যখন বলা হয়, তোমরাও ঈমান আন যেমন লোকগণ (সাহাবীগণ) ঈমান আনয়ন করেছে। তখন এরা

www.pathagar.com

বলে আমরা ঐ নির্বোধদের মত ঈমান আনব ? শুনে রাখ প্রকৃতপক্ষে এরাই নির্বোধ কিন্তু এরা তা জানে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৩

ইসলামের দৃষ্টিতে নবী ও সাহাবী পৃঃ ১৬-১৭

জমিয়তের শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা মাহমুদ হোসাইন সাহেব বলেন ঃ

ইহুদীদের সমালোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ج ـ البقرة : ١٣٧

"যদি তারা (ইহুদীগণ) ঈমান আনে যেভাবে তোমরা ঈমান এনেছ তাহলে তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি তারা এ থেকে বিমুখ হয়ে যায় তবে তারা রয়ে যাবে খোদাদ্রোহীতার মধ্যে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৭

এ আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, "সাহাবীগণ ঈমান তথা সত্যের মাপকাঠি। যে ব্যক্তি তাদের মত খাঁটি ও ভেজালমুক্ত ঈমান আনবে সেই হেদায়াত লাভ করতে পারবে। নতুবা তার ঈমান হবে গোমরাহী ও প্রত্যাখ্যাত। আর অনেক ইহুদী যেহেতু সাহাবীদের মত ঈমান আনে নাই তাই তাদের ভাগ্যে হেদায়াত জুটেনি।"–সত্যের মাপকাঠি ও সাহাবায়ে কেরাম ঃ ১২

**সমালোচনা ও জবাব**

জামায়াত বিরোধী আলেমগণ উপরোল্লিখিত আয়াত দুটো দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে ঈমান ও সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করে থাকেন এবং তারা বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মত ঈমান আনতে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তাদের এ ব্যাখ্যা ও দাবী সঠিক নয়। এবং তাদের উদ্ধৃত আয়াত দুটো দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করাও শুদ্ধ নয় বরং সম্পূর্ণ ভুল, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। কারণ আলোচ্য আয়াতদ্বয় সাহাবায়ে কেরামকে ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে অন্যের জন্য নমুনা বানানো হয়েছে। এবং তারা যেভাবে নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছেন সেভাবে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনতে বলা হয়েছে। তাঁদেরকে ঈমানের মাপকাঠি বানানো হয়নি। কেননা, নমুনা আর মাপকাঠি এক জিনিস নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দুটো

www.pathagar.com

জিনিস। যেমন–চালের নমুনা দেখালে দোকানী মাপকাঠি অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা দ্বারা চাল ওজন করে দেয়। নমুনা দ্বারা ওজন করে দেয় না। আবার কাপড়ের রং ও নমুনা চয়েজ করলে কাপড়েগর মহাজন মাপকাঠি অর্থাৎ গজ দ্বারা তা মাপ-জোক করে দেয়। কাঠের নমুনা বলে দিলে কাঠ ব্যবসায়ী মাপকাঠি বা গজফিতা দ্বারা তার ফুট গণনা করে দেয়। কাজেই নমুনা ও মাপকাঠি এক জিনিস নয়। উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে নমুনা বানানো হয়েছে। এবং তাদের মত নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনতে বলা হয়েছে। তাই বলে ঈমান ও সত্যের মাপকাঠি বলা বা ঐ আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম (রা) কে ঈমান ও সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করা নিতান্ত ভুল। এটা নিসন্দেহে একটা মনগড়া ব্যাখ্যা বৈ কিছু নয়।

[২] অথবা এ অপব্যাখ্যার জবাব হলো এই যে, উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের সম্বোধন ব্যাপক নয়। বরং এর একটিতে ইহুদীদেরকে এবং অপরটিতে মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা বিরোধী মহলেও স্বীকৃত এবং এ সম্বোধন ইহুদী ও মুনাফিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা ছাড়া আর কাউকে উদ্দেশ্য করা ঠিক হতে পারে না। কারণ সাহাবীগণের ঈমানের মত পরবর্তী যুগের কারো ঈমান হতে পারে না। তাদের মত ঈমান আনা আর কারো পক্ষে সম্ভবও নয়।

কারণ তারা রাসূল (স)-কে সরাসরি স্বচক্ষে দেখে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাবেঈ বা পরবর্তী কালের কারো পক্ষে সরাসরি রাসূল (স)-কে সচক্ষে দেখে তাঁর প্রতি ঈমান আনা সম্ভব নয় এবং আমরা নিসন্দেহে কোনো অসম্ভব জিনিসের জন্য আদিষ্ট নই। রাসূলের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের একটি রুকন। আর দেখে ঈমান আনা এবং না দেখে ঈমান আনা সমান কথা নয়। এ দুয়ের মাঝে রয়েছে প্রচুর ব্যবধান। পরবর্তীদের প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেছেন ঃ

نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى - احمد والدارمى والمشكواة

"হ্যাঁ, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা তোমাদের পরে আসবে তারা আমার প্রতি ঈমান আনবে অথচ আমাকে দেখেনি।"

সুতরাং ঐ আয়াতদ্বয় দ্বারা পরবর্তীকালের লোকদের জন্য সাহাবীগণকে ঈমান তথা সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করা সম্পূর্ণ ভুল, অযৌক্তিক ও প্রমাণহীন কথা।

www.pathagar.com

[৩] অথবা এ অপব্যাখ্যার জবাবে আরো বলা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও তাদের ঈমানী শক্তি এত বেশী যে পরবর্তী যুগের কারো ঈমান এতটুকুন শক্তিশালী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ রাসূল (স) এরশাদ করেছেন ঃ

لاتسبوا اصحابى فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه - متفق عليه

"আমার সাহাবীগণকে তোমরা গালমন্দ করবে না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ দান করে তবে তাদের (সাহাবাদের) এক সের বা আধ সের (যব) দানেরও সমান হতে পারবে না।"

–বুখারী ও মুসলিম

রাসূলুল্লাহ (স) আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর ঈমান সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"যদি আবু বকরের ঈমান দাঁড়ি পাল্লার এক পার্শ্বে রাখা হয় আর গোটা উম্মতের ঈমানকে অপর পার্শ্বে রাখা হয় তবে আবু বকরের ঈমান ভারী হয়ে যাবে।"–আল হাদীস

সুবহানাল্লাহ! সাহাবায়ে কেরামের ঈমান কতই না শক্তিশালী। তাই সাহাবী ও অসাহাবীর ঈমানী শক্তির মধ্যে এত বিরাট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও যারা বলেন যে, সাহাবীগণের ঈমানের মত ঈমান আনতে আল্লাহ তাআলা সবাইকে আদেশ করেছেন তারা মূলত অসম্ভব এক বস্তুকে পরবর্তী উম্মতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাদের এ ব্যাখ্যা ও গবেষণা আগাগোড়া অর্থাৎ পুরোপুরি ভুল ও বাস্তব বিবর্জিত। সাহাবায়ে কেরাম যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন আমরাও শুধু শুধু সেসব বিষয়ের প্রতিই ঈমান আনতে আদিষ্ট্য অন্য কারো ঈমানের সাথে যাচাই করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ ঈমান হচ্ছে অন্তর্নিহিত বিষয় যা দেখতে পাওয়া যায় না।

[৪] অথবা অপব্যাখ্যার জবাবে এও বলা যায় যে, ঈমান রাসূল (স)-কে কেন্দ্র করে তারই মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা ও হেদায়াত গ্রহণ করাকে বলে। ঈমানের সংজ্ঞায় শুধু রাসূলের নাম আছে সাহাবায়ে কেরামের নাম নেই। ঈমানের আরকান ছয়টির মধ্যেও তাদের নাম নেই। সুতরাং তাদেরকে ঈমানের মাপকাঠি বলা নিতান্তই ভুল ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়।

মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শফী (র) নিজেই ঈমানের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

"..... অপরদিকে রাসূল (স)-এর কোনো সংবাদ কেবলমাত্র রাসূলের উপর বিশ্বাস বশত মেনে নেয়াকে শরীয়াতের পরিভাষায় ঈমান বলে।"–মাআরেফুল কুরআন ঃ ১/১০০-১০১, ৫ম সংস্করণ

সুতরাং ঈমানের মাপকাঠিতে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে প্রবিষ্ট করার কোনো সুযোগ নেই এবং তাদেরকে ঈমানের মাপকাঠি বানাবারও কোনো অবকাশ নেই। বরং ঈমান, ইসলাম ও আমলের ক্ষেত্রে রাসূলই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি এবং এটা রাসূলের নিয়ে আসা শিক্ষা ও হেদায়াত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ز وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যে বিষয়ে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"–সূরা আল হাশর ঃ ৭

আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তাদের মাধ্যমে কি সাহাবীগণ নেই ? স্বয়ং রাসূল (স) এরশাদ করেছেন ঃ

لايؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ـ

"তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমার উপস্থাপিত ঈমান ও আমলের অনুগত হবে।"

সাহাবীগণ রাসূল (স)-এর সম্বোধনের আওতাধী রয়েছেন, কাজেই রাসূলের শিক্ষা ও হেদায়াত গ্রহণ করার নামই হচ্ছে ঈমান এবং রাসূল (স)-কে মানা-না মানার উপরই ঈমানদার হওয়া না হওয়া নির্ভরশীল। কাজেই রাসূলই একমাত্র সত্যের মানদণ্ড।

এজন্য তিনি বলেছেন ঃ

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ـ

"যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে যে ব্যাপারে আমার নির্দেশ নেই তাহলে এটা পরিত্যাজ্য।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا

"সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে যে আল্লাহকে রব ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ (স)-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকলো।"

www.pathagar.com

এতে বুঝা গেল সাহাবায়ে কেরামের দ্বারা ব্যক্তির ঈমানকে যাচাই করার পূর্বে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করা যায়।

অতএব সাহাবীগণকে ঈমানের মাপকাঠি বলার দরকার নেই। বরং সাহাবায়ে কেরাম নিষ্ঠার সাথে ঈমান সম্পর্কিত যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন সেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়নই হলো আমাদের কর্তব্য।

আর তা মূলত রাসূল (স) পরিবেশিত সংবাদ বৈ কিছু নয়।

যেমন ইসলামের নবী (স) বলেছেন ঃ

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به ـ

"আমি মানুষের সাথে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং যে পর্যন্ত না তারা আমার প্রতি ও আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার প্রতি ঈমান আনবে।" –বুখারী ও মুসলিম

তিনি আরো বলেছেন ঃ

"بحسب امرأ من الايمان ان يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ـ الطبرانى، كنز العمال ص ٢٥

"কোনো ব্যক্তিকে ঈমানেরে জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করলাম।"

৫ অথবা এ অপব্যখ্যার জবাব হলো এই যে, এ সমস্ত আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে ঈমান ও সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার সমর্থনে সলফে সালেহীন তথা সাহাবা তাবেঈগণের নিকট থেকে কোনো তাফসীর বর্ণিত হয়নি। জামায়াত বিরোধিতার হীন উদ্দেশ্যে আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা পেশ করা হচ্ছে মাত্র।

## ৬. আয়াত صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -এর অপব্যাখ্যা ও তার জবাব

জমিয়তে ওলামার বিশিষ্ট আলেম জনাব মাওলানা মাহমুদ হোসাইন সাহেব বলেছেন, পবিত্র কুরআনের নির্যাস সূরায়ে ফাতেহা। এ সূরাতে

www.pathagar.com

আল্লাহ পাক মানব জাতিকে একমাত্র যে দোয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন, তাহলো এই ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ○

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে পরিচালিত কর সিরাতে মুসতাকীম তথা ঐ সকল লোকের পথে, যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, যাঁরা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট নন।"

উপরোক্ত আয়াত সমূহে মহান আল্লাহ সিরাতে মুসতাকিমের ব্যাখ্যা صراط الله (আল্লাহর পথ) صراط الرسول (রাসূলের পথ) বা صراط القران (কুরআনের পথ) প্রভৃতি দ্বারা করেন নাই, বরং তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, খোদার পুরস্কার প্রাপ্ত বান্দারা যে পথে চলেন, এটাই হলো সিরাতে মুসতাকীম বা সহজ সরল পথ, সত্য পথ তথা মুক্তির ও জান্নাতের পথ। পুরস্কৃত বান্দা কারা ? তাও অন্যত্র বলে দিয়েছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ○

"যাঁদেরকে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত করেছেন তারা হলেন (চার প্রকার) নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেক বান্দাগণ।"

অতএব বুঝা গেল যে, এ চার প্রকার বান্দাদের পথই হলো সিরাতে মুস্তাকীম। এখানে দেখা যাক যে, সাহাবায়ে কেরাম এ চার প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কি না ? হ্যাঁ আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা শেষোক্ত তিন প্রকারের অন্যতম। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও মা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) প্রমূখ হলেন সিদ্দীকীনদের অন্তর্ভুক্ত, আর যে সকল সাহাবী নানাভাবে শাহাদাত বরণ করেছেন তাঁরা হলেন শহীদগণের অন্যতম এবং অবশিষ্ট সকল সাহাবী হচ্ছেন সালেহীনের অন্তর্ভুক্ত। তাই পরিস্কার হয়ে গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই খোদার পুরস্কৃত বান্দা।

অতএব সাহাবায়ে কেরামের মত এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথই হলো সিরাতে মুস্তাকীম বা সত্য পথ এবং তারা হলেন এ সত্যের মাপকাঠি।- দেখুন (সত্যের মাপকাঠি ও সাহাবায়ে কেরাম (রা) পৃঃ ১০-১১)

www.pathagar.com

**সমালোচনা ও জবাব**

জনাব মাওলানা মাহমুদ সাহেবের এ কথাগুলো নিতান্তই ভুল ও ভিত্তীহীন। এটা মনগড়া ব্যাখ্যা বৈ কিছু নয়।

প্রথমত ঃ তিনি বলেছেন "সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা صراط الله বা আল্লাহর পথ দ্বারা করেন নাই।" কেন ? আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে তার পাক কুরআনে সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা صراط الله তথা আল্লাহর পথ দ্বারা করেছেন। এরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ صِرَاطَ اللّٰهِ -

"হে নবী! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর পথ, সিরাতে মুস্তাকীমের পথ প্রদর্শন করেছ।"–সূরা আশ শূরা ঃ ৫২-৫৩

মাওলানা মাহমুদ সাহেব আরো বলেছেন, صراط القران বা কুরআনের পথ দ্বারা করেন না।"-পৃষ্ঠা ১০

জঘন্য মিথ্যা কথা বলেছেন তিনি। কারণ, আল্লাহ তাআলা, বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ -

"নিশ্চয়ই এ কুরআন সর্বাপেক্ষা সঠিক পথ প্রদর্শন করে।"

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) সরাসরি কুরআনকে (وهو الصراط المستقيم) "এটিই সিরাতে মুস্তাকীম" বলেছেন।"–তিরমিযী ও আহমদ

যেহেতু আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা صراط الله (আল্লাহর পথ) صراط القران (কুরআনের পথ) দ্বারা করেছেন, সেহেতু সূরায়ে ফাতেহায় তাই উদ্দেশ্য হবে। এখানে মনগড়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

জনাব মাওলানা মাহমুদ সাহেব বলেছেন ঃ

"বরং তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, খোদার পুরুস্কারপ্রাপ্ত বান্দারা যে পথে চলেন, এটাই হলো সিরাতে মুস্তাকীম বা সহজ-সরল পথ, সত্য পথ তথা মুক্তির ও জান্নাতের পথ।"

**সমালোচনা**

মাওলানা মাহমুদ সাহেবের একথাগুলোও মিথ্যা ও সত্য বিরোধী। কারণ উক্ত আয়াতে পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদের উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, তারা সে পথের পথিক বা তারা সে পথে চলেছেন। তাদের নিজস্ব কোনো

www.pathagar.com

মত ও পথের নাম সিরাতে মুস্তাকীম নয়। তাই রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলা হয়েছে ঃ

قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقيم-

"বল, আমার রব আমাকে সিরাতে মুস্তাকিম তথা সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন।"

সুতরাং সিরাতে মুস্তাকীম হলো সেই পথ যে পথে আল্লাহ তাআলা পুরুস্কৃত বান্দাদেরকে পরিচালিত করেন।

ان الله لهادى الذين امنوا الى صراط مستقيم-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে পরিচালিত করেন।"

তাছাড়া মাওলানা মাহমুদ সাহেবের এ অদ্ভুত ধরনের ব্যাখ্যার সাথে সাহাবী-তাবেঈগণের ব্যাখ্যারও কোনো মিল নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) اهدنا الصراط المستقيم-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন الهمنا دينك الحق "আমাদেরকে আপনার সত্য দীন বলে দিন।"

হযরত জাবের ইবনু আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন ঃ هو دين الاسلام "সিরাতে মুস্তাকীম হচ্ছে দীন ইসলাম।"-দেখুন তাফসীরে ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড ২৩ পৃঃ)

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (র) বলেছেন ঃ

هو دين الله الذى لايقبل من العباد غيره-

"এটা হলো আল্লাহর দীন যা ছাড়া আল্লাহ তাআলা বান্দার নিকট থেকে কিছুই কবুল করেন না।"

-দেখুন (তাফসীরে কুরতুবী ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৩

ইমাম ইবনু জারীর (র) বলেছেন ঃ

هو دين الاسلام الذى لايقبل من العباد غيره-

"আর সেটি হচ্ছে দীন ইসলাম যা ছাড়া আল্লাহ বান্দার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করবেন না।"-দেখুন মুখতাসারু তাফসীরিত তবরী ১ম খণ্ড ৯পৃঃ

www.pathagar.com

অতএব এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মাওলানা মাহমুদ সাহেব সিরাতে মুস্তাকীমের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিছক একটা মনগড়া ব্যাখ্যা ও অসত্য ভাষণ বৈ কিছু নয়।

তাছাড়া এসব আয়াতের সাথে সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। সিরাতে মুস্তাকীম হলো আল্লাহর পথ। তিনিই এর রচয়িতা। সূরা ফাতেহায় এ পথকে বান্দার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যেহেতু তারা সে পথের পথিক এবং সে পথে চলেছেন। এজন্য বলা হয়নি যে, তারা সে পথের রচয়িতা বা তাদের নিজস্ব মতই সিরাতে মুস্তাকীম।

যেখানে রাসূল (স) নিজের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

اذا امرتكم بشئ من امر دينكم فخذوا به واذا امركم بشئ من رأى فانما انا بشر - مسلم

"আমি যখন দীন সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো নির্দেশ দেই, তখন তা তোমরা গ্রহণ করবে। আর আমি যখন আমার নিজের মত অনুসারে তোমাদেরকে কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেই, তখন (মনে করবে যে,) আমিও একজন মানুষ (তাই আমার ভুল হতে পারে)।"–মুসলিম

আমার জিজ্ঞাসা সেখানে সাহাবায়ে কেরামের মত ও তাদের প্রদর্শিত পথ কিভাবে সিরাতে মুস্তাকীম হতে পারে ? তাদের প্রতি তো ওহী নাযিল হয়নি। তারা আম্বিয়া (আ)-এর অন্তর্ভুক্তও নন। বরং রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই তো সাহাবীদেরকে বলেছেন ঃ

الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بى - رواه مسلم

"আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ অবস্থায় পাইনি ? অতপর আল্লাহ তাআলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন।"–মুসলিম ১/৩৩৯

সত্য বলতে কী যারা সিরাতে মুস্তাকীমকে সাহাবায়ে কেরামের প্রদর্শিত পথ প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন তারা মূলত সাহাবায়ে কেরামকে নবুওয়াত ও রিসালাতের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। তারা সাহাবীগণকে নবীদের স্তরে নিয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

## সিরাতে মুস্তাকীম কার পথ ?

জমিয়ত নেতা মাওলানা মাহমুদ সাহেব কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "সাহাবায়ে কেরামের মত ও তাদের প্রদর্শিত পথই হলো সিরাতে মুস্তাকিম বা সত্য পথ।"–পৃষ্ঠা ঃ ১১

**সমালোচনা**

এটা জমিয়তের আলেমদের পথভ্রষ্ট আক্বীদা-বিশ্বাস। কারণ এতে বুঝা যায় সিরাতে মুস্তাকীম মানব রচিত। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, সিরাতে মুস্তাকীম হচ্ছে আল্লাহর রচিত পথ। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন এর রচয়িতা ও মালিক তাইতো এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ ـ يونس : ٢٥

"তিনি (আল্লাহ) যাকে ইচ্ছা তাকে সরল-সঠিক পথ সিরাতে মুস্তাকীম প্রদর্শন করেন।"–সূরা ইউনুস ঃ ২৫

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَنْ يَّشَا اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ط وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

"তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ৩৯

তিনি রাসূলকে বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰ ـهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ط

"তাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করা তোমার দায়িত্ব নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সত্য পথে পরিচালিত করেন।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২

তাই সাহাবায়ে কেরাম মূলত সে পথের পথিক বা অনুসারী ছিলেন।

সিরাতে মুস্তাকীমকে আল্লাহর পথ এজন্যই বলা হয়েছে যে, রাসূল (স) নিজেই এভাবে অবহিত হয়েছেন।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ط

"হে রাসূল! এটা (ইসলাম) তোমার রবের সিরাতে মুস্তাকীম বা সত্য পথ।"–সূরা আল আনআম ঃ ১২৬

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

www.pathagar.com

"হে নবী! উত্তম নসীহত ও হিকমাতের দ্বারা তুমি আপন রবের পথের দিকে আহ্বান কর।"–সূরা আন নাহল ঃ ১২৫

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى -

"তিনি তোমাকে পথ না জানা অবস্থায় পেয়েছেন অতপর সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন।"–সূরা আদ্ দুহা ঃ ৭

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج

"হে রাসূল! বল, আমার রব আমাকে সিরাতে মুস্তাকীম তথা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৬১

রাসূল (স)-এর শেষ জীবনে সূরা ফাত্হে মক্কা বিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে বলেছেন ঃ

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا

"এবং তিনি যেন তোমাকে সিরাতে মুস্তাকীম বা সত্যপথ প্রদর্শন করেন।"–সূরা ফাতাহ ঃ ২

এসব আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, সিরাতে মুস্তাকীম তথা সরল সঠিক পথ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পথ। এটা অন্য কারো পথ নয়। এবং এ পথের রচয়িতা তিনিই। তাই আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط

"নিশ্চয়ই এটা আমার দেয়া সরল পথ। তোমরা এ পথেই চল। অন্য পথে চলো না। নচেত সে পথগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫৩

ইসলামের নবী (স) নিজেই একটি উদাহরণের দ্বারা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সিরাতে মুস্তাকীম একমাত্র আল্লাহর পথ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ

خط لنا رسول الله ﷺ خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذ سبيل على كل سبيل شيطان يدعوا اليه -

www.pathagar.com

"রাসূল (স) আমাদের সামনে একটি সরল রেখা এঁকে বললেন ঃ এটা আল্লাহর পথ (সিরাতে মুস্তাকীম) অতপর তার ডানে-বামে আরো কতগুলো রেখা টেনে বললেন, এগুলো শয়তানের পথ। প্রতিটি পথের মাথায় একজন শয়তান দাঁড়িয়ে সেদিকে ডাকছে। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله-

সুতরাং আল্লাহর পথই সিরাতে মুস্তাকীম। এ পথ ছাড়া সমস্ত পথই বাঁকা ও ভ্রান্ত। দুনিয়ার সকল মুসলমান আল্লাহর পথেই সংগ্রাম করে, অন্য কারো পথে নয়।

এবং তারা তাঁরই সকাশে প্রার্থনা করে বলেন ঃ

اهدنا الصراط المستقيم-

"হে আল্লাহ ! আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীম বা সত্য পথে পরিচালিত কর।"–সূরা আল ফাতেহা ঃ

এটা কে না জানে যে, এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা একটিই হয়। একাধিক হয় না। এ ছাড়া ইসলামকে আল্লাহ তাআলা নূর-আলো বলেছেন। আর আলো সোজা সরল পথে চলে, বক্র পথে চলে না।

## সিরাতে মুস্তাকীম কার প্রদর্শিত পথ ?

জমিয়ত নেতা মাওলানা মাহমুদ হোসাইন সাহেব সূরা ফাতেহায় বর্ণিত "সিরাতে মুস্তাকীম"-এর অপব্যাখ্যা করে বলেছেন সাহাবায়ে কেরামের মত এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথই সিরাতে মুস্তাকীম বা সত্যপথ।"

এখানে আমাদের প্রশ্ন হলো—তাহলে আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল (স) প্রদর্শিত সত্যপথ কোন্‌টি ? আর রাসূলই বা কেন এসেছিলেন ? কারণ সাহাবায়ে কেরাম তো রাসূল প্রদর্শিত পথের পথিক বা অনুসারী ছিলেন। মূলত তারা রাসূল (স) প্রদর্শিত পথ দীন ইসলামের সন্ধান লাভ করে মুসলমান হবার এবং তাঁর উম্মত ও সাহাবী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। রাসূল (স) নিজেই তাদেরকে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بى -

"আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট গোমরাহ পাইনি? অতপর আল্লাহ আমার মাধ্যমেই তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন।"

-মুসলিম ১/৩৩৯

রাসূল (স) প্রায় তাঁর ভাষণে বলতেন ঃ

وخير الهدى هدى محمد ﷺ -

"সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মদ (স) প্রদর্শিত পথ।"

সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের মত ও তাদের প্রদর্শিত পথ সিরাতে মুস্তাকীম হতে পারে না। বরং তাদেরকে বলা হয়েছে ঃ

مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ز وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যে বিষয়ে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"

সত্য বলতে কি, জমিয়তের লোকরা সাহাবায়ে কেরামকে নবী-রাসূলগণের শ্রেণীভুক্ত করে ফেলেছেন। যা প্রকাশ্যে কুফরী ও সুস্পষ্ট গোমরাহী। হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (র) বলেন ঃ

الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من اقتفى اثار الرسول ﷺ -

"আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার সকল রাস্তা সমগ্র সৃষ্টির জন্য বন্ধ শুধু সেই ব্যক্তির রাস্তা ছাড়া যে রাসূল (সা)-এর পদাংক অনুসরণ করে।"

## একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্ন হলো সূরা ফাতেহায় যে আয়াতের কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা দানে উদ্যোত হয়েছেন তার সঠিক ব্যাখ্যা কি ?

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আকাইদ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন ঃ

الصراط تارة يضاف الى الله اذ هو الذى شرعه ونصبه كقوله (ان هذا صراطى مستقيما) وقوله (انك تهدى الى صراط مستقيم صراط الله) وتارة يضاف الى العباد كما فى الفاتحة لكونهم اهل سلوكه

www.pathagar.com

وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه- الكواشف الجلية : ١١٣

مدارج السالكين : ١٧/١

"সিরাত বা পথ এর এজাফত-সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে হয়ে থাকে। কেননা একে তিনিই প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন "এটা (ইসলাম) আমার সরল সঠিক পথ।" তিনি আরো বলেছেন, "হে নবী নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর পথ সিরাতে মুস্তাকীমের পথ প্রদর্শন করছ।" আবার কখনো সিরাত বা পথের সম্পর্ক বান্দার সাথে করা হয়েছে। যেমন সূরা ফাতেহায় বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, তারা এ পথের উপরই চলে। তারা এ পথের পথিক। তাই এটা তাদের সাথে সম্পৃক্ত।"-আল কাওয়াশিফুল জ্বালিয়্যাহঃ ১১৩ মাদারিজুস সালেকীন ঃ ১/১৭।

সুতরাং صراط الذين انعمت عليهم দ্বারা সাহাবায়ে কেমরামকে উদ্দেশ্য করা এবং এ আকীদা পোষণ করা যে, "তাঁদের নিজস্ব মত ও প্রদর্শিত পথই সিরাতে মুস্তাকীম তথা সত্যপথ এবং তারা এ সত্যের মাপকাঠি" প্রকাশ্য কুফরী, গোমরাহী ও ভণ্ডামী ছাড়া কিছু নয়।

তাছাড়া রাসূল (স) সারা জীবন মানুষকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে আহ্বান করেছেন। রাসূল (স) সরাসরি যাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের দিকে আহ্বান করেছিলেন তারাই তো সাহাবায়ে কেরাম (রা)। কাজেই সিরাতে মুস্তাকীম রাসূল (স) প্রদর্শিত পথ। এটা সাহাবায়ে কেরাম প্রদর্শিত পথ নয়। তাঁরা তো রাসূলেরই উম্মত ও অনুসারী মাত্র।

আমরা জানি যে, সূরা ফাতেহা রাসূল (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে। এ সূরাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে সাহাবাগণসহ মানবজাতিকে সিরাতে মুস্তাকীম লাভের প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বপ্রথম যারা এ প্রার্থনা শিখেছিলেন তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা) । এখন যদি اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم দ্বারা নিজেরাই উদ্দেশ্য হয়ে যান তাহলে তারা আল্লাহর দরবারে চাইলেনটা কি ? তারা নিজেরাই তো সর্বদা এই প্রার্থনা করতেন। সুতরাং পাঠক মহল বুঝতেই পারছেন জমিয়ত নেতাদের দাবী কতটা বাস্তব বিবর্জিত ও হাস্যকর!।

www.pathagar.com

## পুরস্কৃত বান্দা কারা ?

জমিয়ত নেতা মাওলানা হোসাইন মাহমুদ সাহেব তাঁর "সত্যের মাপকাঠি ও সাহাবায়ে কেরাম (রা)" বইতে লিখেছেন "পুরস্কৃত বান্দা কারা ? তাও অন্যত্র বলে দিয়েছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ○

"যাদেরকে আল্লাহ পাক পুরস্কৃত করেছেন তারা হলেন (চার প্রকার) নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেক বান্দাগণ।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৬৯

অতএব বুঝা গেল যে, উক্ত চার প্রকার বান্দাদের পথই হলো সিরাতে মুস্তাকীম। এখন দেখা যাক যে, সাহাবায়ে কেরাম এ চার প্রকারের অর্ন্তভুক্ত কি না ? হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাই যে, তারা শেষোক্ত তিন প্রকারের অন্যতম যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও মা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) প্রমুখ হলেন সিদ্দীকীনদের অন্তর্ভুক্ত। আর যে সকল সাহাবী নানাভাবে শাহাদাতবরণ করেছেন তারা হলেন শহীদগণের অন্যতম এবং অবশিষ্ট সকল সাহাবী হচ্ছেন সালেহীনের অর্ন্তভুক্ত। তাই পরিস্কার হয়ে গেল যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই আল্লাহর পুরস্কৃত বান্দা।–পৃঃ ১০-১১

### সমালোচনা

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেক বান্দাগণ দ্বারা শুধুমাত্র নবী-রাসূলগণই উদ্দেশ্য যদিও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সিদ্দীক, শহীদ এবং নেক বান্দা রয়েছেন। কিন্তু উক্ত আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য নন।

ইহুদী, খৃষ্টান ও বনী ইসরাঈলের আলেমরা যেভাবে আল্লাহর আয়াতের পূর্বাপরচ্ছেদ করে নিজেদের মতলব মত মনগড়া ব্যাখ্যা করত, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়ও ঠিক সেই নীতিরই অনুসরণ করা হয়েছে। সম্মানিত পাঠক মহলের কাছে পূর্ণ আয়াতটি তুলে ধরছি। যাতে তাদের ধোঁকাবাজী ও প্রতারণার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেনঃ

www.pathagar.com

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তারা (তারা উম্মতে মুহাম্মাদী তথা সাহাবীগণ) ঐসকল লোকদের সাথী হবেন যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে। তারা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সালেহীন বা নেক বান্দাগণ। তাঁরা অতী উত্তম সাথী।"

-সূরা আন নিসা ঃ ৬৯

আলোচ্য আয়াতটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করবে তারাই কেবল আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত পুরস্কৃত বান্দাদের সাথী হতে পারবে। আর এটা কে না জানে যে, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য স্বীকারকারী তারা হলেন উম্মতে মুহাম্মাদী তথা সাহাবায়ে কেরাম। এবং তাঁরাই আল্লাহ ও তারা রাসূলকে মান্য করে পুরস্কৃত বান্দাদের সঙ্গী-সাথী হবার সৌভাগ্য লাভ করবেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করাকেই পুরস্কৃত বান্দাদের সঙ্গী-সাথী হবার জন্য শর্ত রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরামই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকারকারীদের প্রথম শ্রেণী। সুতরাং তারা এ আয়াতে উল্লিখিত চার প্রকার পুরস্কৃত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত নন। বরং তারা আয়াতের প্রথমাংশ ومن يطع الله ورسوله فاولئك -এর অন্তর্ভুক্ত। আর আয়াতের শেষাংশ مع الذين انعم الله عليهم من النبين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ـ দ্বারা নবী রাসূলগণ উদ্দেশ্য হয়েছেন। কারণ এ অংশে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকারকারীদের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। শ্রেষ্ঠ নবীর অনুসরণ করে যারা শ্রেষ্ঠ উম্মত উপাধীতে ভূষিত তাদের অপেক্ষা উত্তম মানুষের সাথীত্ব ও দর্শন লাভ করাই হলো তাদের জন্য সুসংবাদ ও মর্যাদার কারণ। তাই অধিকাংশ তাফসীরকার বলেছেন ঃ

قيل : الذين انعمت عليهم الانبياء ـ

"আল্লাহর পুরস্কৃত বান্দাগণ হচ্ছেন আম্বিয়া (আ)।"–তাফসীরে বায়জাভী ১ম খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা, রুহুল মায়ানী ১ম খণ্ড ৯৫ পৃষ্ঠা। কাশ্‌শাফ ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা-২১

www.pathagar.com

সুতরাং যারা আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্য করবে কেবল তারাই সর্বোত্তম মানুষ নবী-রাসূলদের সাথীত্ব ও দর্শন লাভ করবে। উক্ত আয়াতটি মূলত রাসূলেরই সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রমাণ করে। দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন।

اس ایت میں بھی درجات جنت اور مقربین خداوندی کے ساتھ ہونے کا وعدہ صرف انحضرت ﷺ کی اطاعت پر کیا گیا ہے - ختم نبوت ١/١٧٣

"এ আয়াতেও জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের সাথী হবার ওয়াদা শুধুমাত্র রাসূলের আনুগত্যের উপরেই করা হয়েছে।"–দেখুন খতমে নবুওয়াত ১ম খণ্ড ১৭৩ পৃষ্ঠা।

মুফতী শফী সাহেব যথার্থই বলেছেন। কারণ এ আয়াতটি তাদের জন্যই সুসংবাদ যারা মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করে। আর সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন তাঁরই প্রথম অনুসারী দল।

## ভ্রান্তি নিরসন

এখন যদি কোনো বিভ্রান্ত ব্যক্তি বলে যে, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সালেহীন দ্বারা রাসূল উদ্দেশ্য হলেন কি করে ? নবীগণের কথা তো পৃথকভাবেই আয়াতে এসেছে ?

তার জবাব হলো এই যে, কুরআনের পরিভাষা মতেই তাঁরা সকলে নবী-রাসূল উদ্দেশ্য হয়েছেন। বিশেষ মর্যাদা ও গুণের কারণেই তাদেরকে নবীগণ থেকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়। মূলত তারা সকলেই নবী, নবীগণের মধ্যেও যে সিদ্দীকীন, শহীদগণ ও সালেহীন রয়েছেন কুরআনে তার ভুরি ভুরি দলিল রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলোঃ

সিদ্দীকগণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اُذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ـ مريم : ٤١

"এ কিতাবে ইবরাহীমের কথা স্মরণ কর। সে ছিল সিদ্দীক নবী।"
–সূরা মরিয়াম ঃ ৪১

www.pathagar.com

اُذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ـ مريم : ٥٦

"এ কিতাবে ইদরীসের কথা স্মরণ কর। সে ছিল সিদ্দীক নবী।"

-সূরা মরিয়ম ঃ ৫৬

শহীদ নবীগণ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে ঃ

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ـ ال عمران : ٢١

"তারা নবীগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে দিয়েছে।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ২১

فَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ○

"তোমরা নবীগণের একটি দলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছ এবং একটি দলকে শহীদ করে দিয়েছে।"

সালেহীন বা নেককার নবীগণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

'জাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলয়াস, তারা সকলে সালেহীন বা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।"–সূরা আল আনআম ঃ ৮৫

وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

"আমি তাঁকে সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত নবী ইসহাক-এর সুসংবাদ দিলাম।"–সূরা সাফফাত ঃ ১১২

হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

"তিনি সালেহীন বা নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত।"–সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৫

এক কথায় কুরআনে বর্ণিত পুরস্কৃত বান্দা সকলেই নবী ও রাসূল। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ـ

"ওরাই তারা যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে। তারা আদমের বংশধর নবীগণ।"–সূরা মরিয়ম ঃ ৫৮

সুতরাং সূরা ফাতেহার صراط الذين انعمت عليهم -এর মধ্যে সূরা নিসার ঐ আয়াতের পূর্বাপরচ্ছেদ করে সাহাবায়ে কেরামকে প্রবিষ্ট করা,

www.pathagar.com

তাদেরকে উদ্দেশ্য করা একটি নিকৃষ্টতম ও মনগড়া তাফসীর। এতে সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই।

আয়াতের অর্থ এবং এটি নাযিলের প্রেক্ষাপট স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ঐসব আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা নির্লজ্জ অপব্যাখ্যা বৈ কিছু নয়। ঐসব আয়াতের সাথে সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। বরং রাসূল (স)-ই একমাত্র সত্যের মাফকাঠি প্রমাণিত হয়। এটা খোদ দেওবন্দের সাবেক প্রধান মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (র) স্বীকার করেছেন।

এছাড়া আল্লাহ তাআলা সত্য পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে বলেছেন ঃ

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى۔

"নিশ্চয়ই সত্য পথে পরিচালনা করা একাজ আমার নিজের।"

–সূরা আল লাইল ঃ ১২

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ۔

তিনি রাসূল (স)-কে বলেছেন ঃ

ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء۔

"হে নবী, তাদেরকে সত্য পথে পরিচালিত করা তোমার কাজ নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২

এ হলো কুরআনের বর্ণনা। আর তা-ই যদি সঠিক হয় তাহলে সাহাবায়ে কেরামের মত ও তাদের প্রদর্শিত পথ সিরাতে মুস্তাকীম তথা সত্য হয় কি করে ? আমরা জানি, তাঁদেরকে সর্বপ্রথম সিরাতে মুস্তাকীম তথা সত্যপথ প্রদর্শন করা হয়েছিলো। কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে পরিচালিত করেন।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫৪

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ۔

"আল্লাহ ঈমানদারদের অবিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭

www.pathagar.com

## ৭. হাদীস الله الله فى اصحابى -এর সঠিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

খেলাফত মজলিসের বিশিষ্ট আলেম প্রিন্সিপাল হাবীবুর রহমান লিখেছেন ঃ

সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা সম্পর্কে মহানবী (স) আমাদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে গেছেন। আল্লাহর রাসূল (স) এরশাদ করেছেন ঃ

الله الله فى اصحابى لاتتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله ومن اذى الله يوشك ان ياخذه ـ

"হুশিয়ার! সাবধান! আল্লাহকে ভয় কর! সাবধান! আমার মৃত্যুর পর আমার সাহাবাদের সমালোচনার বস্তু বানাবে না। তাদের সমালোচনা করবে না। যে ব্যক্তি সাহাবাদের ভালবাসবে সে আমার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করল। আর যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে তা প্রকৃতপক্ষে আমার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণের পর্যায়ভূক্ত হবে। সাহাবাদের যারা কষ্ট দিবে তারা আমাকে কষ্ট দিল। আর যারা আমাকে কষ্ট দিল, তারা আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিবে সে অচিরেই আল্লাহর আযাব ও গজবে গ্রেফতার হবে।-তিরমিযী শরীফ

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র) বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে,

১। সাহাবাদের সমালোচনা করা হারাম।

২। সাবাগণের মহব্বত করা, ভালবাসা এবং তাদের প্রতি ভাল ধারণা রাখা ওয়াজিব।

৩। তাঁদেরকে মন্দ জানা বা তাদের প্রতি মন্দ ধারণা করা হারাম।"-দেখুন, হাবীবুর রহমান রচিত মওদূদী ফিৎনা পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯।

### সমালোচনা ও জবাব

একশ্রেণী আলেম আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে চান যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) নির্ভূল নিষ্পাপ ; তারা সত্যের মাপকাঠি।



www.pathagar.com

কোনোভাবেই তাদের সমালোচনা করা যাবে না। এ উদ্দেশ্যে তারা হাদীসের ভূল ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন আর জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে আনন্দ উপভোগ করছেন।

কিন্তু তারা এ হাদীসটির ভুল ব্যাখ্যা করে কুরআনের যত আয়াত ও রাসূলের যত হাদীসের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করেছেন তা তারা বেমালুম ভুলে গেছেন। ইসলামের মূলনীতি সত্যের সাক্ষ্য ও ন্যায় বিচারের দাবীসমূহকে তারা মুহূর্তেই পদদলিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের সে বিভ্রান্তির অপনোদন করা একান্ত জরুরী। তাই বলছি যে, যে রাসূল (স) উপরোক্ত হাদীসটি নিজের মুবারক মুখে উচ্চারণ করেছেন তিনিই তো সাহাবা কেরাম (রা) কে বলেছেন ঃ

والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم - رواه مسلم والترمذى

"সে সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, যদি তোমরা পাপকার্য না করতে, গোনাহ না করতে তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্ব ংস করে দিতেন এবং এমন একটি সম্প্রদায় অস্তিত্বে নিয়ে আসতেন যারা পাপ করে গোনাহ করে অতপর তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন।"–মুসলিম ও তিরমিযী

হাদীসে কুদসীতে আছে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يا عبادى كلكم مذنب الا من عافيت فاستغفرو نى اغفر لكم -

"হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই পাপী-অপরাধী তবে সে ছাড়া যাকে আমি ক্ষমা করে দেই। কাজেই তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব।"–মুসলিম

রাসূল (স) আরো এরশাদ করেন ঃ

كل بنى ادم خطاء وخير الخطائين التوابون -

"আদম সন্তান সকলেই পাপী-অপরাধী। পাপীদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা বেশী বেশী তাওবা করে।"–তিরমিযী

এ সমস্ত হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে, প্রত্যেক মানুষেরই কম বেশী ভুলত্রুটি ও গোনাহ-খাতা আছেই। তবে মুসলমানের কাজকে বিচারের ক্ষেত্রে এবং পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণের ক্ষেত্রে ওহী ভাহী তথা

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীসের আলোকে যাচাই বাছাই করে তাদের আদর্শকে গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অত্যাবশ্যক। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় মানুষ যাতে ভুলের অনুসরণ না করে। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের চিরাচরিত মূলনীতি। এর দ্বারা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা খাটো করা উদ্দেশ্য হয় না। তাই ইমাম মালেক (রা) বলেছেন ঃ

انما انا بشر اخطئ واصيب فانظروا فى رائى فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه۔

"আমি তো একজন মানুষ। ভুলও করি আবার শুদ্ধও করি। কাজেই তোমরা আমার মতামতের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে। অর্থাৎ আমার মতকে যাচাই করবে। আর যা কিছু কুরআন হাদীসের মোতাবিক হবে তোমরা তাই গ্রহণ করবে। আর যা কিছু কুরআন হাদীসের মুতাবিক হবে না তা তোমরা বর্জন করবে।"–হাকীকাতুল ফেকাহ

মূলকথা হচ্ছে এই যে, কোনো মানুষই ভুলের উর্ধে নয়। মানুষের পক্ষে ভুল-ত্রুটি ও গোনাহ প্রকাশ পাওয়াটা তার প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত। একে অস্বীকার করার উপায় নেই। মুফতী ফজলুল হক আমিনী এম. পি বলেছেন ঃ

হযরত ইউসুফ (আ) বলেছেন ঃ

وما ابرئ نفسى ان النفس لامارة بالسوء۔

"আমি আমার নফসের কু প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত নই। নিশ্চয়ই নফসে আম্মারা বা নফসের কুপ্রবৃত্তি মন্দচারীর দিকে আহ্বান করে।"

–সূরা ইউসুফ ঃ ৫৩ সূত্র আদর্শ ছাত্র পৃ ঃ ২০২

এটা হযরত ইউসুফের কথা কুরআনে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন। এজন্য মানুষকে গোনাহের জন্য খোটা দিতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন ঃ

من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله۔

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে গোনাহের কারণে লজ্জা দেয় সে এ গোনাহ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না।"–তিরমিযী

এজন্য মাওলানা মওদূদী (র) বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে তো দূরের কথা কোনো সাধারণ মুসলমানদেরকেও দোষারোপ করা, কুৎসা রটানো জায়েয নেই।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী (র) বলেন ঃ

صحابہ کرام کو بُرا بھلا کہنے والا میرے نزدیک صرف فاسق ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان بھی مشتبہ ہے من ابغضھم فببغضی ابغضھم۔

"সম্মানিত সাহাবীগণকে দোষারোপকারী গালমন্দকারী ব্যক্তি আমার মতে স্রেফ ফাসেকই নয় বরং আমার মতে তার ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। রাসূল (স) বলেছেন—যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে।"-তরজুমানুল কুরআন পৃঃ ৫৩ আগষ্ট ১৯৬১

এ হলো মাওলানা মওদূদী (র)-এর দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা। তিনি আল্লাহর নবীর প্রিয় সাহাবীগণের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সমালোচনা করতেন না, বরং তিনি সমালোচনা করতেন শিক্ষা গ্রহণের জন্য, সত্যের সাক্ষ্য ও ন্যায় বিচারের দাবী পূরণের জন্য, বাস্তব অবস্থাটা বর্ণনা করতেন মাত্র। এখানে দোষারোপ, দোষচর্চা, হীন উদ্দেশ্যে সমালোচনা করা, গালমন্দ করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য হতো না। যারা মাওলানা মওদূদী (র)-এর বিরুদ্ধে সাহাবাদের সমালোচনা ও দোষারোপ করার অভিযোগ তুলেছেন এটা তাদের বুঝের ভুল। তারা ভালকে ভাল ও মন্দকে মন্দ বলার বিচারনীতি ও ন্যায় নীতি থেকে বহুদূরে অবস্থান করেছেন। এমনটি ইসলামে কাম্য নয়। মাওলানা মওদূদী (র)-এর একটি সমালোচনা এখন সম্মানিত পাঠকের সামনে পেশ করছি যা তিনি জনৈক সাহাবী (রা)-এর যেনা ব্যভিচারের প্রসংগে উল্লেখ করেছেন। মাওলানা মওদূদী (র) বলেন, যেসব লোকের খাটি ঈমান ছিল, অথচ ভুল বসত তাদের দ্বারা কোনো ব্যভিচারের কাজ হয়ে গিয়েছিল তাদের অবস্থা কিরূপ ছিল, তা কি আপনারা জানেন ? একজন লোক শয়তানের প্রতারনায় পড়ে ব্যভিচার করে বসলো। তার সাক্ষী কেউ ছিল না। আদালতে ধরে নিয়ে যাবারও কেউ ছিল না। পুলিশকে খবর দেয়ার মতো লোকও কেউ ছিল না। কিন্তু তার মনের মধ্যে ছিল খাঁটি ঈমান। আর সে ঈমান তাকে বললো, আল্লাহর আইনকে ভয় না করে যখন তুমি নফসের খাহেশ পূর্ণ করেছ তখন তাঁর নির্দিষ্ট আইন মতে শাস্তি পাবার জন্য প্রস্তুত হও। কাজেই সে নিজেই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর খেদমতে এসে হাজির হলো এবং নিবেদন করলো। হে আল্লাহর রাসূল ! আমি ব্যভিচার করেছি আমাকে এর শাস্তি দিন। হযরত মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

(স) তখন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে ব্যক্তি আবার সেই দিকে গিয়ে শাস্তি দেয়ার জন্য অনুরোধ করলো এবং বললো আমি যে পাপ করছি আমাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিন। এটাকেই বলে ঈমান। এ ঈমান যার মধ্যে বর্তমান থাকবে, খোলা পিঠে একশত চাবুকের ঘা নেয়ার এমন কি পাথরের আঘাত খেয়ে মরে যাওয়াও তার পক্ষে সহজ ; কিন্তু আল্লাহর নাফরমানী করে আল্লাহর সামনে হাযির হওয়া তার পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার।"–দেখুন ইসলামের হাকীকত পৃঃ ১৯-২০

মাওলানা মওদূদী (র)-এর এ রকম সমালোচনার উপর যদি কেউ অন্যায় অভিযোগ তুলে তাহলে এটা কার ভুল ? তার নিজের বুঝের ভুল নয়কি ? এটাকি মাওলানা মওদূদী (র)-এর ভূল ?

মাওলানা মওদূদী (র)-এর সমালোচনা এরকমই ছিল। এটা কারো প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ বা কাউকে তার সম্মানের উপর আঘাত করার জন্য নয়।

এ জাতীয় বিচার বিশ্লেষণ, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও সত্যের সাক্ষ্যদানের জন্য নেহায়েত জরুরী, এটা কারো ব্যক্তিগত মর্যাদার ভিত্তিতে করা হয় না। রাসূল (স) বলেছেন ঃ

لاتكونوا مثل قوم قد ضلوا كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه وكانوا اذا سرق فيهم الضعيف فاقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ـ

"তোমরা সে জাতির মত হয়ো না যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ ছিল যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্মানী ব্যক্তি চুরি করতো তখন তারা তাকে এমনি ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল নীচু ব্যক্তি চুরি করত তখন তারা তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর কসম মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তাহলে আমি তার হাত কেটে দেব।"–বুখারী ও মুসলিম

পাঠক লক্ষ্য করুন ! আল্লাহর রাসূল (স) নিজ উম্মত কে কি বলছেন? তিনি অপরাধকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য উম্মতকে জোর তাকিদ দিচ্ছেন।

তিনি মা ফাতেমা (রা)-এর নাম উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিলেন যে, কোনো সম্মানী ব্যক্তি যদি কোনো সময় কোনো দোষের কাজ করে তবে

www.pathagar.com

এটা গুণ হয়ে যাবে না। মুসলমানের কাজকে বিচারের ক্ষেত্রে এবং ভাল মন্দ বলার ক্ষেত্রে যে নীতি সর্বদা পালনীয় তা হচ্ছে সত্যের সাক্ষ্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। আজো যদি কোনো মুসলমান সত্যের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে পূর্ববর্তী কোনো ব্যক্তির দোষকে দোষ বলে উল্লেখ করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে দুর্নীতিতে জড়ায়নি বরং সে সত্যের পক্ষে অবিচল থেকে সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা এজন্যই বলেছেন ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে ওঠো। আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতারূপে যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে হয়।"–সূরা আন নিসা ঃ১৩৫

সুতরাং রাসূলের বাণী—"আল্লাহ আল্লাহ ফী আসহাবী .... এর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মাওলানা মওদূদী (র) ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা অনর্থক, একেবারেই গুরুত্বহীন। কারণ অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। আজ এক শ্রেণী আপত্তিকারীদের বিরুদ্ধে আরব বিশ্বের আলেমরা শিরকে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে শিরকে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ উঠেনি।

## ৮. হাদীস اقتدوا بالذين بعدى ابى بكر وعمر -এর সঠিক ব্যাখ্যা

জামেয়া কাসেমুল উলুম দরগাহে শাহজালাল-এর শিক্ষক মাওলানা আবুল কালাম জাকারিয়া বলেন ঃ

হুজুর (স) এরশাদ করেছেন ঃ

اقتدوا بالذين بعدى ابى بكر وعمر -

রাসূল (স) উম্মতকে নির্দেশ করেছেন ঃ "আমার পর তোমরা আবু বকর ও উমরের অনুকরণ কর।"

অপর এক হাদীসে তিনি এরশাদ করেন ঃ

ان يطع القوم ابا بكر وعمر يرشدوا - مسلم

www.pathagar.com

"যদি লোকেরা আবু বকর ও ওমরের অনুকরণ করে তাহলে তারা হেদায়াত পাবে।"-মুসলিম

প্রিয় পাঠক, আবু বকর ও ওমর (রা) মিয়ারে হক হবার কী দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা ! অথচ মওদূদী সাহেবের মতে রাসূলে খোদা ছাড়া কেইউ মিয়ারে হক নন। না আবু বকর না ওমর (রা) না অন্য কেউ। বাহ! কী মারত্মক দুঃসাহস-(মুখোশ উন্মোচন ২/২৮

**সমালোচনা ও জবাব**

সত্যের মাপকাঠির অপব্যাখ্যাদানকারীরা আলোচ্য হাদীসদ্বয়কে তাদের ভ্রান্তধারণার দলিল মনে করেছেন অথচ এর দ্বারা আল্লাহর রাসূলের সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রমাণিত হয়। কারণ অসংখ্য সাহাবীর মধ্য থেকে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা)-এর নাম আল্লাহর রাসূল (স) কেন নিলেন তারা তা জানেন না বিধায় তারা উপরোল্লিখিত হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রাসূল (স)-এর বাণী—"আমার পরে তোমরা আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে।" স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) রাসূলের বর্তমানে তাঁকে ছাড়া আর কারো অনুসরণ করেননি। তাঁরা রাসূলের জীবদ্দশায় একমাত্র রাসূলেরই অনুসরণ করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, রাসূল (স)-এর অ-বর্তমানে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে থেকে ব্যক্তি আবু বকর ও ব্যক্তি ওমরের নাম কেন নেয়া হলো ? এবং কেন তাদের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হলো ? তার সঠিক উত্তর হলো এই যে, হযরত আবু বকর (রা) হযরত ওমর (রা) অন্যান্য সকল সাহাবীর চেয়ে তারা রাসূল (স)-কে বেশী জানতেন, বেশী বেশী রাসূলের সংশ্রবে থেকেছেন, তাঁর কাছ থেকে দীনের হুকুম আহকাম বেশী জেনেছেন এবং তারা উভয়ে রাসূল (স)-এর শ্বশুর হওয়ার কারণে রাসূলের সাথে ওঠা বসার সুযোগ বেশী পেয়েছেন। তাই রাসূল (স) তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ

لانى كثير ما كنت اسمع رسول الله ﷺ يقول : كنت وابو بكر وعمر

وفعلت وابو بكر وعمر وانطلقت وابو بكر وعمر

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে অধিকাংশ সময় বলতে শুনেছি তিনি বলতেন, আমি, আবু বকর ও ওমর ছিলাম। আমি, আবু বকর ও ওমর করলাম। আমি, আবু বকর ও ওমর চললাম।" -বুখারী ১/৫১৯ দিল্লি ছাপা

www.pathagar.com

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে অধিকাংশ সময় বলতে শুনেছি, "আমি, আবু বকর ও ওমর এসেছি। আমি, আবু বকর ও ওমর প্রবেশ করেছি। আমি, আবু বকর ও ওমর বের হয়েছি।"–মুসলিম ২/২৭৪ শরহে আকীদা তাহাবিয়া পৃঃ ৫৩৯ মাজমুউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ৪/৪৫৬

এসব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, রাসূল (স) আবু বকর ও ওমর-এর অনুসরণের নির্দেশ কেন দিয়ে ছিলেন ? এটা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের কারণে দেননি বরং তারা যে সবসময় রাসূল-এর সংশ্রবে থাকতেন, তাঁর কথা জানতেন বুঝতেন অন্যন্য যে কোনো সাহাবীর চেয়ে বেশী, তাই তাদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় সাহাবায়ে কেরামের মাঝে রাসূল (স)-এর ঘোষণা দেয়ার আর কী অর্থ থাকতে পারে যে, আমি, আবু বকর ও ওমর প্রবেশ করেছি। আমি, আবু বকর ও ওমর বের হয়েছি। আমি, আবু বকর ও ওমর গিয়েছি, এর দ্বারা রাসূল (স) সাহাবা সহ গোটা উম্মতকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি, আবু বকর ও ওমরের অনুসরণের নির্দেশ কেন দিয়েছিলেন ? এটা তাঁদের অনুসরণ নয় বরং রাসূলের অনুসরণ। তারা দুজনই হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা বেশী রাসূলের সংগ সুহবত প্রাপ্ত।। রাসূলের কথা ও কাজ সম্পর্কে বেশী অবগত।

সুতরাং আবুল কালাম জাকারিয়া সাহেব ও তার মত যারা উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা জ্ঞানীজনদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অনুসরণের ক্ষেত্রে তাদের আকীদা-বিশ্বাস স্বচ্ছ নয় বলেই তারা বিভ্রান্তিকর আকীদা-বিশ্বাস প্রচার করছেন।

কাজী সানাউল্লাহ পানীপথি (র) বলেছেন ঃ

ومتا بعت مقصور بر انبياء باید داشت۔

"অনুসরণকে নবী করীম (স)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।"

–মালাবুদ্ধা মিনহু

পটিয়া মাদ্রাসার বড় মুফতী মাওলানা ইবরাহীম চট্টগ্রামী বলেন ঃ

انحضرت ﷺ مبعوث هو جانے کے بعد صرف ان کا اقتداء ضروری هے اور کسی کا اقتداء جائز نهیں۔

"হযরত মুহাম্মাদ (স) নবী হিসেবে প্রেরিত হয়ে যাওয়ার পর কেবল তাঁরই অনুসরণ করা অপরিহার্য। তিনি ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করা বৈধ নয়।"–আত্তাকরীব লিহাল্লে শরহিত তাহজীব, পৃঃ ২১

www.pathagar.com

কওমী মাদ্রাসার পাঠ্য-কিতাবসমূহে যখন এসব মাসআলার পরিষ্কার সমাধান লেখা আছে তখন একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আবুল কালামরা নিছক জেদের বশবর্তী হয়ে কুরআন-হাদীসের অপব্যখ্যা দিচ্ছেন এবং ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বিকৃতি ঘটাচ্ছেন। আমাদের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতটিই যথেষ্ট ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"বল যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন। আল্লাহ বড়ই দয়াশীল, ক্ষমাশীল।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১

এ আয়াতই প্রমাণ করে সত্যের মাপকাঠি রাসূল ছাড়া আর কেউ নয়। আর তিনিই উম্মতের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

## ৯. হাদীস عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الرشدين -এর ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

জামেয়া কাসেমুল উলুম দরগাহে শাহজালাল (রা)-এর মুফতী জনাব মাওলানা আবুল কালাম জাকারিয়া আরো বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেন ঃ

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا علينا بالنواجذ - رواه الترمذى

"আমার ও আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত তোমাদের গ্রহণ করা অপরিহার্য। তোমরা সে সুন্নাত কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।"–তিরমিযী, আহমদ

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য হাদীসে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তোমারা খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকেও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। তাহলে খোলাফায়ে রাশেদীন কি মিয়ারে হক হলেন না, নিশ্চয়ই উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তারা নিসন্দেহে মিয়ারে হক। অথচ মওদূদী সাহেবের মতে রাসূলে খোদা ছাড়া কেউই মিয়ারে হক নন,

www.pathagar.com

না খোলাফায়ে রাশেদীন না অন্য কোনো সাহাবী। উহ! কত বড় ধৃষ্টতা।–সূত্র মুখোশ উন্মোচন পৃঃ ২/২৭

**সমালোচনা ও জবাব**

জনাব মুফতী আবুল কালাম সাহেবেরা উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকেন এটা যে তাদের বিকৃত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভুল ব্যাখ্যা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর প্রধান কারণ হলো এই যে, তারা যখন খোলা মনে নিষ্ঠার সাথে আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে যান এবং শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র) ও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করার যখন তাদের উদ্দেশ্য থাকে না তখন তারাই এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করেন এবং বলেন, সুন্নাতে খোলাফা বলতে পৃথক ও স্বতন্ত্র কোনো সুন্নত নেই। যেমন দেখুন, চট্টগ্রাম মাইনুল ইসলাম হাটাজারী মাদ্রাসার উস্তাজুল হাদীস ওয়াত তাফসীর মাওলানা আবুল হাছান সাহেব ব্যাখ্যায় কী বলেছেন।

তিনি বলেছেন, খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত কে হুজুর (স)-এর সুন্নাতের সাথে উল্লেখ থাকার কারণ দুটি (এক) হুজুর (স)-এর জানা ছিল যে, খলীফা চতুষ্ঠয় তাঁর সুন্নতের আলোকে যে ইজতেহাদ করবেন তাতে তারা ভুল করবেন না। যেমন তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা)-এর যুদ্ধ ঘোষণা করা (قتال ابی بکر بمانعی الزکاۃ)

(দুই) হুযুর (স)-এর জানা ছিল যে, তাঁর কতিপয় সুন্নাত তাঁর যুগে এতটুকু প্রচার ও প্রসার লাভ করবে না। যতটুকু খোলাফাদের যুগে করবে। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে উম্মে ওয়ালাদের বিক্রি নিষিদ্ধ হবার সুন্নাত হযরত উমর (রা)-এর যুগে তাঁর নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়া (منع عمر بیع امہات الاولاد)। মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ তালীকুস সবীহ ও আশিয়াতুল লুমুআতে তাই লিখেছেন। দেখুন তানজীমুল আশতাত ১/১০২

সিলেটের সুপ্রসিদ্ধ মাদ্রাসা "জামেয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মোহাম্মদপুর-এর উস্তাজুল হাদীস মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব লিখেছেন, "দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের তাকীদ কেন দেয়া হলো ? তার দুটি কারণ হতে পারে।

www.pathagar.com

প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, রাসূলের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তারা (খোলাফায়ে রাশেদীন) তাঁর সুন্নত থেকে ইজতেহাদ-গবেষণা করে যে সুন্নত কর্মপদ্ধতি বের করবেন তা রাসূলের সুন্নাতের মুতাবিকই হবে। এতে তারা ভুল করবেন না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, রাসূল (স)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত করা হয়েছে যে, তাঁর কোনো সুন্নত তাঁর যুগে প্রসার লাভ করবে না বরং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রসার লাভ করবে ..... তাই খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে তাঁর সুন্নতের সাথে যুক্ত করা হয়েছে ..... তাঁদের যুগে প্রকাশিত হওয়ার কারণে। অন্যথায় প্রকৃত প্রস্তাবে এটা রাসূলেরই সুন্নত।-মিরকাত দরসে মিশকাত, দেখুন আমানিউল হাজাহ পৃ ঃ ৬৫

জামায়াত বিরোধী আলেমদের এ ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আবুল কালামরা আলোচ্য হাদীসের যে ব্যাখ্যা পেশ করছেন আর খোলাফায়ে রাশেদীনকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করছেন। তা মোটেই ঠিক নয়। বরং নির্ভেজাল ভণ্ডামী ও অপব্যাখ্যা মাত্র। কারণ এ দুই ব্যাখ্যাকার স্পষ্ট বলেছেন যে, সুন্নতে খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে আলাদা কোনো সুন্নত নেই। বরং এটা রাসূলেরই সুন্নত। তবে তাদের যুগে প্রকাশ ও প্রচার পাওয়ার কারণে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে মাত্র।

আহলে সুন্নতের আলেমগণ সর্বদা এরকম ব্যাখ্যাই দিয়ে আসছেন। কেননা কোনো খলীফা রাশেদকে এ অনুমতি দেয়া হয়নি যে তিনি নিজে ইসলামের মধ্যে কোনো নতুন সুন্নত বা পথ আবিষ্কার করার অধিকার রাখেন।

ইসলামের নবী (স) ঘোষণা করেছেন ঃ

من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ـ

যে ব্যক্তি আমার এ দীনের মধ্যে নতুন কোনো কিছু আবিষ্কার করবে তা বাতিল ও প্রত্যাখান হবে।-বুখারী মুসলিম। যে ব্যক্তি তাঁর অবর্তমানে ইসলামের মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন করবে তাকে নবীজী হাউজে কাউছারের নিকট থেকে এই বলে তাড়িয়ে দিবেন ঃ سحقا سحقا لمن بدل بعدى সে দূর হোক, ধ্বংস হোক, যে আমার ইন্তেকালের পর দীনের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে।-বুখারী

www.pathagar.com

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

فمن لم يعمل بسنتى فليس منى-

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নত অনুযায়ী আমল করে না সে আমার উম্মত নয়।"–ইবনে মাজাহ

তিনি আরো বলেছেন ঃ

امتى من استن بسنتى-

"সেই আমার উম্মত যে আমার সুন্নতের অনুসরণ করে।"

সুন্নতে খোলাফা বলতে কী বুঝায় পূর্ববর্তী আলেমগণ খুবই সুন্দরভাবে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।–দেখুন সুবুলুস সালাম ১/১১ ২য় অংশ তুহফাতুল আহওয়াজী মুবারকপুরী ৭/৪৪০।

বিঃ দ্রঃ আহলে সুন্নতের ইমামগণ ও আলেমগণ সুন্নতে খোলাফাকে পৃথক ও স্বতন্ত্র সুন্নত হিসেবে গ্রহণ করেন না। বরং রাসূলের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, তার কারণ সুন্নত হচ্ছে ওহী গায়র মতলু অপঠিত ওহী। আর ওহী তো রাসূলদের কাছে এসেছে। খলীফাগণের নিকট আসেনি। হযরত হাসসান ইবনে আতিয়্যা (র) বলেছেন ঃ

كان جبرئيل عليه السلام ينزل على رسول الله بالسنة كما ينزل عليه بالقران يعلمه اياها كما يعلمه القران-

উল্লেখ্য, আলোচ্য হাদীসের খোলাফা শব্দটিই হচ্ছে প্রথম দলিল যে, তারা সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন না। কারণ খোলাফা খলীফা শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধি। অর্থাৎ তারা রাসূলের প্রতিনিধি। তারা নিজেরা মূল নন। খলীফা হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে রাসূলের কথা ও কাজের পরিপূর্ণ অনুসারী ও তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী।

## ১০. আয়াত والذين اتبعوهم باحسان-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা

যারা সাহাবা, তাবেয়ীনকে নিঃশর্ত অনুসরণীয় তাঁদের কথা ও কাজকে নির্বিচারে অনুকরণীয় বলে বিশ্বাস করেন এবং তাদেরকে যারা সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

"আর যে সকল মুহাজির ও আনসার (আল্লাহর পথে) প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ তৈরী করেছেন যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত রয়েছে। সেখানে তারা সর্বদা থাকবে। এটা বড় সফলতা।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ১০০

সাহাবা ও তাবেয়ীগণকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার পিছনে তাদের যুক্তি হলো ঃ

১। আলোচ্য আয়াতে তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা রয়েছে।

২। তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

৩। যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করে তাদের প্রতিও আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা রয়েছে।

৪। তাদের কথা ও কাজে আল্লাহ রাজী আছেন। তাই তারা সত্যের মাপকাঠি।

**সমালোচনা ও জবাব**

উপরোক্ত আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম ও ইহসানের সাথে যাঁরা তাদের অনুসরণ করেছে তাঁদের যে মর্যাদা ও ফযিলত বর্ণিত হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। প্রত্যেক মুসলমানই বিনা বাক্য ব্যয় তা বিশ্বাস করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি মনে করা হয় না। কারণ সত্যের মানদণ্ড আর মর্যাদা ও ফযিলত এক জিনিস নয়। রাসূল (স) ছাড়া আর কারো অনুসরণই নিঃশর্ত নয় এবং নিঃশর্ত হতে পারে না। কেননা রাসূল ছাড়া আর কেউই নির্ভুল নিষ্পাপ নয়। এটা সর্বসম্মত আকীদা । উপরোক্ত আয়াতের পরে আল্লাহ তাআলা একদল সাহাবায়ে কেরাম (রা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ط عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ـ التوبة : ١٠٢

"এবং অপর কতক লোকে নিজেদের গুনাহসমূহ স্বীকার করে নিয়েছে তারা সৎকর্মের সাথে অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে আশা করা যায় আল্লাহ তাদেরকে মাফ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল।"

–সূরা আত তাওবা ঃ ১০২

তারা সাহাবায়ে কেরামই। কিন্তু তাদের আমলের সাথে ভাল-মন্দের মিশ্রণ ঘটেছে। এখন বলুন তারা কি সত্যের মাপকাঠি ?

অভিযোগকারীগণ বলেন, যাদের কথা ও কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং যাদেরকে ব্যর্থহীন ভাষায় জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই সত্যের মাপকাঠি মানতে হবে। আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলব কুরআনের এ আয়াতটি ভাল করে পড়ুন এবং দেখুন আল্লাহ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কী বলছেন ?

তিনি বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ص وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

"যখন তারা কোনো কুকর্ম করে বসে অথবা নিজেদের উপর অবিচার করে অমনি তারা আল্লাহকে স্বরণ করে এবং নিজেদের গুণাহ সমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কেননা, আল্লাহ ছাড়া গোনাহ মাফ করতে পারে এমন কে আছে ? আর তারা যা করে ফেলে জেনে শুনে করতে থাকে না। তারা সেসব লোক যাদের পুরস্কার হবে তাদের রবের পক্ষ হতে মাগফিরাত এবং জান্নাত। যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত রয়েছে। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। আমলকারীদের পুরস্কার কতই না উত্তম।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫-১৩৬

এখন বলুন তারা জান্নাতের সুসংবাদ পায়নি গোনাহ করা সত্ত্বেও ?

www.pathagar.com

তাদের প্রতি আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির ঘোষণা দেয়া হয়নি ? তার পরেও তাদের জন্য এমন কিছুর উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রমাণ করে তারা সত্যের মানদণ্ড হতে পারেন না। রাসূল (স) সাহাবীদের দাফন কাফনের কাজ সম্পন্ন করে উপস্থিত লোকদের বলতেন ঃ

استغفرو الاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسال-

"তোমরা তোমাদের এ ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। দৃঢ়পদ থাকার জন্য দোয়া কর। তাকে এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

যদি তারা সত্যের মাপকাঠি হতেন তা হলে রাসূল (স) কি তাদের ব্যাপারে এ রকম বলতেন ?

আসলে আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ-

"আর যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে। সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করে।"

এখানে নিঃশর্ত অনুসরণের কথা বলা হয়নি। ইত্তেবা বিল ইহসানের কথা বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে বিশুদ্ধ ঈমানের সাথে তাদের সৎকাজের অনুসরণ করা এবং অসৎকাজের অনুসরন না করা। বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত জনৈক দলপতি সাহাবী আগুন জালিয়ে সংগীদেরকে আগুনে প্রবেশ করতে বলেছিলেন। রাসূল (স)-কে সে বিষয়ে অবহিত করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ

لاطاعة فى معصية الله انما الطاعة فى المعروف-

"আল্লাহর নাফরমানীতে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য চলবে না। আনুগত্য কেবল ভাল কাজে।"–আহমদ ১/৪৮২ হাদীস নং ৭২৪, ৬২২

এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সাহাবীদের নিঃশর্ত অনুসরণ জায়েয নেই। শুধু ইত্তেবা বিল ইহসান বা ইত্তেবা বিল মারুফ জায়েয। মূলত ঈমান ও আমলে সালেহ থাকলেই ইহ ও পরকালের সকল কল্যাণ লাভ করা যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً-

"যারা ঈমান আনবে নেক আমল করবে মেহমানী স্বরূপ তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস।"

www.pathagar.com

অতএব সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি বানানোর প্রয়োজন নেই।

## ১১. ইজমায়ে সাহাবা কি মিয়ারে হক ?

মাওলানা মওদূদী (র) ইজমা সাহাবা (রা)-কে হুজ্জাত ও দলিল বলেছেন। কারণ, রাসূল (স) এরশাদ করেন ঃ

لاتجتمع اُمّتِیْ علی ضلالة۔

"আমার উম্মত পথ ভ্রষ্ঠতার ওপর ঐক্যবদ্ধ হয় না।"

মাওলানা মওদূদী (র) সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতামত তথা 'ইজমা' কে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার কারণে অভিযোগকারী আলেমগণ বলেন ঃ

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে মওদূদী সাহেবের এবারত ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, তাতে তিনি বলেছেন ঃ

رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے ۔

"আল্লাহর রাসূল ছাড়া অন্য কোনো মানুষকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না।"

অথচ তিনি উপরোক্ত বক্তব্যে এজমায়ে সাহাবাকেও হুজ্জাত ও 'মিয়ারে হক' ? মেনে নিয়েছেন। তাই তার এরূপ বলা উচিত ছিল ঃ

رسول خدا اور اجماع صحابہ کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے ۔

"আল্লাহর রাসূল এবং ইজমায়ে সাহাবা ছাড়া অন্য কোনো মানুষকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না।"–সূত্র সত্যের মাপকাঠি ও সাহাবায়ে কেরাম পৃঃ ৪২

### সমালোচনা ও জবাব

অভিযোগকারীগণ একটি বুনিয়াদী ভুলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন বলেই জামায়াতে ইসলামীর গঠণতন্ত্রে মাওলানা মওদূদী (র)-এর এবারতকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করছেন। আসলে মাওলানা মওদূদী (র)-এর এবারতটি ত্রুটিপূর্ণ নয় বরং অভিযোগকারীদের অভিযোগটি ত্রুটিপূর্ণ। কবি বলেন ঃ

www.pathagar.com

كم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم ـ

এবং তারা যে, ইজমা সাহাবা কে জামায়াতের গঠনতন্ত্রে প্রবিষ্ট করে যে এবারত তৈরী করেছেন তা মোটেই সঠিক নয়।

বরং 'ইজমায়ে সাহাবা'কে 'মিয়ারে হক' থেকে পৃথক করে বর্ণনা করাই মাওলানা মওদূদী (র)-এর উচিত ছিল এবং তিনি তা-ই করেছেন। অন্যথায় তাঁর উপরেই এ অভিযোগ উঠতো যে, তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয় রিসালাতে বিশ্বাসের ব্যাখ্যায় রাসূল (স)-কে 'মিয়ারে হক' বলেছেন। এখানে ইজমায়ে সাহাবাকে কেনো প্রবিষ্ট করছেন, অথচ ইজমা হচ্ছে দীনের শাখা-প্রশাখা জাতীয় বিষয়ে দলিল ?

ইমাম আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনু ইবরাহীম (আ) আল হানফী বলেন ঃ

اجماع هذه الامة بعد ما توفى رسول الله ﷺ فى فروع الدين حجة ـ اصول الشاشى

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর তিরোধানের পর এ উম্মতের ইজমা হচ্ছে দীনের আনুসঙ্গিক ও শাখা-প্রশাখা জাতীয় বিষয়ে হুজ্জত বা দলিল।"

–উসূলুশ শাশী

এর দ্বারা পরিষ্কার জানা গেল দীনের মূল বিষয়ে ইজমা হুজ্জাত নয়। কারণ, দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল আনীত। এর উৎস হচ্ছে আল্লাহর ওহী তথা কুরআন ও হাদীস। মানুষের সর্বসম্মত মতামত কিংবা তাদের ইজমা এর উৎস হতে পারে না। এ জন্য সকল ইমাম বলেছেন, ইজমা এবং কিয়াছ হচ্ছে مظهر দীনের হুকুম প্রকাশকারী। مثبت বা উৎস নয়। তা ছাড়া জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে আল্লাহর রাসূল (স) কে যে সেন্সে 'মিয়ারে হক' বলা হয়েছে তার দলিল সমূহ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইজমা সাহাবার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন রাসূল (স)-এর 'মিয়ারে হক' হওয়ার একটি দলিল হচ্ছে এই যে,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ

"হে রাসূল! আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।"

তাই পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সর্তককারী ও সুসংবাদদান কারী। তাঁর নিয়ে আসা ওহী তথা কুরআন-হাদীস দ্বারা সবাইকে সতর্ক করা

www.pathagar.com

যাবে। যারা দীনের বিষয়ে খেদমত করে যাচ্ছেন তাঁরা রাসূলেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন মাত্র। তিনিই দীনের মূল ব্যক্তিত্ব। বাকী সকলে তাঁর উম্মত ও অনুসারী।

এ কারণেই উলামায়ে ইসলাম ইজমাকে হুজ্জত হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বলেছেন যে, তার সমর্থনে কুরআন-হাদীসের দলিল থাকতে হবে চাই প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম শাহরিস্তানী (র) বলেছেন ঃ

وبالجملة مستند الاجماع نص خفى او جلى لامحالة ـ

"মোটকথা ইজমার ভিত্তি হচ্ছে দলিল। চাই স্পষ্ট দলিল হোক বা অস্পষ্ট। দলিল অবশ্যই থাকতে হবে।"–আল মিলল ওয়ান নিহল ১/১৯৯

ইমাম মুহাম্মাদ বিন সালেহ ফুলানী (র) বলেছেন ঃ

واما الاجماع والقياس فكل واحد منهما يرجع الى كل من الكتاب والسنة

"অতএব ইজমা ও কিয়াস এর প্রত্যেকটিই কুরআন সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।"–ইফাজুল হিমম পৃ ঃ ৫৫

ইমাম আবু ইসহাক শাতিবী (র) বলেন ঃ

وقد نص الاصوليون ان الاجماع لايكون الاعن دليل شرعى ـ

"উসূলীন তথা মূলনীতি বিশেষজ্ঞগণ স্পষ্ট বলেছেন, শারয়ী দলিল ছাড়া ইজমা সংগঠিত হয় না।"–আল এ'তেসাম ঃ ১/২৫০

আরব বিশ্বের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শায়খ আবদুল্লাহ বিন সুলাইমান বলেছেন ঃ

لان الاجماع يتضمن دليلا شرعيا ـ

"ইজমা শরীয়তের দলিলকে অন্তর্ভুক্ত রাখে।"–আল হেওয়ার মা'আল মালেকী পৃ ঃ ৯৮

ইমাম সারাখসী (র) তাই বলেছেন ঃ

وانما كان الاجماع حجة باعتبار ظهور وجه الصواب فيه بالاجماع عليه وانما يظهر هذا فى قول الجماعة لا فى قول الواحد الاترى ان

www.pathagar.com

قول الوحد لايكون موجبا للعلم وان لم يكن بمقابلة جماعة يخالفونه۔

"সাহাবীদের ইজমা এজন্যই দলিল হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে যে, সকলের একটি ব্যাপারে একমত হওয়াতে এর বিশুদ্ধতার দিকটি প্রকাশ পায়। কিন্তু একজনের কথায় তা হয় না। তুমি কি জান না। একজনের কথায় নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না যদিও কোনো দল এর বিরোধীতা না করে।"-কিতাবুল উসুল

www.pathagar.com

# পরিশিষ্ট

## মাসিক মদীনায় প্রকাশিত সমালোচনার ইল্‌মী জবাব

### মাসিক মদীনা সম্পাদকের ১ম উক্তি

মাসিক মদীনায় প্রকাশিত সমালোচনার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা—

'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বই 'ইকামাতে দ্বীন' থেকে 'সত্যের মাপকাঠি' বিষয়ে একটি উদৃতি পেশ করতঃ জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেবের নিকট। মুহতারাম মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেব প্রশ্নের জবাবে যে রাগত বক্তব্য পেশ করেছেন এবং যে ভাষায় জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা করেছেন তাতে সত্যের মাপকাঠি বিষয়ে সমস্যার সমাধান হয়নি বরং সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং মুসলিম জনতার মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। তাই মুহতারাম মাওলানার বক্তব্যের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা সচেতন পাঠক মহলের খেদমতে পেশ করতে চাই। সত্য সন্ধানী লোকেরা যদি এর দ্বারা উপকৃত হোন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। আমার লেখা স্বার্থক হবে। আল্লাহই একমাত্র তাওফিক দাতা।

এক. মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেবের প্রথম উক্তি ঃ জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সভাপতি মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান বলেন, নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি রূপে পবিত্র কুরআন সরাসরি নির্দেশ করেছে। ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক সবাইকে সাহাবীগণের অনুরূপ হতে বলেছেন।"–সূত্র মাসিক মদীনা পৃঃ ৬১ জানুয়ারী ১৯৮৯ সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব খঃ ১৫ পৃঃ ১২

**তাত্ত্বিক পর্যালোচনা**

মুহতারাম মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেবের এ বক্তব্যটি বাহ্যত নির্দোষ মনে হলেও এটা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস পরিপন্থী অসত্য ও অবাস্তব। ঈমানের অন্যতম রোকন ঈমান বির রাসূল বা রিসালাতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যাদের বুনিয়াদী ভুল রয়েছে তারা কেবল এ রকম জবাব দিতে পারেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের কোনো ইমাম বা আলেম

www.pathagar.com

এরকম উক্তি করতে পারেন না। আমাদের মুহতারাম মাওলানা খান বলেছেন, "নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠিরূপে পবিত্র কুরআন সরাসরি নির্দেশ করেছে। তাঁর একথাটি সর্বাংশে অবস্তাব। সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে কুরআন সরাসরী যে নির্দেশ করেছে তাহলো এই যে,

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ۔

"মুমিনগণ সত্যের অনুসরণ করেছে আর কাফেরগণ বাতিলের অনুসরণ করেছে।"–সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩

এখানে মুমিনগণ দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম (রা) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ○۔ البقرة : ٢١٦

"হতে পারে যে, কোনো বিষয়কে তোমরা খারাপ মনে করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য ভাল। আর এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো বিষয়কে ভাল মনে করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য খারাপ। (কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি খারাপ তা) আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬

তিনি আরো বলেছেন ঃ

فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا○

"কাজেই হতে পারে যে, তোমরা কোনো জিনিসকে মন্দ জ্ঞান করবে অথচ আল্লাহ তাতে প্রচুর কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১৯

কুরআনের এ সমস্ত আয়াত থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন। এ আয়াতগুলো সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর সত্যের মাপকাঠি না হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল। কিন্তু জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও জনাব মহিউদ্দিন খান সাহেবরা কিসের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করতে চান ? আমাদের বুঝে আসে না।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল (স)-কে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট সত্য সহ পাঠিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কেও কি সত্যসহ পাঠানো হয়েছে ? আর সে জন্য কি তাঁদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলা হচ্ছে ? এ ক্ষেত্রে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের স্থির ও পাকাপোক্ত বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-কেই বিশ্ববাসীর নিকট সত্যসহ পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) ছাড়া এ উম্মতের মধ্যে আর কাউকেই সত্য সহ পাঠানো হয়নি। না সহাবায়ে কেরাম (রা)-কে সত্যসহ পাঠানো হয়েছে আর না তাবেঈন বা অন্য কাউকে পাঠানো হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ـ البقرة : ١١٩

"হে রাসূল! আমি তোমাকে সত্য সহ সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১১৯

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ ـ

"হে মানবজাতি! রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে সত্যসহ আগমন করেছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭৩

এই হলো রাসূল (স)-কে সত্যসহ প্রেরণের কুরআনী ঘোষণা। সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর ব্যাপারে তো এরকম কোনো ঘোষণা কুরআনে নেই। তাহলে কিভাবে মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেব সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে সত্যের মাপকাঠি বলেন ? রাসূল (স)-কে সত্যসহ পাঠানো হয়েছে বলে তাকে সত্যের মাপকাঠি বলা হয় কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে কি জন্য সত্যের মাপকাঠি মানতে হবে ? তাঁদেরকেও কি সত্যসহ পাঠানো হয়েছে।

হাদীসের ভাণ্ডারের দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সত্যসহ প্রেরিত রাসূল। সাহাবায়ে কেরাম (রা)-ও এ সাক্ষ্য দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

وانى رسول الله بعثنى بالحق ـ

"আর আমি আল্লাহর রাসূল! তিনি আমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন।"
– তিরমিযী ২/৩৭ দিল্লী ছাপা

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেছেন ঃ

انى رسول الله حقا وانى جئتكم بحق فاسلموا -

"আমি আল্লাহ প্রেরিত সত্য রাসূল। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট সত্য নিয়ে আগমন করেছি। কাজেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর।"
-বুখারী ১/৫৫৬ (দিল্লী ছাপা)

সাহাবী আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা) বলেন ঃ

انه رسول الله وانه جاء بحق -

"নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল। নিশ্চয়ই তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন।-বুখারী ১/৫৫৬ (দিল্লী ছাপা)

খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন ঃ

ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাযিল করেছেন।"-মুসলিম ২/৬৬ তিরমিযী ১/১৭২ ও আহমদ

সাহাবায়ে কেরাম (রা) যখন কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করতেন যখন তাঁদের কথা বলার সূচনা হতো এ শব্দগুলো দ্বারা ঃ

والذى بعثك بالحق -

"সে সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহ পাঠিয়েছেন।"

والذى ارسلك بالحق -

"সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন।"

والذى اكرمك بالحق -

"সে সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যের দ্বারা সম্মানিত করেছেন।"

এজন্য আমরা বলেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপর কিতাব নাযিল হওয়া যেমন তারই বৈশিষ্ট্য, সাহাবীগণ অংশীদার নন। তেমনি সত্যসহ প্রেরিত হওয়াও তাঁর বৈশিষ্ট্য সাহাবীগণ অন্তর্ভুক্ত নন।

সাহাবী উসমান বিন আফফান (রা) তাই বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

ان الله بعث محمد بالحق وانزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وامنت بما بعث به محمد ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মাদ (স)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাঁড়া দিয়েছিলেন এবং আমি ঐ সত্যের প্রতি ঈমান এনেছি যা সহকারে মুহাম্মদ (স)-কে পাঠানো হয়েছে।"
–বুখারী ১/৫৪৭

এসমস্ত বর্ণনা থেকে পরিষ্কার জানা গেল যে, এ উম্মতের নিকট একমাত্র রাসূল (স)-কে সত্য সহ পাঠানো হয়েছে। সাহাবী তাবেঈ বা অন্য কাউকে পাঠানো হয়নি। তাই রাসূল সত্যের মাপকাঠি। সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি নন। বরং তারা রাসূল আনীত সত্যের অনুসারী, এর বর্ণনাকারী ও এ দিকে আহ্বানকারী।

মাওলানা মহিউদ্দিন খান বলেছেন ঃ

**"ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক সবাইকে সাহাবীগণের অনুরূপ হতে বলেছেন।"**

**তাত্ত্বিক পর্যালোচনা**

মুহতারাম মাওলানা মহিউদ্দিন খান কুরআনের কোন্ আয়াত থেকে আল্লাহর এই নির্দেশ আবিষ্কার করলেন তা স্পষ্ট নয়। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক সবাই কে সাহাবীগণের অনুরূপ হতে বলেছেন।" এ রকম নির্দেশ তো কুরআনে করীমের কোথাও নেই। যারা নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনে, আন্তরিকতার সাথে ঈমান আনে, তাদেরকে তো এরকম নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজনই নেই যে, তোমরা সেভাবে ঈমান আন যেভাবে সাহাবীগণ ঈমান এনেছেন। এ রকম ঈমান আনয়নের নির্দেশ ইহুদী, খৃস্টান কিংবা মুনাফিকদের দেয়া যেতে পারে। কারণ তারা মৌখিকভাবে ঈমান আনয়নের ঘোষণা দেয় কিন্তু নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনে না, যেমন কুরআনে করীমে মুনাফিক ও কাফিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ط

"যখন তাদরেকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আনো ঐ লোকগুলো যেমন ঈমান এনেছে। তখন তারা বলে নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরা কি সেরূপ ঈমান আনব ?"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৩

www.pathagar.com

যেহেতু মুনাফিকদের কথায় কাজে মিল নেই এবং যেহেতু তারা নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনেনি। তাই ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামকে নমুনা বানিয়ে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদেরকে সম্বোধন করেছেন। এ সম্বোধন মোটেই ব্যাপক নয় এবং ব্যাপক হওয়ার যুক্তিসংগত কোনো কারণও নেই। জনাব খান সাহেব বললেন, "ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক সবাইকে সাহাবীগণের অনুরূপ হতে বলেছেন"—দেখান তো সবাই কে কোন্ আয়াতে বলেছেন ? আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সাহাবা তাবেঈন সহ গোটা সৃষ্টির উপর তাঁর হুজ্জত প্রতিষ্ঠা করেছেন নবী রাসূলগণ দ্বারা। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط ـ النساء : ١٦٥

"রাসূলগণকে আমি প্রেরণ করেছিলাম সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে যেন তাদের আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানব কুলের পক্ষে কোনো অভিযোগ বা অজুহাত দেখাবার মত কিছুই না থাকে।"
–সূরা আন নিসা ঃ ১৬৫

রাসূল (স) নিজে বলেছেন ঃ

ما بعث الله من نبى الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم ـ

"আল্লাহ যাকেই নবী হিসেবে প্রেরণ করেন তার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে যতটুকু অবগত হয়েছেন পরিপূর্ণভাবে তা তাঁর উম্মতকে অবগত করাবেন।"
–মুসলিম ২/১২৬ ইবনে মাজা ২/২৯২

রাসূলে করীম (স) আরো এরশাদ করেন ঃ

ما تركت من خير الا وقد امرتكم به وما تركت من شر الا وقد نهيتكم عنه وتركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك ـ

"এমন কোনো ভাল কাজ নেই যার আদেশ আমি তোমাদেরকে করিনি। আর এমন কোনো মন্দ কাজও বাকী নেই যা থেকে আমি

www.pathagar.com

তোমাদেরকে নিষেধ করিনি। আমি তোমাদেরকে অত্যন্ত উজ্জ্বল দীনের উপর ছেড়ে গেলাম যেখানের রাত দিনের মতই উজ্জ্বল। আমার পর যে তা থেকে বিচ্যুত হবে সে অবশ্যই ধ্বংস হবে।"

–আহমদ, তিবরানী ও দারেকুতনী

সুতরাং মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেবকে বলা উচিত ছিল যে, ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক সবাইকে তাঁর রাসূলের অনুরূপ হতে বলেছেন। কারণ দীনের সবকিছু রাসূল (স) থেকে গ্রহণ করার জন্য তিনি সবাইকে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ز وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যে বিষয়ে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"–সূরা হাশর ঃ৭

রাসূলে করীম (স)-ই সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে ঈমান ও আমলের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই উম্মতের জন্য শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিই সাহাবীগণকে বলেছেন ঃ

صلوا كما رايتمونى اصلى۔

"তোমরা ঠিক সেভাবে নামায পড় যেভাবে আমাকে পড়তে দেখ।"

–বুখারী

তিনি আরো বলেছেন ঃ

خذوا عنى مناسككم۔

"তোমরা আমার নিকট থেকে ইবাদাত পদ্ধতি গ্রহণ করো।"–বুখারী

এবং উম্মতকে তারই পক্ষ থেকে দীনের ইলম প্রচার করার আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

بلغوا عنى ولو اية۔

"তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌছাতে থাক একটি আয়াত হলেও।"

সুতরাং মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেব যে কথাটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে বলেছেন তা সত্য নয়। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'উসওয়াতুন হাসানাহ নবী'কে বাদ দিয়ে এভাবে আদেশ করতে পারেন না যে, ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক সবাইকে সাহাবীগণের অনুরূপ হতে বলেছেন। এটা আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করার শামিল। তিনি তাঁর নামে মিথ্যা আরোপ করা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ-

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে ?"

যদি একথা বলা হয় যে, ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে সবাইকে সাহাবীগণের অনুরূপ হতে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন তাহলে এখানে অনেকগুলো প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ

১. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) কি স্রেফ সাহাবীগণের নবী ও রাসূল ছিলেন ? মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত ও রিসালাত কি সাহাবীগণের যুগেই শেষ হয়ে গিয়েছে ? আর এখন শুধু সাহাবীদের অনুসরণ করতে হবে ?

২. উম্মতের আনুগত্য পাওয়ার হকদার কে ? রাসূলের প্রতি উম্মতের দায়িত্ব কী এবং উম্মতের প্রতি রাসূলদের দায়িত্ব কি ? আমরা কি রাসূলের উম্মত নই ?

৩. সাহাবায়ে কেরাম (রা) কি রাসূলের উম্মত নন ? নবী ও উম্মতের মধ্যে পার্থক্য কি ? বা উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি কি ?

৪. আলেমগণকে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া না বলে ওয়ারাসাতুল সাহাবা বলা হয় না কেন ?

৫. আমাদেরকে কি শুধু সাহাবীগণের অনুসরণ করতে হবে ? তাহলে রাসূল (স)-কে বিশ্ব নবী বলা হয় কেন ?

আসল কথা হলো এই যে, যারা রাসূল (স)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করেন না তাদের উম্মতে মুহাম্মাদী বলে দাবী করার অধিকার নেই। কারণ, রাসূল (স) নিজে বলেছেন ঃ

كل امتى يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد فقدابى-

"আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু তারা ছাড়া যারা অস্বীকার করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কারা অস্বীকার করে ? তিনি বললেন, যারা আমাকে মেনে চলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমাকে অমান্য করে চলে তারাই অস্বীকার করে।"–বুখারী

www.pathagar.com

রাসূলে করীম (স) আরো বলেছেন ঃ

والذى نفسى بيده لايؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

"সেই সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষন না তার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি আমার উপস্থাপিত ঈমান আমলের অধীন হবে।"–শরহুছ ছুন্নাহ

এ সমস্ত হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে, ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে সবাইকে রাসূলের অনুসারী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে রাসূলই সত্যের মাপকাঠি।

## মাসিক মদীনা সম্পাদক সাহেবের ২য় উক্তি

মুহতারাম মাওলানা মহিউদ্দিন খান আরো বলেন ঃ

"এ যুগের একজন শীর্ষস্থানীয় তাফসীরবিদ হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী (র) এ বিষয়টি তাঁর রচিত তাফসীরগন্থ 'মাআরেফুল কুরআনে' বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। একাধিক আয়াত উদ্ধৃত করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ঈমান আমলের ক্ষেত্রে একমাত্র সাহাবীগণই সত্যের মাপকাঠি।"–মাসিক মদীনা পৃঃ-৬, ১৯৮৯ইং সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব খঃ ১৫ পৃঃ-১২।

### তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থ মাআরেফুল কুরআনের মধ্যে যেসব আয়াত উল্লেখ পূর্বক সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে একমাত্র সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তা আমি দেখেছি। এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত অবগত আছি। আসলে ঐ সমস্ত আয়াতে ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে অন্যের জন্য নমুনা বানানো হয়েছে। মাপকাঠি বানানো হয়নি। নমুনা আর মাপকাঠি এক জিনিস নয়। যেমন—চালের নমুনা দেখালে দোকানী মাপকাঠি অর্থাৎ দাঁড়িপাল্লা দ্বারা চাল ওজন করে দেয়। নমুনা দ্বারা ওজন করে দেয় না। এ আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম (রা) যেভাবে নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছেন সেভাবে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাসের নাম। ঈমান চোখে দেখা যায় না। তাই একজনের ঈমানকে মাপকাঠি বানিয়ে আরেকজনের ঈমানকে মাপজোক করা এ এক অসম্ভব বিষয়। তাছাড়া ঈমান সম্পর্কিত

www.pathagar.com

এ আয়াত দ্বারা যদি সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে সত্যের মাপকাঠি বানাবার ইচ্ছা হয়, তা হলে তাঁদেরকে এর আগে ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে প্রবিষ্ট করা দরকার। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে প্রবিষ্ট করেননি।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) রাসূলে করীম (স) কে শেষ নবী প্রমাণ করার জন্য 'খতমে নবুওয়াত' নামে একটি তথ্যবহুল কিতাব রচনা করেছেন। তিনি এ কিতাবের মধ্যে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রমাণ করেছেন যে, একমাত্র মুহাম্মদ (স) ই হলেন সার্বিক দিক থেকে একজন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষ। ঈমান আমলের ক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। কিয়ামত পর্যন্ত অগান্তুক মানব বংশের জন্য তিনিই একমাত্র নবী ও রাসূল। এজন্যই তিনি বিশ্ব নবী। এজন্যই তিনি শেষ নবী। তার অনুসরণ করা সকলের উপর ফরজ। মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর খতমে নবুওয়াত এর বক্তব্য তার মাআরেফুল কুরআন তাফসীর গ্রন্থের বক্তব্যের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক রয়েছে। সচেতন পাঠক মহলের খেদমতে আমি খতমে নবুওয়াত কিতাব থেকে কিছু বক্তব্য পেশ করছি। যাতে তারা সত্যের মাপকাঠি বিষয়ে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারেন।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বলেন ঃ

قیامت تك انے والے نسلوں کے لئے صرف انحضرت ﷺ کی نبوت اور اپ ﷺ کی اتباع کو مدار نجات قرار دیاهے اور اسی پر جنت ومغفرت وغیره کے وعدے هیں ۔ ختم نبوت ص ١٨٦ حصه اول

"কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক মানব বংশের জন্য হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নবী স্বীকার করা এবং একমাত্র তাঁর অনুসরণ করাকে মুক্তির একমাত্র পথ স্থীর করেছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। এবং এরই উপর জান্নাত ও মাগফেরাত লাভের ওয়াদা দেয়া হয়েছে।"–খতমে নবুওয়াত পৃঃ ১৮৬

তিনি আরো বলেন ঃ

خدا وند عالم نے اپ کی امت کی نجات کے لئے انبیاء میں سے صرف انحضرت کی اطاعت کو کافی قرار دیاهے اور اسی پر جنت ومغفرت کا وعده هے ۔

www.pathagar.com

"আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মদীর নাজাতের জন্য একমাত্র রাসূলের অনুসরণকে যথার্থ যথেষ্ট স্থির করেছেন এবং এরই উপর জান্নাত ও মাগফেরাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।"-খতমে নবুওয়াত ঃ ১৬৬

তিনি আরো বলেছেন "এ পবিত্র আয়াতটি এমন একটি আয়াত যদি পুরো কুরআনে অনুসন্ধান চালানো যায় তবে এ অর্থের শত শত আয়াত বেরিয়ে আসবে যার মর্ম কথা এই যে,

اس امت میں قیامت تک پیدا ہونے والے نسلوں کی نجات اخرت اور دخول جنت کے لئے صرف انحضرت ﷺ پر ایمان لانا اور اپ ﷺ کے فرمان کی اطاعت کرنا کافی ہے ۔

"এ উম্মতের মধ্যে কিয়ামাত পর্যন্ত মানব বংশধরদের আখেরাতের মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য শুধু নবী করীম (স)-এর উপর ঈমান আনা এবং তার ফরমানের আনুগত্য করাই যথেষ্ট।"-খতমে নবুওয়াত ১/১৬৯

এমনকি খোদ মাআরেফুল কুরআনের বক্তব্যের মাঝেও পূর্বক্ত বক্তব্যটি সাংঘর্ষিক। কারণ তিনি বলেছেন ঃ

মোটকথা ইসলামের অর্থ ও স্বরূপ হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। এ আনুগত্যের পথ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সম্পর্কে কুরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔

আপনার পালনকর্তার কসম! তারা কখনো ঈমানদার হবে না। যে পর্যন্ত না তারা আপনাকে নিজেদের কলহ বিবাদে বিচারক নিযুক্ত করে। অতপর আপনার সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাকে খোলা ও সরল মনে স্বীকার করে নেয়।"–দেখুন মাআরেফুল কোরআন ১মখণ্ড ৩৮, ৩৮২পৃঃ ৫ম সংস্করণ ই. ফা. বা

সম্মানিত পাঠক এখন আপনিই বিচার করুন এ সমস্ত আলেমগণের কোন্ কথাটি সঠিক ও ইসলামী আকীদা মোতাবিক।

আর মুহতারাম মাওলানা মহিউদ্দিন খান যা বলবেন তা-ই বা কতটুকু শুদ্ধ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সত্যকে সত্য হিসেবে জানার বুঝার তাওফীক দিন।

www.pathagar.com

## মাসিক মদীনার সম্পাদক সাহেবের ৩য় উক্তি

মাওলানা মহিউদ্দিন খান বলেন ঃ

সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে সত্যের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করা যাবে কিনা সম্প্রতিককালে এ প্রশ্নের উপস্থাপক মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তিনিই তার প্রতিষ্ঠিত দল জামায়াতে ইসলামীর সংবিধানে মূলনীতির একটি ধারা ছিল এই যে, একমাত্র রাসূলে করীম (স) ছাড়া আর কারো আনুগত্য করা যাবে না। তিনি যখন একথাটি প্রচার করেন ঠিক তখনই আবদুল্লাহ চকরোলভী ও গোলাম মুহাম্মদ বার্ক প্রমূখ সহ আরো কয়েক ব্যক্তি এ মর্মে চিৎকার শুরু করে দেয় যে, একমাত্র কুরআনই আমাদের অনুসরণীয়, হাদীসের প্রয়োজন নাই।" সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব ১৫/১৩

### তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

শাইখুল ইসলাম আওলাদে রাসূল আল্লামা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) রিসালাতে বিশ্বাসের অনিবার্য দাবী সমূহকে কয়েকটি উপধারায় বর্ণনা করেন। ৫নং উপধারায় লিখেছেন "কারো ভালবাসা বা অন্ধ ভক্তিতে এমনভাবে বন্দী না হওয়া যার দরুন তা রাসূল আনীত 'হক' বা সত্যের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বিশ্বাসের উপর বিজয়ী কিংবা এর সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে।"–সাইয়েদ মওদূদী কা আহদ ঃ ৮৫

তৎপর তিনি ৬নং উপধারায় বলেছেন, "আল্লাহর রাসূল ছাড়া কোনো মানুষকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না।" এতে একথা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, মাওলানা মওদূদী (র) রাসূল (স)-কে যে সত্যের মাপকাঠি বলেছেন, তা হচ্ছে ঐ সত্য যা সহকারে আল্লাহ তাআলা তাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনি ঐ সত্যসহ আগমন করেছেন।

সুতরাং মাওলানা মওদূদী (র) সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি বলেননি তো তিনি ঠিকই করেছেন। এর উপর অভিযোগ করার কী কারণ থাকতে পারে ?

তিনি যদি সংবিধানে বলেন যে, "একমাত্র রাসূল করীম (স) ছাড়া আর কারো আনুগত্য করা যাবে না।" তাহলে যথার্থই বলেছেন। যে ব্যক্তি নিজেকে উম্মতে মুহাম্মাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার পক্ষে তো উপরোক্ত কথাটির উপর অভিযোগ করার কিছুই নেই। কিন্তু মাওলানা

www.pathagar.com

মহিউদ্দিন খান যেভাবে বলেছেন মাওলানা মওদূদী (র) সেভাবে বলেননি। কারণ সংবিধানের ৩নং উপধারায় সুস্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে ঃ

دوسرے انسانوں کی پیروی صرف اس حدتک ہو جس حدتک وہ رسول خدا کے پیرو ہوں اور صرف ان معاملات میں ہو جن میں ان کا طریقہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ماخود ہونا ثابت ہو جائے - سید مودودی کا عہد ص ۸۵

"অন্যান্য মানুষের অনুসরণ শুধু সেই সীমা পর্যন্ত যে পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসারী। এবং শুধু সেসব বিষয়ে যার নিয়ম পদ্ধতি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত থেকে গৃহিত হওয়া সুপ্রমাণিত হয়।"-সাইয়েদ মওদূদী কা আহদ পৃ ঃ ৮৫

তর্কের খাতিরে যদি বলা হয় যে, মাওলানা মাওদূদী (র)-এর যে উক্তিটি মাওলানা খান উল্লেখ করেছেন তা সঠিক হয় তবে তা নিসন্দেহে সত্য। তাতে দোষের কিছু নেই। কারণ, উম্মতের উপর ফরজ হচ্ছে নবীর অনুসরণ করা। দুনিয়ায় নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেন তার উম্মতীরা তাদের নবীর আনুগত্য করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

"আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নিদের্শে যেন তার আনুগত্য করা হয়।"

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"বল যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করবেন। আল্লাহ বড়ই দয়াশীল, ক্ষমাশীল।"

রাসূল (স) বলেন ঃ

كل امى يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن يابى يارسول الله قال من اطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد ابى -

www.pathagar.com

"আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে সে ছাড়া যে অস্বীকার করে। বলা হলো কে অস্বীকার করে হে রাসূল! তিনি বলেলন, যে আমার আনুগত্য করে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা হয় সেই অস্বীকার করে।"–বুখারী

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ

وكنا ضلالا فهدانا الله به فبه نقتدى - احمد ص ١٩٠ رقم ٥٦٩٨

"আমরা পথ ভ্রষ্টছিলাম। অতপর আল্লাহ তাআলা রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। কাজেই আমরা একমাত্র তাঁরই অনুসরণ করি।"–আহমদ ৫/১৯০ হাদীস ৫৬৯৮।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রা) বলেন ঃ

كلما كان الرجل اتبع محمدا كان اعظم توحيدا الله واخلاصا له فى الدين واذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك فاذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع مالا يظهر فيمن هو اقرب منه الى اتباع الرسول ﷺ -

"যখনই কোনো ব্যক্তি মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করবে তখনি সে আল্লাহর সবচেয়ে বড় একত্ববাদী এবং দীনের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় নিষ্ঠাবান বলে গণ্য হবে। আর যখন সে রাসূলের অনুসরণ করা থেকে যতটুকু দূরে সরে যাবে তার দীন বা ধর্ম ততটুকু অসম্পূর্ণ হবে। অতপর যখন আনুগত্য থেকে তার দূরত্ব বেশী হবে তখন তার নিকট থেকে এমন শিরক ও বিদআতসমূহ প্রকাশ পাবে যা রাসূলের আনুগত্যের নিকটবর্তী ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পায় না।"

–কাওয়াশিফুল জালিয়্যা-১৮৮

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (র) ও ইমাম ইবনু আবীল ইজ্জ আল হানাফী (র) বলেছেন ঃ

فهما توحيد ان لا نجاة للعبد من عذاب الله الا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول -

"তাওহীদ তো দুটি। এ দুটি ছাড়া কোনো বান্দার পক্ষে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি নাই। (১) এককভাবে প্রেরণকারী আল্লাহর

www.pathagar.com

ইবাদাত করা (২) এককভাবে রাসূলের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করা।"–তাহজীবু মাদারিজিস সালেকীন ৪৫১ শরহে আকীদা তাহাভিয়া-১৭৯।

(বিঃ দ্রঃ) বিশ্ব বরেণ্য আলেমে দীন, শায়খুল ইসলাম, আওলাদে রাসূল। মাওলানা মওদূদী (র)-এর আকীদা-বিশ্বাসের বর্ণনার সাথে সীমালংঘনকারীদের নাম উল্লেখ করা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও নিছক অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। তাওহীদের আহ্বায়ক মাওলানা মওদূদী (র)-এর সাথে আবদুল্লাহ চকরোলভী ও গোলাম মোহাম্মাদ বার্ক-এর কী সম্পর্ক ?

## মাসিক মদীনা সম্পাদকের ৪র্থ উক্তি

মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন খান বলেন ঃ

"অনুসৃত নেতার প্রতি একটি অন্ধ আবেগে তাড়িত হয়েই তারা সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন না। তাঁরা সকলে একমানের ছিলেন না। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীনের চার জনও এক মানের ছিলেন না।" ইত্যাকার অবান্তর কথাবার্তা বলার মত ধৃষ্টতা এক নাগাড়ে দেখিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ পাক যাঁদেরকে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা সত্যের মাপকাঠি রূপে চিহ্নিত করেছেন তাদেরকে সে মর্যাদা থেকে নামানোর জন্য স্বর্ণ এবং কষ্টিপাথরের উপমা পেশ করা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি ?

মাওলানা খান সামনে অগ্রসর হয়ে কুরআনের একটি সুস্পষ্ট আয়াত উল্লেখ করেছেন। আয়াতটির মর্মকে বক্রভাবে বুঝেছেন আর তার বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার ব্যাখ্যাটি যে বিকৃত ও অপব্যাখ্যা তা আমরা কিভাবে বুঝলাম। তা আমাদের সকলেরই জানা দরকার। মাওলানা খান বলেন, এখানে কিন্তু আল্লাহ তাআলা সাহাবীগণের বিশেষ কোনো দলকে বা বেছে বেছে কিছু ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেননি। সবার কথাই বলেছেন সুতরাং সেই সাহাবীগণের মধ্য থেকে কিছু লোককে উত্তম এবং অবশিষ্ট কিছুকে অধম জ্ঞান করার অধিকার আমার আপনার জন্মে কোথেকে ?" –দেখুন মাসিক মদীনা পৃঃ ৬১ জানুয়ারী ১৯৮৯, সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব খঃ ১৫, পৃষ্ঠা-১৪।

www.pathagar.com

**তাত্ত্বিক আলোচনা**

ভাবতে অবাক লাগে, কল্পনা করলে শরীরের লোম শিউরে উঠে যে, মাওলানা মহিউদ্দিন খান এ কী বলেন ? শায়খুল ইসলাম আওলাদে রাসূল আল্লাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর বর্ণিত বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসকে মাটি চাপা দিতে মাওলানা খান যে চরম মূর্খতার পরিচয় দিলেন জাতি তাকে ক্ষমা করবে না। শুধু জামায়াত বিরোধীতার জন্য এভাবে মহা সত্যকে অস্বীকার করা, কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা দেয়া, ইজমা উম্মতকে অস্বীকার করা চরম ধৃষ্টতা বৈ কিছু নয়। তিনি নেহায়েত হিংসা আর বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে জামায়াতে ইসলামীর নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত ও দলিল সম্মত স্থির আকীদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করলেন ? তার এহেন ধৃষ্ঠতা ক্ষমার অযোগ্য।

সম্মানিত পাঠক! সত্যিই কি সাহাবায়ে কেরাম সকলে এক মানের ? সত্যিই কি খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা এক মানের ছিল ? সত্যিই কি তাঁদের মান-মর্যাদা রাসূলের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে নির্ণিত হয়নি ?

মাওলানা খান যে আকীদা-বিশ্বাস কে "অবান্তর কথাবার্তা" বলে অস্বীকার করার এবং কলমের জোরে উড়িয়ে দেয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছেন তা এবার পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেছেন ঃ

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ط اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পরে দান করেছে এবং জিহাদ করেছে তারা কখনো তাদের সমান হতে পারে না। যারা মক্কা বিজয়ের আগে দান করেছে এবং জিহাদ করেছে। বস্তুত তাদের মর্যাদা পরে দানকারী এবং জিহাদকারীদের তুলনায় অনেক বেশী তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই উত্তম ওয়াদা করেছেন।"–সূরা হাদীদ ঃ ১০

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন, আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার বেশ-কমের কথা কত দ্ব্যর্থহীনভাবে উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলে করীম (স)-এর হাদীসেও তাই বর্ণিত হয়েছে। আকাইদ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে তো আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সমস্ত দলিল

www.pathagar.com

স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, শায়খুল ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে সত্যের মাপকাঠি সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ধ্রুবসত্য ও কুরআন সুন্নাহ সম্মত। তাই এখানে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার কম-বেশের কিঞ্চিত আলোকপাত করা হলো এতে।

আপনারা অবশ্যই তাঁদের প্রচারিত সত্য এবং বাস্তব সত্য সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

(ক) মিশকাত শরীফের ৫৫৫ পৃষ্ঠাতে আছে ঃ

عن محمد بن الحنفية قال قلت لابى اى الناس خير بعد النبى ﷺ ؟ قال ابو بكر قلت ثم من ؟ قال عمر وخشيت ان يقول عثمان قلت ثم انت ؟ قال ما انا الارجل من المسلمين۔

"মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ-এর পর সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বললেন, আবু বকর (রা), আমি বললাম তারপর কে ? তিনি বললেন, উমর (রা)। অতপর আমার আশংকা হলো যে, তিনি তারপর উসমান-এর নাম নেবেন, তাই আমি বললাম, অতপর আপনার স্থান ? তিনি বললেন, আমি একজন সাধারণ মুসলমান মাত্র।"

-বুখারী মিশকাত ৫৫৫ (দিল্লী ছাপা)

(খ)

عن ابن عمر قال كنا فى زمن النبى ﷺ لانعدل بابى بكر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك اصحاب النبى ﷺ لانفاضل بينهم رواه البخارى وفى رواية لابى داؤد قال : كنا نقول ورسول الله ﷺ حى افضل امة النبى ﷺ بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان رضى الله عنهم

"ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় আবু বকর (রা)-এর সম পর্যায়ের আর কাউকে গণ্য করতাম না। তারপর পর্যায়ক্রমে উমর এবং উসমানকে গণ্য করতাম।-বুখারী। আবু দাউদ-এর বর্ণনায় এসেছে ইবনে উমর বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশাতেই আমরা বলাবলি করতাম

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন আবু বকর, অতপর উমর অতপর উসমান।"–মিশকাত পৃ ঃ ৫৫৫

(গ) ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ الفقه الاكبر এ লিখেছেন ঃ

افضل الناس بعد رسول الله ابو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم على بن ابى طالب رضوان الله عليهم اجمعين عابرين على الحق ومع الحق نتو لاهم جميعا ـ الفقه الاكبر ـ

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর পর সাহাবাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন হযরত আবু বকর অতপর হযরত উমর অতপর হযরত উসমান অতপর হযরত আলী (রা) তাঁরা সত্যের উপর ছিলেন, সত্যের সাথে ছিলেন।"–ফিকহে আকবর

(ঘ) ইমাম আবু মনসুর শাফেয়ী (র) বলেছেন ঃ

قال ابو منصور البغدادى من أكابر أئمة الشافعية اجمع اهل السنة والجماعة على ان افضل الصحابة ابو بكر فعمر فعثمان فعلى فبقية العشرة المبشرة بالجنة فاهل بدر فباتى اهل احد فباقى اهل بيعة الرضوان بالحديبية فباقى الصحابة ـ

"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন হযরত আবু বকর (রা) অতপর হযরত উমর (রা) তারপর হযরত উসমান (রা) তারপর হযরত আলী (রা)-এর স্থান। এরপর পর্যায়ক্রমে রয়েছেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী (আশারা মুবাশশারা)। আহলে বদর (বদরের যোদ্ধারা) আহলে উহুদ (উহুদের যোদ্ধারা) বাইয়েতে রিদওয়ানে উপস্থিত সাহাবারা এবং সর্বশেষ অন্যান্য সাহাবীগণ।"–শরহে ফেকহে আকবর ১/৯৯, শরহে মুসলিম ২/২৭২

(ঙ) ইমাম তাহাবী হানাফী (র) বলেছেন ঃ

نثبت الخلافة بعد رسول الله اولا لابى بكر الصديق تفضيلا له

www.pathagar.com

وتقد يما على جميع الا مة ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان ثم لعلى بن ابى طالب رضى الله عنهم -

"আমরা রাসূল (স)-এর পর খলীফা হিসেবে প্রথমত আবু বকর সিদ্দিককেই মেনে থাকি। গোটা উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করে সবার আগে তাঁকে খেলাফতের অধিকারী বলে প্রমাণ করি। অতপর উমর বিন খাত্তাবকে তারপর উসমান বিন আফফানকে (রা) এবং তারপর আলী বিন আবু তালিব (রা)-কে।"–শরহে আকীদাতুত তাহাবিয়া পৃঃ ৫৩৩-৫৪৫

(চ) শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেছেন ঃ

محمد ﷺ رسول وخاتهم للمعجزات ثم الخليفة لاتشترط فيه العصمة .... وهو ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على بالنص والاجماع والافضلية كذالك بهما ميزان العقائد ص ٥

"মুহাম্মাদ (স) হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ রাসূল যিনি মুজেজা সমূহ নিয়ে এসেছিলেন। এরপরেই হচ্ছে খলীফার স্থান। যার জন্য নিস্পাপ হওয়া শর্ত নেই। ..... তিনি হচ্ছেন আবু বকর, এরপর উমর, এরপর উসমান, এরপর আলী (রা)। যেটা দলিল এবং এজমা (সর্বসম্মত) ভিত্তিক মতামত দ্বারা প্রমাণিত এবং এভাবে পর্যায়েক্রমে তাঁদের তুলনামূলক মর্যাদা-শ্রেষ্ঠত্বও দলিল এবং এজমা দ্বারা প্রমাণিত।"–মিজানুল আকায়েদ পৃ ঃ ৫

(ছ) ইমাম নববী (র) বলেছেন ঃ

اتفق اهل السنة على ان افضلهم ابو بكر ثم عمر وقال جمهور هم ثم عثمان ثم على رضى الله عنهم - شرح مسلم ص ٢/٢٧٢

"আহলে সুন্নাত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা) হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তৎপর উমর (রা)। এবং জুমহুর বলেছেন, তৎপর উসমান (রা) এবং তৎপর আলী (রা)।"–শরহে মুসলিম ২/২৭২

www.pathagar.com

আল্লামা তাফতাজানী (র) বলেছেন ঃ

وعلى هذا وجدنا السلف شرح العقائد النسفية ص ١٤٣

"আমরা সলফে সালেহীনকে এ আকীদা-বিশ্বাসের উপর পেয়েছি।"
–শরহে আকায়েদ ঃ ১৪৩

(জ) ইমাম ইসহাক বিন রাহুবিয়া (র) বলেছেন ঃ

لم يكن بعد رسول الله على الارض افضل من ابى بكر ولم يكن بعده افضل من عمر ولم يكن بعده افضل من عثمان ولم يكن بعد عثمان على الارض خير ولا افضل من على رضى الله عنهم ـ هكذا فى الايقاظ ص ٤٦

"রাসূল (স)-এর পর গোটা পৃথিবীতে আবু বকর (রা)-এর চেয়ে উত্তম ব্যক্তি কেউ ছিল না এবং তাঁর পর উমর (রা)-এর চেয়ে উত্তম আর কেউ ছিল না। এবং তাঁরপর উসমান (রা)-এর চেয়ে উত্তম আর কেউ ছিল না। এবং উসমানের পর আলী (রা)-এর চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কেউ ছিল না।"–ঈকাজু হিমামে উলিল আবসার পৃঃ ৪৬, বৈরুত ১৩৯৮ হিঃ

(ঝ) আল্লামা আবদুল আজীজ সালমান (র) বলেছেন ঃ

فمسئلة التفضيل : اهل السنة يقرون بذالك ويرون ان افضل الامة بعد نبيها ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم على المرتضى رضى الله عنهم الى ان قال : قال الحافظ الذهبى : هذا متواتر الكواشف الجلية بمعانى العقائد الواسطية ـ

"তুলনামূলক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের আকীদাটি আহলে সুন্নাত বিশ্বাস করেন এবং হযরত আবু বকর (রা)-কে উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, তারপর পর্যায়ক্রমে হযরত উমর, উসমান ও আলী (রা)-কে। হাফেজ জাহাবী বলেন ঃ এ আকীদাটি অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত তা অস্বীকার করার উপায় নেই।"–কাওয়াশি ফুল জালিয়্যা পৃ ঃ ৬৯৬

www.pathagar.com

এ আকীদাটি مالا بد منه নামক কিতাবেও বিদ্যমান রয়েছে খোদ রাসূলে করীম (স) বলেছেন।

خير امتي بعدى ابو بكر وعمر - رواه ابن عساكر من الكنز ص ١٤٢/٦

"আবু বকর ও উমরই হচ্ছেন আমার পর আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।"–ইবনে আসাকীর ঃ ৬/১৪২

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি আশা করি যে, উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে আপনাদের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) সকলে এক মানের ছিলেন না। এমন কি খোলাফায়ে রাশেদীনও সকলে এক মানের ছিলেন না। এবং এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত আকীদা-বিশ্বাস। একজন মুসলমানকে শুধুমাত্র বিরোধীতার খাতিরে এজমা ও কুরআন সুন্নাহর বক্তব্যকে অবান্তর বলার বা অস্বীকার করার মত দুঃসাহস দেখানো বড়ই দুঃখজনক ও লজ্জার বিষয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, যে আকীদাটি আকায়েদ শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে তা আজ উদ্দেশ্যহীনভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তার খেলাফ আকীদা বিশ্বাসকে মুসলিম উম্মতের মাঝে বিস্তার করা হচ্ছে শুধু শুধু মওদূদী বিদ্বেষের কারণে। তাদের অনেকেই মাওলানা মওদূদী (র)-এর কথা বুঝার যোগ্যতাই রাখে না। হ্যাঁ, তারা বিরোধিতা ও ফতোয়াবাজীতে পারঙ্গম।

অধ্যাপক গোলাম আযম যথার্থই বলেছেন, যদিও জ্ঞান পাপীরা সহজে মানতে চাইবে না। তবে না মেনে উপায় কি ? তিনি বলেছেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের জামায়াত সামগ্রীকভাবে খাটি হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি হিসেবে সবাই আবার সমান মর্যাদা নন। খোলাফায়ে রাশেদার মর্যাদার আর সব সাহাবা থেকে বেশী। আবার হযরত আবু বকর (রা)-এর মর্যাদা বাকী তিন খলীফার চেয়ে বেশী। মর্যাদার এ বেশী-কমের হিসেব কিভাবে করা হয়েছে ? এ কথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে। এ হিসেবের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (স)। হযরত উমর (রা)-এর চেয়ে হযরত আবু বকর (রা)-কে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করার মানদণ্ড বা মাপকাঠি একামত্র রাসূল। রাসূলের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই এ হিসাব বের করা হয়েছে। আর একটি তুলনা দ্বারা এ পার্থক্যটা আরো পরিষ্কার হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা) সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদার মধ্যে গণ্য করা হয় না কেন ? হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (র)-কে দ্বিতীয় উমর আখ্যা দিয়ে খোলাফায়ে রাশেদার নিকটতম মর্যাদা দেয়া হয় কিভাবে।

www.pathagar.com

অথচ তিনি সাহাবী ছিলেন না। কোন্ মাপকাঠিতে বিচার করে এ দুজনের ব্যাপারে এ তারতম্য করা হলো ? নিসন্দেহে বলা যায় যে, রাসূলের মাপকাঠিতে বিচার করেই উম্মত এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। এসব যুক্তি একথা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহর রাসূল (স)-ই একমাত্র আর্শ মাপকাঠি এবং একমাত্র কষ্টিপাথর। এ কষ্টিপাথরে বিচার করেই মানুষের মধ্যে কে কতটুকু মর্যাদা পেতে পারে তা নির্ণয় করা হয়।–ইকামাতে দ্বীন পৃ ঃ ৪৪-৪৫

আমি বলি এজন্যই বুখারী শরীফে এবং আকায়েদের কিতাবে বলা হয়েছে ঃ محمد فرق بين الناس মুহাম্মাদ (স) হচ্ছেন মানুষের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণকারী।" এবং সাহাবায়ে কেরামের فرق مراتب বা পদমর্যাদার বেশী-কম স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, সত্যের মাপকাঠি এবং দীনের মানদণ্ড একমাত্র রাসূল। বাশীর ও নাযীর রাসূলের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই মর্যাদার বেশী-কমের হিসেব বের করা হয়েছে। এবং তাঁরই কারণে তাঁর যুগকেও খাইরুলকুরুন বা সর্বশ্রেষ্ট যুগ বলা হয়েছে। যেখানে تفضيل الشيخين আবু বকর, উমর-এর শ্রেষ্ঠত্ব মানাকে সুন্নাত জামায়াতের নিদর্শন বলা হলো। সেখানে কিছু লোককে উত্তম এবং অবশিষ্ট কিছুকে অধম জ্ঞান করার অধিকার আমার আপনার জন্যে কোত্থেকে ?" বলে প্রশ্ন করা কতবড় দুঃসাহসের কথা ? মর্যাদার বেশ-কমের আকীদাকে খারাপ সেন্সে উত্তম-অধম মনে করা হয় কোন্ বিবেকে? নবী মুহাম্মাদ (স)-কে শ্রেষ্ঠ নবী, পয়গাম্বর নেতা, আশরাফুল আম্বিয়া, সাইয়্যিদুল মুরসালীন জ্ঞান করলে কি বাদ বাকী সকল নবী-রাসূল অধম হয়ে যান ?

لاحول ولا قوة الا بالله العظيم -

অজ্ঞতার একটা সীমা থাকা চাই।

## মাসিক মদীনা সম্পাদক সাহেবের ৫ম উক্তি

মাওলানা মহিউদ্দিন খান বলেছেন ঃ

রাসূলে করীম (স) ছিলেন "উসওয়াতুন হাসানা"। এ শব্দটির অর্থ কি "সত্যের মাপকাঠি"? নিসন্দেহে একথা সত্য যে, সাহাবীগণ হযরত রাসূলে করীম (স)-কে মেনেছিলেন বলেই আমরা তাঁদেরকে মানি। তাঁরা রাসূল (স)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করেই তো অন্যদের জন্য আদর্শ

www.pathagar.com

হওয়ার মত দুর্লভ মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর একই কারণে আল্লাহ তাআলাও এরূপ ঘোষণা দিয়ে ছিলেন যে, امنوا كما امن الناس। অর্থাৎ তোমাদের ঈমান তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা এলোকগুলোর ঈমানের মত হবে। "তোমরা ঈমান আন যেমন ঈমান এ লোকগুলো এনেছে।"–মাসিক মদীনা, জানুয়ারী ১৯৮৯ সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব ১৫/১৪।

## তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেব বললেন যে, "রাসূলে করীম (স) ছিলেন "উসওয়াতুন হাসানা।" এ শব্দটির অর্থ কি "সত্যের মাপকাঠি"? এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হলো এই যে, "উসওয়াতুন হাসানা" শব্দটির আভিধানিক অর্থ দীনের মাপকাঠি বা সত্যের মাপকাঠি না হলেও দীনের মাপকাঠি মর্ম প্রকাশক। কারণ, উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহর রাসূল (স)-কেই উসওয়াতুন হাসানা বা অনুপম অনুসরণীয় আদর্শ বানানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

"আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই তোমাদের জন্য অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

এ আয়াতে সরাসরি যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা)। তাঁরা এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। 'উসওয়াতুন' শব্দটির অর্থ হলো ما يتاسى به يقتدى ঐ বিষয় যার অনুসরণ অনুকরণ করা হয়। জনৈক সাহাবী বলেছেন لَا اُسْوَةَ فى الشر মন্দ কাজে অনুসরণীয় আদর্শ নেই। সাহাবায়ে কেরাম (রা) যখন পরস্পরের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হতেন পরস্পরের মধ্যে মন্দ কাজ লক্ষ্য করতেন। তখন তারা একে অপরকে বলতেন ঃ

اَلَيْسَ لَكَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

"আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমার জন্য কি উসওয়াতুন হাসানা (অনুসরণীয় আদর্শ) নেই ?"

امالك فى رسول الله اسوة حسنة۔

"তোমার জন্য কি আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নেই ?"

www.pathagar.com

একথাটি হাদীসের সমস্ত কিতাবে মওজুদ রয়েছে। তারা কোনো কোনো সময় কুরআনের আয়াত দ্বারাও পরস্পরকে সতর্ক করতেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হযরত মুয়াবিয়া (রা)-কে বলেছিলেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

"তোমাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"-বুখারী

মাওলানা খলীল আহমদ সাহারনপুরী (র) এ রকম একটি ঘটনার বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

هذا جواب بالاشارة الى وجوب اتباعه ﷺ .

"অর্থাৎ এ জবাব দ্বারা ইংগিত করেছেন যে, রাসূল (স)-এর অনুসরণ করাই ওয়াজিব।"

উপরোল্লিখিত আয়াতটি তেলাওয়াত করে সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরকে সতর্ক করতেন এবং রাসূল-এর অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক এটা বুঝাতেন বুখারী শরীফে এ আয়াতটি ব্যবহারের একাধিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) পরস্পরকে "উসওয়াতুন হাসানা" মনে করতেন না। তারা নিজেদেরকে উসওয়াতুন হাসানা জানতেন না। এ থেকে বুঝা যায় "উসওয়াতুন হাসানা"-এর শাব্দিক অর্থ "সত্যের মাপকাঠি" না হলেও সত্যের মাপকাঠি ও দীনের মানদণ্ড মর্মে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাসূলের হাদীসের ভাণ্ডার সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞান আছে তার কাছে এটা মোটেই অস্পষ্ট নয়।

মুহাতারাম মাওলানা মহিউদ্দিন খান অতপর বলেন ঃ

"নিসন্দেহে এ কথা সত্য যে, সাহাবীগণ হযরত রাসূলে করীম (স)-কে মেনে ছিলেন বলেই আমরা তাদেরকে মানি। তাঁরা রাসূল (স)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করেই তো অন্যদের জন্য আদর্শ হওয়ার মত দুর্লভ মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

মুহতারাম মাওলানা খানের একথা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁরা হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল, আস্থাশীল এবং তাঁদের প্রতি আন্তরিক নিসন্দেহে। এভাবে জামায়াতে ইসলামীর লোকেরাও

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ও আন্তরিক। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে জনাব মহিউদ্দিন খান সাহেবের উপরোক্ত কথার মধ্যে একটি বুনিয়াদী ভুলও রয়েছে। আর তা হচ্ছে রিসালাতে বিশ্বাসের সঠিক মর্ম উপলব্ধিতে অসচ্ছতা। আলহামদুলিল্লাহ! জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা এ রোগে আক্রান্ত নয়। তাই তারা নবী ও উম্মতের মধ্যকার পার্থক্য, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন আর তাই বলেছেন ঃ

"মহানবী (স) মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ নেতা।

সাহাবায়ে কেরামই নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে একমাত্র আদর্শ নমুনা।"

সাহাবায়ে কেরাম (রা) রাসূলের করীম (স)-কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করেছেন বলেই তারা আমাদের জন্য নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে আদর্শ নমুনা। এটাই তাঁদের মর্যাদা। তাঁদেরকে এর উর্ধে তোলার আর কোনো সুযোগ নেই। কারণ তারাও মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত। উম্মতকে উম্মতের স্তরে স্থীর রাখতে হবে। তাঁরা যেমন হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত আমরাও মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত। সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাঁর উম্মত হওয়া হিসেবে তাঁর অনুসরণ করেছেন। আমরাও তাঁর উম্মত এবং তাঁর উম্মত হওয়া হিসেবে আমাদেরকে তার অনুসরণ করতে হবে। কারণ তিনি সকলের নবী ও রাসূল। তিনি সাহাবীগণেরও নবী আমাদেরও নবী। তিনি বিশ্ব নবী।

কুরআন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"হে রাসূল বলুন তোমরা যদি আল্লাহকে ভাল বাস তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করবেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই দয়াশীল ক্ষমাশীল।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১

এ আয়াতের সম্বোধনের ভেতর সাহাবীরা যেমন রয়েছেন এ যুগের মুসলমানরাও রয়েছেন।

www.pathagar.com

রাসূল (স)-কে মেনে চলার তাঁর অনুসরণ করার এ নির্দেশটি সাহাবী অ-সাহাবী সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। সবাইকে রাসূল (স)-এর অনুসরণের নিদের্শ দেয়া হয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র) বলেছেন ঃ

يجب على الانسان ان يعلم ان الله عز وجل ارسل محمد ﷺ الى جميع الثقلين الانس والجن واوجب عليهم الايمان به وبما جاء به وطاعته .....وهذا اصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم باحسان وائمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين اهل السنة والجماعة وغيرهم رضى الله عنهم اجمعين- الارشاد الى صحيح الاعتقاد ص ١٧٥

"মানুষের জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (স)-কে সকল মানুষ ও জিনদের নিকট নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তার আনীত দীনে বিশ্বাস করা ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করাকে তাদের উপর ফরয-অত্যাবশ্যক করে দিয়েছেন ....। এটা এমন একটি মূলনীতি যার উপর সাহাবা, তাবেঈন, ইমামগণ সর্বশ্রেণীর মুসলমানগণ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত গং সবাই ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।"–আল ইরশাদ ইলা সহীহিল ইতিকাদ, পৃঃ ১৭৫

কিন্তু জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও মহিউদ্দীন খান সাহেবরা যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর অনুসরণের কথা বলছেন তা কতটুকু সঠিক? কতটুকু ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস মুতাবিক ? তাহলে তারা কি জানেন না যে, রাসূল (স)-কে মানা আর সাহাবীগণকে মানা এক জিনিস নয় ? রাসূলের অনুসরণ ও সাহাবীগণের অনুসরণ এক পর্যায়ের নয় ? রাসূল (স)-কে মানতে হয় তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করে তাঁর উম্মত হিসেবে। এখন যদি সাহাবীগণকেও নিঃশর্তভাবে অনুসরণ করা জরুরী রূপে বিশ্বাস করা হয় তাহলে নবী ও উম্মতের মধ্যে পার্থক্য থাকে কি ? সাহাবীগণ কি নবীর উম্মত নন ? তাঁরা তো উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রথম শ্রেণী। বর্তমান যুগের মুসলমানরাও উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করাকে ফরজ জ্ঞান না করে এবং বাস্তবে তাঁর আনুগত্য স্বীকার না করে কেউ কি তাঁর উম্মত বলে দাবী করার অধিকার রাখে ? তা হলে রাসূল (স) কেন বললেন ঃ

www.pathagar.com

كل امتى يدخلون الجنة الا من ابى قيل ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد ابى ـ

"আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে যে অস্বীকার করে সে ছাড়া। বলা হলো কে অস্বীকার করে হে আল্লাহর রাসূল ? তিনি উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্য হয়ে চলে সেই অস্বীকার করে।"–বুখারী

এখন যদি সাহাবীগণের নিঃশর্ত অনসরণকে ফরজ জ্ঞান করা হয় তাহলে রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি ? যারা এরূপ জ্ঞান করে তারা উম্মতে সাহাবা না উম্মতে মুহাম্মাদ (স) ? আর আলেমদেরকে কেন ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বলা হয় ওয়ারাসাতুস সাহাবা বলা হয় না। কেন কালেমা তাইয়েবার মধ্যে সাহাবীগণের নাম প্রবিষ্ট হলো না ? কেন কুরআন ও হাদীসে সাহাবীগণের আনুগত্য কর, অনুসরণ কর—মর্মে সরাসরি কোনো নির্দেশ নেই ? কালিমায়ে বিশ্বাসী মুসলমানদের কাছে আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট ফতোয়াটি তুলে ধরছি আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের আনুগত্য করে তারা বিরাট সফলতা লাভ করে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৭১

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ○

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত থাকে।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬

সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণের জন্য এর কোনো নির্দেশ আছে কি ?

অতপর মুহতারাম মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেব তার ভুল আকীদার সমর্থনে কুরআনের যে আয়াত উল্লেখ করেছেন তার ইলমী জবাব ইতিপূর্বে আমি দিয়েছি সম্মানিত পাঠককে।

"আয়াত اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ -এর অপব্যাখ্যা ও তার জবাব শিরোনামের অধীনস্থ আলোচনাটি দেখে নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি। কারণ, আলোচ্য আয়াতটি তাদের দাবী সমর্থন করে না। কেননা আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং এতে মুনাফিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু তারা নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনেনি। তাই

www.pathagar.com

ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে সাহাবীগণকে নমুনা বানিয়ে মুনাফিকদের বলা হয়েছে, "তোমরা ঈমান আন যেভাবে এ লোকগুলো ঈমান এনেছে।" এ আয়াত দ্বারা যদি সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করা সঠিক হতো তাহলে উলামায়ে শরীয়াত সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে ঈমান এর সংজ্ঞার মধ্যে প্রবিষ্ট করতেন। ঈমানের রোকন-এর মধ্যে তাঁদরকে গণ্য করতেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তা করেননি।

একটি উদাহরণ দ্বারা খান সাহেবদের অজ্ঞতা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে চাই উদাহরণটি হচ্ছ এই যে, একটি ট্রেন গাড়ীতে যেমন ইঞ্জিন থাকে একজন চালক থাকেন এবং যাত্রীদের মধ্যে থাকেন তিন শ্রেণীর লোক ১ম শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ও ৩য় শ্রেণী। তো সাহাবায়ে কেরাম (রা) হলেন উম্মতে মুহাম্মদী (স)-এর প্রথম শ্রেণী তাবেঈগণ হলেন উম্মতে মুহাম্মাদী (স)-এর ২য় শ্রেণী তাবেতাবেঈন হলেন ৩য় শ্রেণী। আল্লাহর ওহী হলো উম্মতে মুহাম্মাদীর চালিকা শক্তি যা ইঞ্জিনের কাজ করে। আর রাসূল হলেন এ উম্মতের চালক। চালককে বাদ দিয়ে খান সাহেবরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদেরকে চালকের স্থানে বসিয়ে দিয়েছেন। আনুগত্যের ক্ষেত্রে তারা নবী ও সাহাবীর মর্যাদাকে সমান করে ফেলেছেন !

## মাসিক মদীনার সম্পাদক সাহেবের ৬ষ্ঠ উক্তি

মাওলান মহিউদ্দিন খান বলেন, "কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, মাওলানা মওদূদী সাহেব জীবৎকালে তার সে ভুল স্বীকার করে যাওয়ার মত উদারতা প্রদর্শন করতে পারেননি।"-মাসিক মদীনা পৃঃ ৬১ জানুয়ারী ১৯৮৯, সমকালীন জিজ্ঞাসার জবাব খঃ ১৫, পৃষ্ঠা-১৩।

### তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মাওলানা মহিউদ্দীন খান সাহেব শায়খুল ইসলাম আওলাদে রাসূল আল্লামা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) সম্পর্কে ভুল স্বীকার না করে যাওয়ার যে অভিযোগটি করলেন তা অসত্য ও অবাস্তব। মাওলানা মওদূদী (র)-কে যখনই কুরআন হাদীসের দলিল দ্বারা ভুল ধরিয়ে দেয়া হয়েছে তিনি তা সাথে সাথেই গ্রহণ করেছেন এবং ভুল সংশোধন করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম লিখেছেন, "মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (র) ও

www.pathagar.com

মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র)-এর দেখিয়ে দেয়া কোনো কোনো ভুল যে মাওলানা মওদূদী সংশোধন করেছেন সে কথা মাওলানা মওদূদী স্বয়ং আমাকে বলেছেন।"–সূত্র ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন পৃঃ ৫০ ৭ম সংস্করণ।

মানুষ আসলে ভুলের উর্ধে নয়। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় মানুষের ভুল হয়। নিসন্দেহে মাওলানা মওদূদী (র)-ও ভুলের উর্ধে নন। কিন্তু খান সাহেব যে বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (র)-এর উপর অভিযোগ করে বলেছেন যে, "তিনি ভুল স্বীকার করে যাওয়ার মত উদারতা প্রদর্শন করেননি।"

এটা মিথ্যা অসত্য ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ প্রসূত বৈ কিছু নয়। কারণ মাওলানা মওদূদী (র) কুরআনের অকাট্য দলিলের আলোকে জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র প্রনয়ন করেছেন। তাতে তিনি ভুল করেননি। বরং অভিযোগকারীরাই ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে পতিত হয়েছেন। তারা নিজেদের রুগ্ন অনুধাবনের ফলে সত্য সঠিক কথাকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।

কবি ঠিকই বলেছেন ঃ

وكم من عائب قولا صحيحا + وافته من الفهم السقيم-

"সঠিক কথার কত দোষারূপকারী আছে যে, তার রুগ্ন চিন্তাই হচ্ছে সব বিপদের কারণ।"

তারা সাহাবীগণকে সত্যের মাপকাঠি প্রমাণ করার জন্য কুরআন হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন তা মোটেই ঠিক নয়। এ বইতেও তাদের দলিল ও মনগড়া ব্যাখ্যার ইলমী জবাব দেয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। খান সাহেবরা এর উত্তর দিতে পারবেন না ইনশাআল্লাহ।

## মাসিক মদীনা সম্পাদক সাহেবের শেষ উক্তি

মাওলানা মহিউদ্দিন খান বলেন ঃ

"কিন্তু যদি তাঁর অন্ধভক্তরা সাহাবীগণ সম্পর্কিত তাঁর অবান্তর মন্তব্যগুলো যথার্থ বলে প্রমাণ করার দুরভিসন্ধি এখনও অব্যাহত রাখেন তবে ঈমান-আকীদার অতন্দ্রপ্রহরী আলেমগণকেও প্রতিহত করার জন্য ময়দানে না নেমে উপায় থাকবে না। আর এর ফল মরহুম মওদূদী সাহেবের অতি উৎসাহী ভক্তবৃন্দের জন্যও খুব একটা

www.pathagar.com

প্রীতিকর হবে বলে মনে করি না।"–মাসিক মদীনা, পৃঃ ৬২, জানুয়ারী ১৯৮৯, সমকালীন জিজ্ঞাসরা জবাব খঃ ১৫ পৃঃ ১৫

**তাত্ত্বিক আলোচনা**

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আমাদের মুহতারাম মাওলানা মহিউদ্দীন খান সাহেবের মেজাজ কিছুটা গরম হয়ে গেছে। মুহাব্বাতে সাহাবার দরুন একজন মু'মিনের এমনটি হতে পারে, হওয়া কর্তব্য। তবে আমি আশা করি যে, সত্যের মাপকাঠি বিষয়ে কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলিলের সামনে তাঁর মেজাজ ঠাণ্ডা হতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ সকল বিষয়ে মেজাজ দেখানো সমীচীন নয় কারো পক্ষেই। আমি পূর্ণ দায়িত্বের সাথে বলতে পারি যে, মাওলানা মওদূদী (র) রাসূলের প্রিয় সাহাবীগণের ব্যাপারে কোনো অবান্তর মন্তব্য করেননি। তিনি সত্যের সাক্ষ্য ও ন্যায়বিচারের দাবীর ভিত্তিতে সবাইকে সত্যের দিকে আহ্বান করেছেন মাত্র।

মাওলানা মাওদূদী (র) সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর নিন্দাকারী ও দোষারূপকারী সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنے ولا میرے نزدیک صرف فاسق ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان بھی مشتبہ ہے من ابغضہم فببغضی ابغضہم . ترجمان القران اگست ۱۹۶۱ ص ۵۲

"সম্মানিত সাহাবীগণ (রা)-কে যে ব্যক্তি গালমন্দ করে সে আমার মতে স্রেফ ফাসেকই নয়, বরং তার ঈমানই সন্দেহ যুক্ত হয়ে যায়। রাসূল (স) বলেছেন, যে তাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে।"–সূত্র ঃ তরজুমানুল কুরআন পৃঃ-৫৩, আগস্ট ১৯৬১

এ হলো সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর প্রতি মাওলানা মওদূদী (র)-এর সুবিশ্বাস ও সু-আস্থার বর্ণনা। তাহলে এ লোক কিভাবে এবং কখন সাহাবীগণের সম্পর্কে অবান্তর মন্তব্য করলো ? আসলে খান সাহেবরা ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়েছেন, যা আমরা কামনা করি না।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়ে হলো এই যে, মাওলানা খানের ঈমান আকীদার "অতন্দ্র প্রহরী আলেমগণ" থাকতে এবং "বি. বাড়িয়ায় গোমরাহী নির্মূল কমিটি" থাকতে কিভাবে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে

www.pathagar.com

অসংখ্য শিরক, কুফর ও বিদআত চালু হলো, কবর পূজা, মাজার পূজা, মূর্তিপূজা ও পীর পূজা ও গোমরাহী কর্মকাণ্ড বেশ জোরেশোরে চলছে। এসব প্রতিহত করার কোনো ব্যবস্থা কেন নেয়া হচ্ছে না ?

আমরা জানি ঈমান-আকীদার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাওহীদ সংরক্ষণ, শিরকের খণ্ডন করা। কিন্তু এ বিষয়ে "গোমরাহী নির্মূল কমিটি বি, বাড়িয়া" আর ঈমান-আকীদার অতন্দ্রপ্রহরী আলেমগণ আপোষহীন নয় কেন ? নীরব নিস্তব্ধ কেন ? মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেব কি ডাঃ জাহাঙ্গীর আল সুরেশ্বরী লিখিত 'সূফীবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ' বইখানা পড়েছেন ? বইটি পরিবেশন করেছে এদারায়ে মারেফাত। ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ৩য় তলা, বাংলাবাজার। বইটি স্কুল কলেজে ফ্রী বিলি করা হচ্ছে। সে বইতে লেখা আছে ঃ

১. এবং চতুর্থ অজিফাটি এক হাজার বার পীরের ধ্যানসহ পড়ুন। অজিফাটি হলো ঃ

"ইয়া হাসান মাঈনুদ্দীন-ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন।" পৃঃ ২৩৪।

২, "তোমার পীরই তোমার প্রথম মাবুদ" পৃঃ ২৩২।

৩. "ইবাদাতের অতি উঁচুতে আসার পর আর ইবাদাত করতে হয় না।"-পৃঃ ২৩২।

এ বইতে আরো অসংখ্য শিরকী, কুফরী ও অবান্তর কথাবার্তা বিদ্যমান রয়েছে যা পড়লে শরীরের লোম শিউরে উঠে। এ ব্যাপারে আপনাদের প্রহরা শিথিল কেন ? জানতে চাই।

কিন্তু আমি আরো আশ্চর্য হই এজন্য যে, যারা আজ নিজেদেরকে ঈমান আকীদার "অতন্দ্রপ্রহরী আলেম" বলে দাবী করছেন এবং "গোমরাহী নির্মূল কমিটি বি, বাড়িয়া" নামে দীনের খেদমত করে যাচ্ছেন তাদের কিতাবসমূহে এ সমস্ত অবান্তর কথাবার্তা কিভাবে প্রবেশ করলো।

যার বিরুদ্ধে উলামায় আরব তথা মক্কা মদীনার আলেমগণ অত্যন্ত কঠিন ভাষায় সমালোচনা করেছেন এবং কুরআন-হাদীসের দলিল দ্বারা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন ? তবে কি প্রহরা কোনো এক সময় শিথীল করা হয়েছিল ?

খলীফায়ে মাদানী শায়খ তাজাম্মুল আলী দেওবন্দী সাহেব মাওলানা মওদূদী (র)-এর একটি বিশুদ্ধ কথার উপর অভিযোগ করে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

"এই যদি হয় তাহা হইলে আম্বিয়া (আ)-কে জনগণের দিশারী রাহনমা ও ইহ-পরকালের মুক্তি দাতা হিসেবে কেমন করিয়া মনোনীত করিলেন।"

সূত্র ঃ মাকামে আম্বিয়া ও সাহাবা পৃঃ ৪ প্রকাশকাল ১৯৮১ ইং

জমিয়তে উলামার শ্রেষ্ঠ আলেম এখানে "আম্বিয়া (আ)-কেই ইহ-পরকালের মুক্তি দাতা" বলেছেন। অথচ প্রত্যেক মুসলমানের স্থীর বিশ্বাস হলো ইহ-পরকালের মুক্তিদাতা হলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা আর কেউ নয়। এ ব্যাপারে মান্যবরের অভিমত কি ?

খোদ হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব কবি বুসীরীর সাথে একাত্ম হয়ে রাসূল (স)-কে আহ্বান করে বলেছেন ঃ

اے افضل مخلوقات میرا کوئی نہیں جس کی پناہ پکڑوں .. بجز تیرے بروقت نزول حوادث۔

"হে সৃষ্টির সেরা নবী! মহাবিপদের সময় আপনি ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয়দাতা নেই।"–সূত্র ঃ শিহাবে ছাকিব পৃঃ ৭০-৭১

অথচ দুনিয়ার মুসলমানরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে না। খোদ রাসূলকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔

"বল, আমি উষার স্রষ্টার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔

"বল, আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

হযরত মাদানী সাহেব আরো লিখেছেন ঃ

لفظ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر بلا لحاظ معنی ایس طرح نکلا ہے جیسے لوگ بوقت مصیبت وتکلیف ماں اور باپ کو پکارتے ہیں تو بلا شک جائز ہے۔

যদি "ইয়া রাসূলুল্লাহ" আহ্বানের এ শব্দটি অর্থের দিকে লক্ষ না করে (মুখ থেকে) এভাবে নির্গত হয় যেমন লোকেরা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ মুসিবতের সময় মাতাপিতাকে আহ্বান করে তাহলে এটা নিসন্দেহে জায়েয ও বৈধ।"–শিহাবে ছাকিব পৃঃ ৬৫

www.pathagar.com

এখানে প্রশ্ন হলো বিপদ মুসীবতের সময় মা বাপকে ডাকবে কেন ? বিপদের সময় একত্ববাদে বিশ্বাসীর যবান থেকে "ইয়া রাসূলুল্লাহ" শব্দটি বের হবে কেন ? অন্যথায় তাওহীদ শিরকের মধ্যে পার্থক্য থাকে কি ? খোদ রাসূল (স)-কেই তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ....

"বল, হে রাসূল ! আমি শুধু আমার রবকে আহবান করি।"

এবং কাউকে তার সাথে শরীক করি না।"–সূরা জিন ঃ ২১

মুহতারাম খান সাহেবকে বলব জামায়াতের আকীদার খবরদারী বাদ দিন। নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের খবর নিন। এখন আপনাদের আকীদা-বিশ্বাসের নতুন করে যে তাহকীক শুরু হয়েছে সে দিকে দৃষ্টিপাত করুন। এবং তাওহীদ শিরকের হাল-হাকীকত সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন। বিশেষ করে নিম্নে উল্লিখিত কিতাবগুলো সংগ্রহ করুন।

কিতাবের নাম লেখকের নাম

১. السراج المنير আল্লামা তকীউদ্দীন হিলালী (র)

২. الدين بندية تعريفها وعقائدها সায়্যিদ তালিবুর রহমান

৩. القول البليغ فى التحذير من جماعة التبليغ আবদুল্লাহ বিন হামুদ তুআইজীরী

৪. ايضاح المحجة فى الرد على صاحب طنجة

৫. جماعة التبليغ عقيدتا وافكار مشائخها ডঃ মোহাম্মদ আসলাম

৬. نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية উস্তাজ সাইফুদ্দীন দেহলভী

৭. زلزلة শায়খ আরশদ কাদেরী

www.pathagar.com

# শেষ কথা

পরিশেষে বলতে চাই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি একমাত্র রাসূলই প্রমাণিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁকেই সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন এবং তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন রাসূল আনীত এ সত্যের নিষ্ঠাবান অনুসারী ও বর্ণনাকারী। তারা নিজেরা সত্যের মাপকাঠি নন। জামায়াত বিরোধী দেওবন্দী সিলসিলার আলেমগণ কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বানাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের এ দাবীর সমর্থনে কোনো দলিল নেই। তাদের এ দাবী আদৌ ঠিক নয়। 'আকীদার মানদণ্ডে জমিয়ত'[১] নামক বইতে তাদের সমস্ত অপব্যাখ্যার জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই আমাদের সবাইকে সত্য গ্রহণের ও সৎপথে চলার তাওফিক দান করুন। তিনিই একমাত্র হেদায়াতের মালিক।

# আমীন

১. বইয়ের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে বইটি "বিতর্কিত আকীদা-বিশ্বাস উলামায়ে আরব ও উলামায়ে দেওবন্দ" নামে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওহীদের পথে কাজ করার তাওফীক দিন।

www.pathagar.com

## আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- **তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **তাদাব্বুরে কুরআন (১-৯ খণ্ড)**
  - মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- **শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)**
  - মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- **শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড)**
  - মতিউর রহমান খান
- **সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)**
  - ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র)
- **সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)**
  - আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- **শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)**
  - ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী (র)
- **সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)**
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- **আল কুরআনের শিক্ষা (১-২ খণ্ড)**
  - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- **মহিলা ফিক্‌হ (১-২ খণ্ড)**
  - আল্লামা মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস
- **ফিক্‌হী বিশ্বকোষ (১-৮ খণ্ড)**
  - ড: মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী
- **বিশ্ব নবীর সাহাবী (১-৬ খণ্ড)**
  - তালিবুল হাশেমী
- **মহানবীর সীরাত কোষ**
  - খান মোসলেহউদ্দীন আহমদ

www.pathagar.com